আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক

দ্বিতীয় খণ্ড

পিপল্‌স্ বুক সোসাইটি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৬৪

প্রকাশক : বিভা রায়
পিপলস্ বুক সোসাইটি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-১২

সূচী

স্তালিন প্রসঙ্গে

সি. পি. এস. ইউ'-র কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি প্রসংগে দ্বিতীয় মন্তব্য

'পিপলস্ ডেইলি' ও 'রেড ফ্ল্যাগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ
(সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯৬৩)

স্তালিন প্রশ্নটির আজ এক বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিটি দেশের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া খুব গভীর এবং আজো এটি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। বিভিন্ন শ্রেণী এবং তাদের দল ও উপদলের মধ্যে এ প্রশ্নে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। বর্তমান শতকে এ প্রশ্নের কোনো চূড়ান্ত রায় দেওয়া সম্ভব নয় এবং এটাই যুক্তিসংগত। কিন্তু একটা ব্যাপারে দুনিয়ার অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ এবং বিপ্লবী জনগণের মধ্যে সত্যিকার মতৈক্য রয়েছে—তারা স্তালিনকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ ক'রে দেওয়াকে অগ্রাহ্য করেন, এবং তাঁর স্মৃতিকে আরো বেশী বেশী ক'রে আঁকড়ে ধরতে চান। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের বিরোধ জনতার একটি অংশের সাথে বিরোধ মাত্র। আমরা আশা করি, বিপ্লবের অগ্রগতির স্বার্থে আমরা তাদের বোঝাতে পারবো। সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

সি. পি. সি. সবসময়েই এই মত পোষণ করে আসছে যে 'ব্যক্তিপূজার বিরোধিতা'র নাম ক'রে স্তালিনকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ ক'রে দেবার যে দৃষ্টিভঙ্গী কমরেড ক্রুশ্চভের রয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে ভুল এবং দুরভিসন্ধিমূলক।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের ১৪ই জুনের চিঠিতে দেখিয়েছে যে, 'ব্যক্তিপূজার বিরোধিতা' ব্যাপারটি নেতা, পার্টি, শ্রেণী ও জনগণের মধ্যেকার আন্তঃ-সম্পর্ক সম্বন্ধে লেনিনের সম্পূর্ণ শিক্ষাকেই লঙ্ঘন করে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কমিউনিষ্ট আদর্শকে হেয় করে।

সি. পি. এস. ইউ. তাদের খোলা চিঠিতে আমাদের এই আদর্শ-সম্পর্কিত যুক্তি-গুলোর জবাব এড়িয়ে গিয়ে মামুলীভাবে চীনা কমিউনিষ্টদের 'ব্যক্তিপূজার রক্ষক ও স্তালিনের ভ্রান্তনীতির ধ্বজাধারী' বলে চিহ্নিত করেছেন। মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন, "বিরোধীপক্ষের মতাদর্শসম্পর্কিত যুক্তিগুলোর জবাব না দেওয়া এবং সবটাই কেবল তার উত্তেজনার ব্যাপার বলে চালানোর অর্থ বিতর্ক না চালিয়ে খিস্তি-খেউড় করা।" সি. পি. এস. ইউ তাদের খোলা চিঠিতে যে মনোভাব দেখিয়েছেন, তা একেবারে মেনশেভিকদের মতই।

যদিও তাদের খোলা চিঠিতে তারা বিতর্কের পরিবর্তে কেবল খিস্তি-খেউড়কেই অবলম্বন করেছেন, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আদর্শগত যুক্তির ভিত্তিতে বহুবিধ সত্যকে উদ্ঘাটিত ক'রেই এর জবাব দেব। মহান সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম রাষ্ট্র, যেখানে সর্বহারা একনায়কত্ব কায়েম হয়েছিল। প্রথমদিকে, এই রাষ্ট্রের পার্টি ও সরকারের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন লেনিন। লেনিনের মৃত্যুর পর ছিলেন স্তালিন। লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার এবং পার্টিরই নেতা হিসাবে

পরিগণিত হননি, উপরন্তু তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের স্বীকৃত নেতা।

অক্টোবর বিপ্লবের পর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকে আজ ছেচল্লিশ বছব পার হয়েছে। এর প্রায় তিরিশ বছর ধরে স্তালিনই ছিলেন এই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতা, সর্বহারা একনায়কত্বের ইতিহাসেই হোক কিংবা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসেই হোক—স্তালিনের কর্মধারা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল ক'রে আছে।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি ক্রমাগতভাবেই বলে আসছে যে, স্তালিনের মূল্যায়ন কীভাবে হওয়া উচিত, অথবা স্তালিনের প্রতি আমরা কী ধরনের মনোভাব অবলম্বন করবো—এই প্রশ্নটির উত্তর কেবলমাত্র স্তালিন নামক ব্যক্তিকে জানা নয়, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে সর্বহারা একনায়কত্ব বা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কীভাবে সার-সংকলন করা হবে।

সি. পি. এস. ইউ'র বিংশতিতম কংগ্রেসে কমরেড ক্রুশ্চভ স্তালিনকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। যে নীতিগত প্রশ্নে সমগ্র আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন জড়িত, ভ্রাতৃপ্রতিম অন্যান্য পার্টিগুলোর সঙ্গে সে প্রশ্নে আগে থেকে কোন আলোচনা তিনি করেননি, এবং পরবর্তীকালে এই পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত অন্যান্য পার্টিগুলোব ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। যে কোন পার্টি যখনই সি. পি. এস. ইউ'র নেতৃত্বেব এই মূল্যায়ন ছাড়া অন্য কোনো মূল্যায়ন করেছেন, তখনই তাকে 'ব্যক্তিপূজার রক্ষক' হিসেবে এবং সি. পি. এস. ইউ'র আভ্যন্তরীণ ব্যাপাবে 'নাক গলানোর' অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। কিন্তু কেউ-ই প্রথম সর্বহারা একনায়কত্বের রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আন্তর্জাতিক গুরুত্বকে অস্বীকাব করতে পারেন না, বা এই ঐতিহাসিক সত্যকেও অস্বীকার করতে পারেন না যে, স্তালিন ছিলেন বিশ্ব-কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতা। সাথে সাথে, এটাও কেউ অস্বীকার করতে পাবেন না যে, স্তালিনের মূল্যায়ন আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্নের সাথে জড়িত। তাহলে সি. পি. এস. ইউ'র নেতারা স্তালিনের বাস্তব বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোকে বাধা দিলেন কেন?

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের রীতিতে ইতিহাসে যা সত্যি সত্যি ঘটেছে তার ভিত্তিতে স্তালিনের দোষগুণের বস্তুগত ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর সি. পি. সি. বরাবর জোর দিয়ে আসছে এবং বস্তুবাদী রীতিকে বাদ দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাসকে বিকৃত ও বদল ক'রে আত্মামুখীর মত কুৎসিতভাবে স্তালিনকে পুরোপুরিভাবে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়ে আসছে।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি জোর দিয়ে বলে আসছে যে, স্তালিন ভুল করেছিলেন এবং সে ভুলগুলোর মতাদর্শগত, সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ আছে। ভিত্তিহীনভাবে স্তালিনের উপর যে দোষগুলো চাপানো হয়েছে সেগুলো নয়, স্তালিন যে ভুলগুলো সত্যি সত্যি করেছেন, তার সমালোচনা অবশ্যই প্রয়োজন। সঠিক অবস্থান অনুযায়ী ও সঠিক রীতিতেই তা হওয়া দরকার, ভুল অবস্থান অনুযায়ী ও ভুল রীতিতে নয়।

লেনিনের জীবিতকালেই স্তালিন জারের বিরুদ্ধাচরণ ও মার্কসবাদ প্রচার করেছিলেন। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হবার পর ১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রস্তুতির সংগ্রামে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন, লড়াই করেছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের পর সর্বহারা বিপ্লবের ফলকে রক্ষা করার সংগ্রামে। লেনিনের মৃত্যুর পর গৃহশত্রুর ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামে এবং পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে ও সংহত করতে স্তালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েত জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নয়ন ও কৃষি যৌথীকরণের নীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে তিনি সি. পি. এস. ইউ. ও সোভিয়েত জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরসাধন ও সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে অভূতপূর্ব সার্থকতা অর্জন করেছিলেন।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধের মহান বিজয়-অর্জনের কঠিন ও তিক্ত সংগ্রামে স্তালিন সি. পি. এস. ইউ., সোভিয়েত জনগণ ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন রকমের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে স্তালিন মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে রক্ষা ও সমৃদ্ধ করেছিলেন এবং লড়াই করেছিলেন লেনিনবাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে, ট্রট্স্কীবাদী, জিনোভিয়েভবাদী, বুখারিনবাদী এবং অন্যান্য বুর্জোয়া চরদের বিরুদ্ধে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে স্তালিন অনস্বীকার্য অবদান রেখে গেছেন বহুবিধ তাত্ত্বিক লেখায় যেগুলো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রচনা হিসেবে অমর হয়ে আছে।

সমগ্রভাবে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে বৈদেশিক নীতি অনুসরণে স্তালিন সোভিয়েত পার্টি ও জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং চীনা জনগণ সহ সমস্ত জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে দারুণভাবে সাহায্য করেছিলেন।

সংগ্রামকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার ঐতিহাসিক জোয়ারের সামনের সারিতে স্তালিন দাঁড়িয়েছিলেন; সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন একজন আপোষহীন যোদ্ধা।

স্তালিনের কর্মধারা মহান সি. পি. এস. ইউ. এবং মহান সোভিয়েত জনগণের সংগ্রামের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং দুনিয়ার জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের থেকে তাঁর

কার্যাবলী ছিল অবিচ্ছিন্ন।

স্তালিনের জীবন ছিল একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর জীবন, একজন মহান সর্বহারা বিপ্লবীর জীবন।

একথা সত্য যে, সোভিয়েত জনগণ আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের জন্য একদিকে যেমন একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসেবে স্তালিন অনেক প্রশংসাযোগ্য কাজ করে গেছেন, তেমনি কিছু ভুলও তিনি করেছিলেন। কিছু ভুল ছিল নীতিগত, কিছু ভুল হয়েছিল বাস্তব কাজকর্ম করতে গিয়ে। কতগুলো ভুল এড়ানো যেত, আর সর্বহারা একনায়কত্বের আর কোনো পূর্বদৃষ্টান্ত ছিল না বলে সে সময় কিছু কিছু ভুল এড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

নিজের চিন্তাধারায় স্তালিন কিছু কিছু প্রশ্নে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভাববাদ ও আত্মমুখীবাদের গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছিলেন এবং তার ফলে বাস্তব অবস্থা ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। পার্টির ভেতরের ও বাইরের সংগ্রাম পরিচালনায় কিছু কিছু ঘটনায় ও কিছু কিছু প্রশ্নে আমাদের সাথে শত্রুদের দ্বন্দ্ব ও জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব—প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন প্রকৃতির এই দুটো দ্বন্দ্বকে তিনি গুলিয়ে ফেলেছিলেন, গুলিয়ে ফেলেছিলেন এদের মীমাংসার জন্যে প্রয়োজনীয় ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলোকেও। প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার জন্য স্তালিন যে কাজ করেছিলেন, তাতে অনেক প্রতিবিপ্লবীর শাস্তি পাওয়াটা যেমন যথাযোগ্য ছিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিরীহ মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রতিবিপ্লবীদের দমন অভিযানের সুযোগ বাড়ানোর মধ্যেই ভুলটা ঘটেছিল। পার্টি এবং সরকারী সংগঠনগুলোতে তিনি সর্বহারা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেননি, বরং কখনও কখনও তাকে লঙ্ঘন করেছেন। ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি এবং দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তিনি কিছু ভুল করেছিলেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে তিনি কিছু কিছু ভুল উপদেশও দিয়েছিলেন। এই সমস্ত ভুল সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কিছু ক্ষতিসাধনও করেছিল। স্তালিনের গুণ ও দোষের ব্যাপারগুলো হোলো ঐতিহাসিক ও বস্তুগত সত্য। উভয় দিকে বিবেচনা করলে তার দোষের তুলনায় গুণগুলো অনেক বেশী। মুখ্যত তিনি সঠিক ছিলেন, ভুলগুলো ছিল গৌণ। স্তালিনের চিন্তাধারা ও সামগ্রিক কার্যকলাপের সারসংকলন করলে ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রতিটি সৎ কমিউনিষ্ট নিশ্চয়ই স্তালিন প্রথমতঃ কী ছিলেন, তাই প্রথমে দেখবেন। তাই স্তালিনের ভুলগুলোকে নিন্দা করা, সমালোচনা করা ও অতিক্রম করা যেমন সঠিক, তেমনি স্তালিনের জীবনে যা প্রাথমিক ছিল, যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তিনি রক্ষা করেছেন ও বিকাশসাধন করেছেন, তাকে

রক্ষা করাও তেমনি প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্টরা স্তালিনের কেবলমাত্র গৌণ ভুলগুলোকে যদি ঐতিহাসিক শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে সবিশেষ উপকৃত হবেন এবং ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে যেতে পারবেন, বা কম ভুল করবেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে বিকৃত না করে ববং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সঠিকভাবে যদি সেগুলোকে টানা হয়, তবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ঐতিহাসিক শিক্ষাই কমিউনিস্টদের উপকার সাধন করে।

লেনিন একাধিকবার দেখিয়ে গেছেন যে, বেবেল ও রোজা লুক্সেমবার্গের মতো ব্যক্তিদের —শত ভুল সত্ত্বেও যাঁরা ছিলেন মহান সর্বহারা বিপ্লবী—প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে মার্কসবাদীরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মার্কস-বাদীরা এসব ব্যক্তিদের ভুলগুলিকে চেপে যাননি, বরং তাদের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন "কীভাবে সেগুলো এড়ানো যায় এবং বিপ্লবী মার্কসবাদের অধিকতর কঠোর মানের উপযুক্ত হয়ে ওঠা যায়।"[১] আর এর বিপরীতে, সংশোধনবাদীরা বেবেল ও রোজা লুক্সেমবার্গের ভুলগুলি নিয়ে 'ব্যঙ্গ' ও 'ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌' করেছে। এ প্রসঙ্গে লেনিন একটি রুশ উপকথা উদ্ধৃত করেছেন। "ঈগলরা অনেক সময় মুরগীর চেয়ে নীচু উচ্চতায় উড়লেও, মুরগীরা কখনোই ঈগলের মতো উঁচুতে উঠতে পারে না।"[২] বেবেল ও রোজা লুক্সেমবার্গ ছিলেন 'মহান কমিউনিষ্ট', তাদের ভুলগুলি সত্ত্বেও তাঁরা 'ঈগলই' ছিলেন, আর সংশোধনবাদীরা ছিলো 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পেছনের প্রাঙ্গণে আবর্জনা-স্তূপের মধ্যেকার' এক ঝাঁক 'মুরগী'।[৩]

বেবেল ও রোজা লুক্সেমবার্গের ঐতিহাসিক ভূমিকার সঙ্গে স্তালিনের ঐতিহাসিক ভূমিকার তুলনাই চলতে পারে না। সমগ্র এক ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে স্তালিন ছিলেন সর্বহারা একনায়কত্বের এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মহান নেতা। কাজেই, তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দ সি. পি. সি-র বিরুদ্ধে স্তালিনকে 'সমর্থন' করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে। হ্যাঁ, আমরা স্তালিনকে সমর্থন করছি। ক্রুশ্চভ যখন

---

১ লেনিন: 'ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে ভয়নোভ-এর (এ. ভি. লুনাচারস্কি) প্রচারপুস্তিকার ভূমিকা।' 'সংকলিত রচনাবলী' ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৬২। খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ১৬৫

২ লেনিন: 'একজন প্রচারকের মন্তব্য।' নির্বাচিত রচনাবলী: ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৩। খণ্ড ১০, পৃ: ৩১২

৩ ঐ। পৃ: ৩১৩

ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে স্তালিনকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ ক'রে দিচ্ছেন, তখন আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের স্বার্থেই আমাদের ওপর অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব এসে পড়ে এগিয়ে আসার এবং তাঁকে সমর্থন করার।

স্তালিনকে সমর্থন করতে গিয়ে সি. পি. সি. সমর্থন করছে তাঁর সঠিক দিককে, সমর্থন করছে অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট সর্বহারা একনায়কত্বের প্রথম রাষ্ট্রের সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাসকে, সমর্থন করছে সি পি. এস. ইউ'র সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাসকে, সমর্থন করছে সমগ্র দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মর্যাদাকে। সংক্ষেপে, সে সমর্থন করছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও অনুশীলনকে। চীনের কমিউনিষ্টরাই শুধু এটা করছে না, মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অবিচল সমস্ত কমিউনিষ্টরা, সমস্ত দৃঢ়চেতা বিপ্লবীরা ও সমস্ত বিবেকবান মানুষেরাই এটা করছে। স্তালিনকে যখন আমরা সমর্থন করি, তখন আমরা তার ত্রুটিগুলোকে সমর্থন করি না। অনেকদিন আগেই তাঁর কিছু ভুল সম্পর্কে চীনা কমিউনিষ্টরা প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। সময়ে সময়ে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি'র মধ্যে 'বাম' এবং 'ডান' সুবিধাবাদের যে ক্ষতিকারক লাইন আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার মধ্যে কিছু কিছু আন্তর্জাতিক সূত্রে যতটা ঘটা সম্ভব, স্তালিনের ভুলের প্রভাবেই আত্মপ্রকাশ করছিল। গত বিশ, ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকের প্রথম ও মাঝামাঝি সময়ে চীনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মুখপাত্র কমরেড মাও সে-তুং এবং লিউ-শাও-চি স্তালিনের ভুলের প্রভাবকে রোধ করেছিলেন। তারা 'বাম' ও 'ডান' সুবিধাবাদের ক্ষতিকারক লাইনকে ক্রমে ক্রমে প্রতিহত করতে পেরেছিলেন এবং চীন বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত করেছিলেন।

যদিও স্তালিনের দেওয়া কিছু ভ্রান্ত ধারণা কিছু কিছু চীনা কমরেড গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর জন্য অবশ্যই আমাদেরই দায়িত্ব বহন করতে হবে। তাই 'বাম' ও 'ডান' সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আমাদের পার্টি কেবল আমাদের নিজেদের ত্রুটিকেই সমালোচনা করেছে, স্তালিনেব উপর দোষ চাপিয়ে দেয়নি। আমাদের সমালোচনার লক্ষ্য ছিল নির্ভুল ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা, উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করা, বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যে সমস্ত কমরেড ভুল করেছেন, আমাদের তাঁদের ভুলগুলোকে শুধরে নেওয়া উচিত, এটুকুই বলেছি। যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হ'ন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করেছি, অবশ্য যদি তারা তাদের ধ্বংসাত্মক ও বিভেদাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার জন্য গোপন দল না গড়েন। আন্তঃপার্টি সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার এটাই ছিল আমাদের রীতি। ঐক্যের আগ্রহ নিয়ে

আমরা যাত্রা করি এবং সমালোচনা ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নতুন ভিত্তির উপর নতুন ঐক্যে গিয়ে পৌছোই। আমরা মনে করতাম, এগুলো ছিল জনগণের নিজেকার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, শত্রু এবং আমাদের মধ্যেকার নয়, এবং সেজন্যই আমাদের উচিত এ রীতিটিকে ব্যবহার করা।

সি. পি. এস. ইউ'র বিংশতি কংগ্রেসের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি'র কমরেড ক্রুশ্চভ ও অন্যান্য নেতারা স্তালিন সম্পর্কে কী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন? তারা তাঁর জীবন ও কার্যকলাপের একটি সঠিক ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ না ক'রেই, নির্ভুল ও ভুলের মধ্যে কোন সীমারেখা না টেনেই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে মস্তাৎ ক'রে দিয়েছেন।

তারা স্তালিনকে কমরেড হিসাবে না দেখে শত্রু হিসেবেই দেখেছেন। তারা অভিজ্ঞতার সারসংকলনে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার রীতি অনুসরণ করেননি। বরং সমস্ত ভুলের জন্য তারা স্তালিনকে দোষারোপ করেছেন অথবা অযৌক্তিক ভাবে তাদের দ্বারা যথেচ্ছভাবে আবিষ্কৃত 'ভুলের' জন্য তাকে দায়ী করেছেন।

তারা কোনো সত্য, তথ্য ও যুক্তি ছাড়াই জনগণের মনকে বিষিয়ে দেবার জন্য গোঁড়ামিবাদী ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়েছেন।

ক্রুশ্চভ স্তালিনকে একজন 'খুনী', 'অপরাধী', 'জুয়াড়ী', 'দস্যু'[৪] 'ইভান দি টেরিব্‌ল'এর মত স্বেচ্ছাচারী, রাশিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় 'স্বেচ্ছাচারী' 'মূর্খ'[৫] 'বোকা'[৬] বলে গালাগাল দিয়েছেন। এইসব নোংরা, জঘন্য ও ন্যক্কারজনক ভাষা উচ্চারণ করতে আমরা যখন বাধ্য হচ্ছি, তখন আমাদের কাগজ কলমও হয়তো এর ফলে কলুষিত হয়ে যেতে পারে ব'লে আমাদের আশংকা হচ্ছে।

ক্রুশ্চভ স্তালিনকে 'রাশিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাচারী' বলে গাল দিয়েছেন। এর মানে কি এই নয় যে, রাশিয়ার জনগণ ত্রিশ বছর ধরে 'রাশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাচারী'র অত্যাচারের অধীন ছিলেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে নয়? সোভিয়েতের মহান জনগণ এবং সারা দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণ এই ধরনের কুৎসাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবেন।

ক্রুশ্চভ স্তালিনকে 'ইভান দি টেরিব্‌ল-এর মতো স্বেচ্ছাচারী' বলে গাল পেড়েছেন। এর মানে কি এই নয় যে, মহান সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি'র, মহান

৪ ক্রুশ্চভ: সি. পি. সি. প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা। অক্টোবর ২২, ১৯৬১

৫ ঐ: মে দিবস অভ্যর্থনা সভায় বক্তৃতা। ১৯৬২

৬ ঐ: সি. পি. সি. প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা। অক্টোবর ২২, ১৯৬১

সোভিয়েত জনগণের, সারা দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণের ত্রিশ বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা, তা হোল সর্বহারার একনায়কত্বের অধীনে জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতা একজন সামন্ত 'স্বেচ্ছাচারী'র অধীনে বাস করার? মহান সোভিয়েত জনগণ, সোভিয়েত কমিউনিষ্টরা, দুনিয়ার সকল মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই কুৎসাকে অস্বীকার করবেন।

ক্রুশ্চভ বিদ্বেষ-প্রসূতভাবে স্তালিনকে 'দস্যু' বলে গালাগাল করেছেন। এর অর্থ এই নয় কি যে, বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ বেশ দীর্ঘকাল ধরেই এই 'দস্যুর' নেতৃত্বাধীন ছিল? সোভিয়েত রাষ্ট্রের মহান জনগণ এবং সারা বিশ্বের বিপ্লবী জনগণ কখনই এ অপপ্রচার মেনে নেবেন না। ক্রুশ্চভ বিদ্বেষ-প্রসূতভাবে স্তালিনকে 'মূর্খ' বলে গালাগাল করেছেন। এর অর্থ কি এই নয় যে, সি. পি. এস. ইউ. বিগত কয়েক দশক জুড়ে যে বীরত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন, 'একজন মূর্খই' ছিলেন তার নেতা? সোভিয়েত কমিউনিষ্টরা এবং বিশ্বের তাবৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা এই অপপ্রচারের বিরোধিতা করবেন।

ক্রুশ্চভ স্তালিনের কুৎসা করেছেন—স্তালিন নাকি ছিলেন "একটা গবেট।" এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধজয়ে মহিমান্বিত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন 'একটা গবেট।' সোভিয়েত রাষ্ট্রের কীর্তিমান সেনানায়কবৃন্দ ও যোদ্ধবৃন্দ এবং সমগ্র বিশ্বের ফ্যাসীবিরোধী যোদ্ধাগণ সম্পূর্ণরূপে এই কুৎসা প্রত্যাখ্যান করেন।

ক্রুশ্চভ স্তালিনের কুৎসা করেছেন—স্তালিন নাকি ছিলেন 'একটা খুনে।' এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, কয়েক দশক ধরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন 'একটা খুনে?' সমগ্র বিশ্বের কমিউনিষ্টরা, এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্টরাও সম্পূর্ণরূপে এই কুৎসা প্রত্যাখ্যান করবেন।

ক্রুশ্চভ স্তালিনের কুৎসা করেছেন—স্তালিন নাকি ছিলেন একজন "জুয়াড়ী"! এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামে দেশে দেশে বিপ্লবী জনগণ তাঁদের পতাকাবাহী হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন, 'একজন জুয়াড়ীকেই'? সমগ্র বিশ্বের বিপ্লবী জনগণ, এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবী জনগণও সম্পূর্ণভাবে এই কুৎসা প্রত্যাখ্যান করবেন।

স্তালিনের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চভের এই গালিগালাজ সকলের পক্ষেই এক অসহনীয় অপমান—অপমান সোভিয়েত সেনাবাহিনীর পক্ষে, অপমান শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের পক্ষে, অপমান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে, অপমান আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পক্ষে, অপমান সারা দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণের পক্ষে, অপমান মার্কসবাদ-লেনিনবাদের

পক্ষে।

স্তালিনের আমলে ক্রুশ্চভও তো ছিলেন পার্টি ও সরকারের একজন নেতা। আজ যখন তিনি বুক চাপড়ে, টেবিল থাবড়ে, গলা ফাটিয়ে স্তালিনের মুণ্ডপাত করছেন, তখন নিজেকে তিনি কোন্ ভূমিকায় স্থাপন করেছিলেন? 'খুনে' ও 'দস্যুর' সাকরেদের ভূমিকায়? না, 'বোকা', ও 'গবেটে'র নামভূমিকায়?

বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা, প্রতিক্রিয়াশীলরা আর কমিউনিজমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকেরা স্তালিনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত গালিগালাজ ক'রে থাকে, তার সঙ্গে ক্রুশ্চভের গালিগালাজের পার্থক্য কোথায়? স্তালিনের বিরুদ্ধে এই অন্ধ আক্রোশের কারণ কি? শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে স্তালিনের বিরুদ্ধে এই হিংস্র আক্রমণ কেন?

আসলে কিন্তু ক্রুশ্চভ স্তালিনের কুৎসা করতে গিয়ে উন্মাদের মতো গোটা সোভিয়েত ব্যবস্থারই কুৎসা করছেন। আর এ ব্যাপারে তাঁর ভাষা ট্রট্স্কি, টিটো, জিলাস প্রভৃতি দলত্যাগীদের ভাষা থেকে নরম তো নয়ই, বরং ঢের বেশি গরম।

জনগণের উচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের 'খোলা চিঠি' থেকে নীচের অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত ক'রে ক্রুশ্চভকে প্রশ্ন করা: "মহান লেনিনের পার্টি সম্পর্কে, সমাজতন্ত্রের মাতৃভূমি সম্পর্কে, যে জনগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেছেন, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও আভ্যন্তরীণ প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে তীব্রতর যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে সেই বিপ্লবের সাফল্যকে রক্ষা করেছেন, এবং যে জনগণ কমিউনিজমের পথে দেশকে গড়ে তোলার জন্য, এবং সততার সঙ্গে বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে আন্তর্জাতিক দায়িত্বপালনের জন্য আত্মনিয়োগ ও বীরত্বের পরকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে এ সমস্ত কথা কী ক'রে বলা যায়!"

তাঁর 'অপপ্রচারের রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে লেনিন বলেছিলেন, "নীতিগত সারবস্তুহীনতা, অসহায়তা ও নিবীর্যতা তথা নিন্দুকের বিরক্তিকর নিবীর্যতাকে আড়াল করার জন্যই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপপ্রচার ব্যবহার করা হয়।" এই বক্তব্য কি সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের প্রতি প্রযোজ্য নয়, যারা স্তালিনের ভূত তাদের তাড়া করছে বলে অনুভব করছেন, স্তালিনকে নিন্দা ক'রে তাদের সামগ্রিক নীতিহীনতা, অক্ষমতা এবং তাদের বিরক্তিকর নিবীর্যতাকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন?

সোভিয়েত জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠাংশ এই স্তালিন মূল্যায়ন মেনে নিচ্ছেন না। তারা আরো বেশী বেশী ক'রে স্তালিনের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরছেন। সি. পি. এস. ইউ-নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। তারা সব সময় ঘাড়ে চাপা স্তালিনের ভূতের ভয় পাচ্ছেন, যার অর্থ প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ায় এই যে, জনসাধারণ

স্তালিন সম্পর্কে এই সম্পূর্ণ নেতিবাচক মনোভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। ক্রুশ্চভ যে গোপন রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তিনি তা সোভিয়েত জনগণ ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরের জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে সাহসী হননি, কারণ এটি এমন একটি রিপোর্ট, যা দিনের আলোতে সত্য বলে মনে হবে না এবং যা জনগণকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে।

বিশেষভাবে এই তথ্যটিকে মনে রাখতে হবে যে, যখন তারা স্তালিনকে সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে নিন্দা করছেন তখন সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দ আইজেনহাওয়ার, কেনেডি এবং অন্যান্যদের 'শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের' চোখে[৭] দেখছেন। তারা স্তালিনকে "ভয়ঙ্কর ইভান-এর মত স্বেচ্ছাচারী শাসক" এবং 'রাশিয়ার ইতিহাসে সব চাইতে বড় একনায়ক' বলে নিন্দা করেছেন। আবার তারাই আইজেনহাওয়ার ও কেনেডিকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, 'আমেরিকার জনগণের সর্বাধিক সংখ্যার প্রতিনিধি'[৮] বলে। তারা 'মূর্খ' বলে স্তালিনের নামে অপপ্রচার করছেন, কিন্তু আইজেনহাওয়ার এবং কেনেডিকে 'সচেতন' বলে প্রশংসা করছেন। একদিকে তারা একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতা, মহান সর্বহারা বিপ্লবী এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত জঘন্যভাবে কুৎসা করছেন, অন্য দিকে তারাই সাম্রাজ্যবাদের পাণ্ডাদের মাথায় তুলে স্তুতিগান করছেন। এমন কোনো সম্ভাবনা আছে কি যে, এই ঘটনাবলীর যোগসূত্রকে নিছক দুর্ঘটনামূলক বলা যায়, না এটা আসলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এক অভ্রান্ত যুক্তিগ্রাহ্য ফলশ্রুতি।

যদি ক্রুশ্চভের স্মরণশক্তি নেহাৎ কম না হয়, তবে তার মনে রাখা উচিত যে, ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে মস্কোর এক প্রকাশ্য জনসভায় তিনি নিজে স্তালিনকে যারা সমালোচনা করে তাদের সঠিকভাবে নিন্দা ক'রে বলেছিলেন, "কমরেড স্তালিনের বিরুদ্ধে হাত তুলে তারা শ্রমিক শ্রেণী, শ্রমজীবী জনগণ তথা আমাদের সবার বিরুদ্ধে হাত তুলেছেন। কমরেড স্তালিনের বিরুদ্ধে হাত তুলে তারা মার্কস-এঙ্গেলস লেনিনের শিক্ষার বিরুদ্ধে হাত তুলেছেন।"

ক্রুশ্চভ নিজে বারংবার স্তালিনের প্রশংসা করেছেন, 'একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং মহান লেনিনের সংগ্রামী সহযোদ্ধা'[৯] বলে, 'সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর' শিক্ষক এবং মানবজাতির

৭ ক্রুশ্চভ : জে এফ কেনেডির চিঠির উত্তর। ২৮।১০।৬২

৮ ঐ : 'প্রাভদা' ও 'ইজ্ভেস্তিয়া'-র সম্পাদকমণ্ডলীর প্রশ্নোত্তর। ১৫।৬।৬৩

৯ ক্রুশ্চভ / প্রাভদা, ২১, ১২, ৩৯

নেতা,[১০] 'মহান সর্বযুদ্ধবিজয়ী সেনাপতি,[১১] এবং 'জনগণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু'[১২] হিসেবে এবং তার 'নিজের পিতা' হিসেবে।[১৩]

যদি কেউ স্তালিনের জীবিতকালে ক্রুশ্চভ যে সমস্ত মন্তব্য করেছিলেন, তার সঙ্গে স্তালিনের মৃত্যুর পর তার মন্তব্যগুলিকে তুলনা ক'রে দেখেন, তবে তার পক্ষে এটা বোঝা কঠিন হবে না যে স্তালিনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তিনি অন্তত: ১৮০ ডিগ্রী মোড় নিয়েছেন।

তার স্মৃতিশক্তি যদি অত্যন্ত অল্প না হয় তবে ক্রুশ্চভের অবশ্যই মনে থাকা উচিত যে, স্তালিনের নেতৃত্বের আমলে প্রতিবিপ্লবীদের দমনের জন্য পূর্বের নীতিগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি নিজেই ছিলেন বিশেষভাবে উদ্যোগী।

১৯৩৭ সালের ৬ই জুন মস্কো প্রাদেশিক পঞ্চম পার্টি কন্‌ফারেন্সে ক্রুশ্চভ ঘোষণা করেন, "আমাদের পার্টি নির্দয়ভাবে ট্রটস্কীপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের অংশগুলোকে নিঃশেষ ক'রে দেবার জন্য বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহীদের অবশ্যই নির্দয়ভাবে নির্মূল করে দেবে।... তার গ্যারান্টি হল আমাদের কমরেড স্তালিনের অনমনীয় নেতৃত্ব।...আমরা সম্পূর্ণভাবে শত্রুদের ধ্বংস করব—শেষ শত্রুটি পর্যন্ত—তাদের চিতাভস্ম বাতাসে ছড়িয়ে দেব।"

১৯৩৮ সালের ৮ই জুন কিয়েভ প্রদেশের চতুর্থ পার্টি কনফারেন্সে ক্রুশ্চভ ঘোষণা করেছিলেন: "ইয়কির, বলিৎস্কি লিওবচেন্‌কি, এবং অন্যান্য দালালরা পোল্যাণ্ডের জমিদারদের উক্রেইনে আনার চেষ্টা করছে, জার্মান ফ্যাসিষ্ট, জমিদার এবং পুঁজিপতিদের আনার চেষ্টা করছে...আমরা এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শত্রুকে খতম করেছি, কিন্তু সবাইকে নয়। সুতরাং আমাদের চোখ খোলা রাখা প্রয়োজন। কমরেড স্তালিনের নির্দেশ আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। যতদিন সোভিয়েত রাশিয়াকে পুঁজিবাদীরা ঘিরে থাকবে ততদিন গুপ্তচর ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাবার লোক গোপনে দেশের মধ্যে পাচারের চেষ্টাও চলতে থাকবে।"

তাহলে ক্রুশ্চভ, যিনি স্তালিনের আমলে পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন, যিনি প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার নীতি সক্রিয়ভাবে সমর্থন ও দৃঢ়ভাবে কার্যকর করার চেষ্টা করেছিলেন, কী ক'রে এই আমলের সবকিছুকেই তিনি নিন্দা করছেন, আর নিজের গা বাঁচিয়ে সমস্ত দোষগুলি স্তালিনের ওপর আরোপ করছেন?

১০, ঐ / ঐ ১৫, ৫, ৩৯

১১, ঐ / ঐ ১৩, ৫, ৩৯

১২, ঐ / ঐ ২১, ১২, ৩৯

১৩, ঐ / ঐ ২১, ১২, ৩৯

স্তালিন যদি কোনো ভুল করতেন, তিনি আত্ম-সমালোচনা করার ক্ষমতাও রাখতেন। যেমন ধরা যাক, চীন বিপ্লবের ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটি ভুল নির্দেশ দিয়েছিলেন। চীন বিপ্লবের বিজয়ের পর তিনি নিজের ভুল স্বীকার করেন। ১৯৩৯ সালে সি. পি. এস. ইউ. (বলশেভিক)-এর অষ্টাদশ কংগ্রেসের রিপোর্টে স্তালিন পার্টির বিভিন্ন স্তরে বিশুদ্ধতা আনার ক্ষেত্রে তার কিছু কিছু ভুলের কথাও স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ক্রুশ্চভ? তিনি যে আত্ম-সমালোচনা কাকে বলে কেবল সেটাই জানেন না তাই নয়, তিনি যা করেন তা হ'ল সমস্ত দোষটুকুই অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া এবং সমস্ত কৃতিত্বটুকুই নিজের বলে দাবী করা।

এতে অবশ্য অবাক হবার তেমন কিছু নেই, কেননা ক্রুশ্চভের এই সব কুৎসিত কাজ তখনই ঘটেছে যখন আধুনিক সংশোধনবাদ বেসামাল হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদীদের মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার সমালোচনা ক'রে ১৯১৫ সালে লেনিন যেমন বলেছিলেন: "আমাদের এই সময়ে যখন আগের বলা কথাগুলি ভুলে যাওয়া হয়, আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া হয়, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করা হয় এবং প্রস্তাব ও জরুরী প্রতিশ্রুতিগুলিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, তখন এতে আর অবাক হবার কিছুই নেই যে, এমন একটা কাণ্ড ঘটতে পারে।"[১৪]

সি. পি. এস. ইউ'র বিংশতিতম কংগ্রেসের পর পর যে সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটতে দেখা যাচ্ছে, তা থেকে বোঝা যায়, সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্ব কর্তৃক স্তালিনকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করার ফল মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে এইসব সমালোচনা কমিউনিষ্টবিরোধীদের সোভিয়েতবিরোধী অতি কাম্য এক অস্ত্র তুলে দিয়েছে। সি. পি. এস. ইউ. বিংশতি কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রুশ্চভের গোপন স্তালিন-বিরোধী রিপোর্টকে সারা বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত-বিরোধী এবং কমিউনিষ্টবিরোধী জোয়ার তোলার কাজে লাগায়। সাম্রাজ্যবাদীরা, পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি, টিটোচক্র এবং রংবেরঙের বিভিন্ন সুবিধাবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টির উপর আক্রমণের এই সুযোগ হামলে পড়ে আঁকড়ে ধরে। এইভাবে বহু ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি এবং দেশকে অত্যন্ত কঠিন অসুবিধার মধ্যে ফেলা হয়।

সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্বের স্তালিনবিরোধী এই উন্মত্ত প্রচারের ফলে যাদের রাজনৈতিক-

---

১৪ লেনিন: "বুখারিনের সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব অর্থনীতি" পুস্তিকার ভূমিকা/রচনা সংকলন, ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৬৪/খণ্ড ২২ পৃ ১০৪

ভাবে কবর দেওয়া হয়েছিল সেই ট্রট্স্কিপন্থীরা, আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে এবং ট্রট্স্কির 'পুনর্বাসনে'র জন্য চীৎকার শুরু করেছে। ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে সি. পি. এস. ইউ'র দ্বাবিংশতিতম কংগ্রেসের সমাপ্তিকালে তথাকথিত চতুর্থ আন্তর্জাতিকের আন্তর্জাতিক সেক্রেটারিয়েট সি. পি. এস. ইউ'র দ্বাবিংশতি কংগ্রেস এবং তার নব-নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে উদ্দেশ্য ক'রে এক চিঠিতে বলে যে, ১৯৩৭ সালে ট্রট্স্কি বলেছিলেন—স্তালিন কর্তৃক নিগৃহীতদের সম্মানে একদিন এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হবে। 'আজ,' এই চিঠিতে আরও বলা হয়, 'এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই আপনাদের পার্টির প্রথম সম্পাদক এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' এই চিঠিতে এই বিশেষ দাবী তোলা হয় যে, ট্রট্স্কির নাম 'স্তালিন কর্তৃক নিগৃহীতদের উদ্দেশ্যে,' নির্মিত এই স্মৃতিস্তম্ভে স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা হোক। ট্রট্স্কিপন্থীরা তাদের আনন্দ গোপন রাখেননি এই ঘোষণা ক'রে যে, সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্বের এই স্তালিনবিরোধী প্রচার "ট্রট্স্কিবাদীদের দরজা খুলে দিয়েছে" এবং 'এর ফলে ট্রট্স্কিবাদের ও তাঁর সংগঠন চতুর্থ আন্তর্জাতিকের অগ্রগতি বিশেষ সাহায্য লাভ করবে।'

স্তালিনকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ ক'রে সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দ তাদের উদ্দেশ্য দিনের আলোতে চাপা দিয়ে রাখতে চাইছেন।

১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যু হয়। তার তিন বছর পরে সি. পি. এস. ইউ. নেতারা বিংশতি কংগ্রেসে তাকে জঘন্যভাবে আক্রমণ করেন, এবং তাঁর মৃত্যুর আট বছর পরে দ্বাবিংশতি কংগ্রেসে তারা আবার তার পুনরাবৃত্তি করেন, তাঁর শবাধার সরিয়ে এনে তারা তা পুড়িয়ে ফেলেন। স্তালিনের ওপর জঘন্য আক্রমণের পুনরাবৃত্তি করে সি. পি. এস. ইউ. নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং বিশ্বের জনগণের ওপর থেকে স্তালিনের চিরস্থায়ী প্রভাব মুছে ফেলতে চাইছেন এবং নস্যাৎ করতে চাইছেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, স্তালিনই যাঁকে রক্ষা ও বিকশিত করেছিলেন, এবং তারা তা করেছেন সংশোধনবাদের ব্যাপক প্রয়োগেরই স্বার্থে। তাদের সংশোধনবাদী লাইনটি বিংশতি কংগ্রেস থেকে শুরু হয়েছিল এবং দ্বাবিংশ কংগ্রেসে তাকে সুষ্ঠু রূপ দেওয়া হয়। ঘটনাবলী আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ দিচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং শান্তির ওপর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব এবং সর্বহারা বিপ্লব, সর্বহারা একনায়কত্ব, সর্বহারা পার্টি কর্তৃক উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশে বিপ্লব—প্রভৃতি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সংশোধন স্তালিনকে নস্যাৎ করার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। 'ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম'-এর ধুয়া তুলে সি. পি. এস. ইউ'র নেতারা স্তালিনকে পুরোপুরি নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন।

'ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম' শুরু ক'রে সি. পি. এস. ইউ. নেতারা "পার্টি জীবনে ও নেতৃত্বের আদর্শের ক্ষেত্রে লেনিনীয় মান" পুনঃপ্রবর্তনের কোনো চেষ্টাই করেননি। বরং তারা নেতা, পার্টি, শ্রেণী ও জনগণের আন্তঃসম্পর্কের প্রশ্নে লেনিনের শিক্ষাকে ও পার্টির ভেতরকার গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার আদর্শকেও অমান্য করেছেন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মতে, যদি সর্বহারা বিপ্লবী পার্টিকে সংগ্রামরত সর্বহারার প্রকৃত মূলকেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই নেতা, পার্টি, শ্রেণী এবং জনগণেব মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ককে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার আদর্শে তাকে সংগঠিত হতে হবে। এই পার্টির অবশ্যই একটি বেশ সুসংহত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থাকতে হবে, যেখানে থাকবেন কয়েকজন বহুপরীক্ষিত জননেতার একটি দল, যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্যকে বিপ্লবের কাজে সঠিকভাবে প্রয়োগ করবেন।

সর্বহারা পার্টিব এইসব নেতাদের—তারা কেন্দ্রীয় কমিটি বা স্থানীয় কমিটির সদস্য হলেও —জনগণের মধ্যে থেকে শ্রেণীসংগ্রাম এবং বিপ্লবী গণআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে উঠে আসতে হবে। তারা জনগণের কাছে একান্তভাবে অনুগত থাকবেন, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবেন এবং জনগণের চিন্তাধাবাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ক'রে তাকে কাজে পরিণত করবেন। এই সব নেতারাই হবেন সর্বহারার প্রকৃত প্রতিনিধি এবং তারাই জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হবেন। এই ধরনের নেতাদের অস্তিত্বই সর্বহারা পার্টির রাজনৈতিকভাবে পরিণত হবার লক্ষণ এবং এখানেই সর্বহারার স্বার্থে বিজয়ের সম্ভাবনা থাকে।

লেনিন অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছিলেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো শ্রেণীই তার মুখ্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল, যারা আন্দোলন সংগঠন করতে ও তার নেতৃত্ব দিতে পারেন, এমন রাজনৈতিক নেতাদের তৈরী না ক'রে ক্ষমতা দখল করতে পারেনি।"[১৫] তিনি আরো বলেছিলেন—"অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতাদের প্রশিক্ষণদান অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু এটা ছাড়া সর্বহারা একনায়কত্ব, তার 'শক্তির ঐক্য' একটা অসার বাক্য হিসেবেই থেকে যায়।"[১৬]

সি. পি. সি. সর্বদাই জনগণ ও ব্যক্তির ভূমিকার ক্ষেত্রে এবং নেতা, পার্টি, শ্রেণী ও

---

১৫. লেনিন: 'আমাদের আন্দোলনের জরুরী দায়িত্ব।' নির্বাচিত রচনাবলী, ইংরাজী সংস্করণ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৩। খণ্ড ২, পৃ: ১৩

১৬. লেনিন: 'জার্মান কমিউনিষ্টদের কাছে চিঠি।' রচনা সংকলন, ইংরাজী, মস্কো, ১৯৫০। খণ্ড ৩২, পৃ: ৪৯২

জনগণেব আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাকেই আঁকড়ে থেকেছে এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে মেনে চলেছে। আমরা সবসময়ই যৌথ নেতৃত্ব রক্ষা ক'রে চলেছি, এবং একই সঙ্গে নেতাদেব ভূমিকাকে খাটো ক'রে দেখানোর বিরোধিতা কবেছি। আমরা যখন এই ভূমিকাব ওপর গুরুত্ব আরোপ করি, তখনও আমরা ব্যক্তি সম্পর্কে অসৎ এবং অতি প্রশংসা এবং তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অতিশয়োক্তির বিরোধিতা কবি। সেই ১৯৪৯ সালে, কমরেড মাও সেতুং-এর নির্দেশ অনুসারে সি. পি. সি. কেন্দ্রীয় কমিটি জনসাধাবণ কর্তৃক পার্টি নেতাদের জন্মদিবস পালন, তাদের নামে শহর, বাস্তা বা সংস্থার নামকরণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আমাদেব এই শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সঠিক পদ্ধতি সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রচারিত তথাকথিত 'ব্যক্তিপূজা বিরোধী সংগ্রাম' থেকে পুরোপুরি আলাদা।

এটা ক্রমশঃই আবো পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে 'ব্যক্তিপূজা-বিরোধী লড়াই' দ্বারা সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দ যা করবেন বলে দাবী করেন—যেমন গণতন্ত্রের উন্নতিকরণ, যৌথ-নেতৃত্ব প্রয়োগ, ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা সম্পর্কে অতিশয়োক্তির বিরোধিতা করা—তারা আদৌ সেগুলি করতে চান না।

-াদের 'ব্যক্তিপূজা-বিরোধিতার' আসল সূত্রগুলি কি?

খুব সরলভাবে বলতে গেলে নিম্নোক্ত কথাগুলিই বলতে হয়—

১ 'ব্যক্তিপূজা-বিরোধিতা'র ছুতো ক'রে পার্টিব নেতা কমরেড স্তালিনকে পার্টি সংগঠন, সর্বহারা এবং জনগণের কাছে নস্যাৎ করে দেওয়া।

২ 'ব্যক্তিপূজা-বিরোধিতা'র নামে সর্বহারা পার্টি, সর্বহারা একনায়কত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর কলঙ্ক আরোপ করা।

৩ 'ব্যক্তিপূজা-বিবোধিতা'র ছুতো ক'রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের আক্রমণ ক'রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা এবং সংশোধনবাদী পাণ্ডাদের পার্টির ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দখলে সহায়তা করা।

৪ 'ব্যক্তি পূজার বিরোধিতা'র ছুতো ক'রে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও রাষ্ট্রেব আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো এবং তাদের নিজেদের মত ক'রে তোলার জন্য অন্য নেতৃত্বকে উৎখাত করা।

৫ 'ব্যক্তিপূজা-বিরোধিতা'র ছুতো ক'রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসরণকারী ভ্রাতৃ-প্রতিম দলগুলিকে আক্রমণ করা এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে ভাঙন ধরানো।

ক্রুশ্চভ পরিচালিত তথাকথিত 'ব্যক্তিপূজা বিরোধী সংগ্রাম' একটি ঘৃণ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। মার্কস যেমন কোনো এক ব্যক্তিকে বর্ণনা ক'রে বলেছিলেন—"আসলে সে

একজন ষড়যন্ত্রকারী। তাত্ত্বিক হিসেবে সে অপদার্থ।"[১৭]

সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠিতে বলা হয়েছে—"ব্যক্তিপূজার সত্যকে প্রকাশ করা এবং তার ফলাফলের বিরুদ্ধে যখন সংগ্রাম করা আবশ্যক"—তারা "তখন সেইসব নেতাদের ওপরে তুলে ধরছেন যারা……সম্মান পাওয়ার যোগ্য।" এর অর্থ কি ? এর অর্থ হল এই যে, যখন স্তালিনকে পায়ে মাড়ান হচ্ছিল, সি. পি. এস. ইউ'র নেতারা তখন ক্রুশ্চভকে প্রশংসা ক'রে আকাশে তুলছিলেন।

যে ক্রুশ্চভ অক্টোবর বিপ্লবের সময়ও কমিউনিষ্ট ছিলেন না এবং গৃহযুদ্ধের সময় নিচুস্তরের রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, সেই ক্রুশ্চভকে তারা 'লালফৌজের স্রষ্টা'[১৮] বলে বর্ণনা করেছেন।

সোভিয়েত দেশপ্রেমিক চূড়ান্ত যুদ্ধের মহান বিজয়ের কৃতিত্ব তারা ক্রুশ্চভের ওপর এই বলে আরোপ করছেন যে, স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে 'ক্রুশ্চভের কণ্ঠস্বর নাকি প্রায়শঃই শোনা যেত,[১৯] এবং তিনি নাকি 'স্তালিনগ্রাদবাসীদের প্রাণপুরুষ'[২০] ছিলেন।

আণবিক অস্ত্র এবং রকেট প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের গৌরব তারা ক্রুশ্চভকে অর্পণ ক'রে তার নাম দিয়েছিলেন 'ব্রহ্মাণ্ডের পিতা',[২১] কিন্তু সকলেই জানে যে, হাইড্রোজেন ও পারমাণবিক বোমা তৈরী করায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য আসলে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত বিজ্ঞানী, যন্ত্রবিদ্ এবং সোভিয়েত জনগণেরই কৃতিত্ব। স্তালিনের আমলেই রকেট নির্মাণ প্রথম শুরু হয়েছিল। এইসব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কীভাবে চাপা দেওয়া যাবে ? সমস্ত কৃতিত্বই বা ক্রুশ্চভকে কী করে দেওয়া যায় ?

তারা ক্রুশ্চভকে প্রশংসা করছেন 'মার্কসবাদের সৃজনশীল বিকাশ ও সমৃদ্ধির ব্যাপারে উজ্জ্বল এক মডেল' হিসেবে, অথচ এই ক্রুশ্চভই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল তত্ত্বগুলি সংশোধন করেছেন এবং লেনিনবাদকে পুরোনো হয়ে গেছে ব'লে মত প্রকাশ করেছেন।[২২]

সি. পি. এস. ইউ. নেতারা, 'ব্যক্তিপূজা-বিরোধিতার' আড়ালে যা করতে চাইছেন, তা

১৭ মার্কস 'এফ, বল্টের কাছে চিঠি'। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত রচনাবলী জার্মান সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫০ খণ্ড ২, পৃ ৪৩৮

১৮ মারিয়া ভোস্টকা পত্রিকা : ডিসেম্বর ১৭, ১৯৬১

১৯ 'এজিটেটর' পত্রিকা : সংস্থা ২, ১৯৬৩

২০ চুইকভের ভাষণ : প্রাভদা ২২।৬।৬১

২১ টিটভের বক্তৃতা : সি. পি. এস. ইউ-র ২২তম কংগ্রেস ২৬।১০।৬১

২২ কসিগিনের বক্তৃতা : ঐ ২১।১০।৬১

হচ্ছে লেনিন সঠিকভাবেই যা বলেছিলেন—"পুরোনো নেতারা সাধারণ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মতই মতামত পোষণ ক'রে থাকেন, তাদের বদলে 'নব্য নেতারা' আধিদৈবিক বাজে কথা বলেন ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন।"[২৩]

সি. পি. এস. ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির 'খোলা চিঠিতে' আমাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আঁকড়ে ধরার দৃষ্টিভঙ্গীকে নিন্দা করা হয়েছে এই বলে যে, আমরা 'এই ব্যক্তিপূজার আমলে যে প্রয়োগ, মতবাদ ও নৈতিকতা, নেতৃত্বের যে ধরন ও পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল, সে সব অন্য পার্টি'র ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছি।" এই মন্তব্যটি 'ব্যক্তিপূজা বিরোধিতা'র অসম্ভাব্যতাই পরিষ্কার ক'বে দিচ্ছে।

সি. পি. এস. ইউ. নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী, অক্টোবর বিপ্লবের ফলে রাশিয়াতে পুঁজি-বাদের অবসান ঘটার পর 'ব্যক্তিপূজার পর্যায়' শুরু হয়। এ থেকে মনে হতে পারে, যে সেই সময়কার 'সমাজব্যবস্থা,' এবং 'নৈতিকতা ও আদর্শ' যেন সমাজতান্ত্রিক ছিল না। সেই সময় সোভিয়েত শ্রমজীবী জনগণ 'চরম অত্যাচারের' মধ্যে ছিলেন, 'ভয়, সন্দেহ, এবং অনিশ্চয়তার এক আবহাওয়া জনগণের জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছিল',[২৪] এবং সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার উন্নতিতে এটাই ছিল প্রতিবন্ধক। ১৯৬৩ সালের ১৯শে জুলাই সোভিয়েত-হাঙ্গেরী মৈত্রীর বিশাল সমাবেশে ক্রুশ্চভ তার বক্তৃতায় এই ব'লে স্তালিনের 'সন্ত্রাসের শাসন' বর্ণনা করেছেন যে, স্তালিন 'কুঠার হাতে কর্তৃত্ব করতেন'। তৎকালীন সামাজিক শৃঙ্খলাকে তিনি এইভাবে বর্ণনা করেন—"সেই সময় কোন মানুষ কাজে বের হবার সময় কদাচিৎ জানতে পারতো সে ঘরে ফিরবে কিনা, তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সে আবার দেখতে পাবে কিনা।"

সি. পি. এস. ইউ'র নেতাদের বর্ণনা অনুযায়ী, 'ব্যক্তিপূজার সেই আমলে' 'সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদের আমলের চাইতেও সমাজ ছিল অধিক ঘৃণিত, এবং বর্বরতাপূর্ণ।'

সি. পি. এস. ইউ. নেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী, অক্টোবর বিপ্লবের ফলে সংগঠিত সর্বহারা একনায়কত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা শ্রমিক শ্রেণীর ওপর অত্যাচারের অবসান ঘটাতে সমর্থ হয়নি অথবা বেশ কয়েক বছর ধরে সোভিয়েত সমাজের কোন উন্নতি করতেও পারেনি। সি. পি. এস. ইউ'র বিংশতি কংগ্রেসের পরই কেবল 'ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম' শুরু করার ফলে শ্রমিকশ্রেণী সেই 'চরম অত্যাচারের' হাত থেকে

---

২৩ লেনিন: বামপন্থী বিশৃঙ্খলা, নির্বাচিত রচনাবলী, ইংরাজী নিউইয়র্ক খণ্ড ১০ পৃঃ ৪২

২৪ সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি: ১৪ই জুলাই, ১৯৬৩

২৫

অব্যাহতি পেয়েছিল এবং সোভিয়েত সমাজের অগ্রগতি হঠাৎ 'ত্বরান্বিত' হয়েছিলো।

ক্রুশ্চভ বলেছেন, "ইস্, স্তালিন যদি আর দশবছর আগে মারা যেতেন!"[২৬] সবাই জানেন, স্তালিন ১৯৫৩ সালে মারা গিয়েছিলেন। দশ বছর আগে হলে সময়টা হোত ১৯৪৩ সাল, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে পাল্টা মার দিতে শুরু করেছে। সেই সময় কে স্তালিনের মৃত্যু চেয়েছিল? হিটলার!

'ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্লোগান' তুলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শত্রুরা যে সর্বহারা নেতাদের কুৎসা করার চেষ্টা করবে এবং সর্বহারা স্বার্থকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করবে, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। এটা এমন একটা কদর্য কৌশল, যা মানুষ অনেক দিন ধরেই দেখে আসছে।

প্রথম আন্তর্জাতিকের সময় ষড়যন্ত্রকারী বাকুনিন একই ভাষায় মার্কসকে আক্রমণ করেছিল। প্রথম দিকে মার্কসের বিশ্বাসভাজন হবার জন্য সে তাঁকে লিখেছিল, 'আমি আপনার শিষ্য এবং এজন্য আমি গর্বিত।'[২৭] পরবর্তীকালে সে যখন প্রথম আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব দখল করতে ব্যর্থ হলো, তখন সে মার্কসকে গালাগালি ক'রে বলেছিলো— 'একজন জার্মান' এবং ইহুদী হবার ফলে তিনি একজন 'আপাদমস্তক স্বৈরতান্ত্রিক'[২৮] এবং 'একনায়ক'।[২৯]

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সময় দলত্যাগী কাউট্স্কি লেনিনকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে একই ভাষা ব্যবহার করেছিল। 'একেশ্বরবাদীদের ভগবান'-এর সঙ্গে লেনিনকে তুলনা ক'রে[৩০] সে অভিযোগ করেছিল যে, 'তিনি (লেনিন) মার্কসবাদকে শুধু রাষ্ট্রীয় ধর্মের পর্যায়েই নামাননি, তাকে মধ্যযুগীয় বা প্রাচ্যের বিশ্বাসে পর্যন্ত পরিণত করেছেন।'[৩১]

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সময় দলত্যাগী ট্রট্স্কিও একইভাবে স্তালিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিল। সে বলেছিল, স্তালিন ছিলেন একজন'অত্যাচারী,'[৩২] স্তালিনের চরিত্রে ধর্মীয় গুণাবলী আরোপ ক'রে স্তালিনীয় আমলাতন্ত্র জঘন্য এক নেতৃপূজার জন্ম

২৬ সোভিয়েত হাঙ্গেরী মৈত্রী সমাবেশে ক্রুশ্চভের বক্তৃতা: জুলাই ১৯, ১৯৬৩

২৭ কার্ল মার্কস্‌কে লেখা বাকুনিনের চিঠি: ডিসেম্বর ২২, ১৮৬৮

২৮ ফ্যাঞ্জ মেহরিং: 'কার্লমার্কস' / ইংরাজী সংস্করণ, নিউইয়র্ক, পৃঃ ৪২৯

২৯ বেবেলের কাছে এঙ্গেলস-এর চিঠি: জুন ১০, ১৮৭৩ / মার্কস এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী: ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো ১৯৫১ / খণ্ড ২, পৃঃ ৪৩২

৩০ কাউটস্কি: সমাজ গণতন্ত্র বনাম কমিউনিজম / ইংরাজী সংস্করণ, পৃঃ ৫৪

৩১ ঐ, পৃ ২৯

৩২ ট্রট্স্কি: 'স্তালিন', ইংরাজী সংস্করণ, পৃঃ ৪১০

দিয়েছিলো।[৩৩]

আধুনিক সংশোধনবাদী টিটোচক্র স্তালিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিল এই বলে যে, স্তালিন ছিলেন 'অপ্রতিহত ব্যক্তিগত ক্ষমতার শাসনব্যবস্থায়' একজন 'স্বৈরাচারী শাসক'।[৩৪]

কাজেই এটা পরিষ্কার যে, 'ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের' যে ধারাটির সূচনা করেছেন সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দ, তার বাহক হচ্ছে বাকুনিন, কাউট্স্কি, ট্রট্স্কি এবং টিটো—যারা প্রত্যেকেই সর্বহারা নেতাদেরকে আক্রমণ ক'রে ছিল এবং সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতি করেছিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে সুবিধাবাদীরা মার্কস এঙ্গেলস বা লেনিনকে অপপ্রচারের মাধ্যমে নস্যাৎ করতে পারেনি, ক্রুশ্চভও অপপ্রচারের মাধ্যমে স্তালিনকে নস্যাৎ করতে পারবেন না। লেনিন যেমন বলেছিলেন, সুবিধাজনক অবস্থানে থাকাটাই অপপ্রচারের সাফল্যকে নিশ্চিত করতে পারে না।

ক্রুশ্চভ লেনিনের শবাধার-গৃহ থেকে স্তালিনের মৃতদেহ সরিয়ে দিয়ে তার সুবিধাজনক অবস্থানকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, স্তালিনের মহান ভাবমূর্তিকে সোভিয়েত জনগণ এবং সমগ্র পৃথিবীর জনগণের মন থেকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা কোনদিনই সফল হবে না।

ক্রুশ্চভ তার সুবিধাজনক অবস্থাটা কাজে লাগিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সংশোধন করার নানা রকম চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু যত চেষ্টাই তিনি করুন না কেন, যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে স্তালিন রক্ষা ক'রে চলেছেন, সারা দুনিয়াব্যাপী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা যাকে রক্ষা ক'রে চলেছেন, তাকে তিনি কোনদিনই উৎখাত করতে পারবেন না।

কমরেড ক্রুশ্চভকে আমরা একটি আন্তরিক উপদেশ দিতে চাই। আমরা আশা করি, আপনি আপনার ভুল বুঝতে পারবেন এবং ভুল পথ ছেড়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথে ফিরে আসবেন।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের মহান বিপ্লবী শিক্ষা দীর্ঘজীবী হোক।

৩৩ ঐ: 'কিরভের হত্যা প্রসংগে', ইংরাজী সংস্করণ, পৃ ১৭

৩৪ কার্দেজ: বোর্বা পত্রিকা, জুন ২৮, ১৯৫৩

যুগোশ্লাভিয়া কি একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ ?

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি প্রসঙ্গে তৃতীয় মন্তব্য

'পিপলস্ ডেইলি' ও 'রেড ফ্ল্যাগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ

সেপ্টেম্বর ২৬, ১৯৬৩

যুগোশ্লাভিয়া কি একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ ?

এই প্রশ্নটি কেবল যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারণের প্রশ্নের সঙ্গেই সম্পর্কিত নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে এটা সম্পর্কিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কোন্ পথ অনুসরণ করবে—সেই প্রশ্নের সঙ্গেও : তারা অক্টোবর বিপ্লবের পথ অনুসরণ ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে, না যুগোশ্লাভিয়ার পথ অনুসরণ ক'রে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে ? তাছাড়াও, কীভাবে টিটোচক্রের মূল্যায়ন করা হবে, তার সঙ্গেও এ প্রশ্নটি সম্পর্কিত : তারা কি একটি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি, না আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন থেকে দলত্যাগী ও সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী ?

এই প্রশ্নে সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের ও অন্যান্য সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে।

সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মতে, যুগোশ্লাভিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়। যুগোশ্লাভিয়া কমিউনিষ্ট লীগের (এল. সি. ওয়াই. —অনুবাদক) নেতৃত্বকারী চক্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও যুগোশ্লাভ জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন থেকে দলত্যাগী এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল।

অন্যদিকে, সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্বের মতে, যুগোশ্লাভিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ, এল সি. ওয়াই. মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি, একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি। সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের ১৪ই জুলাইয়ের খোলা চিঠিতে যুগোশ্লাভিয়াকে একটি 'সমাজতান্ত্রিক দেশ' হিসেবে এবং টিটোচক্রকে 'রাষ্ট্রীয় তরীর কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত' 'একটি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি' হিসেবে বর্ণনা করেছে। সম্প্রতি কমরেড ক্রুশ্চভ যুগোশ্লাভিয়া সফর করেছেন এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্বের অবস্থান আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, এ ব্যাপারে তাদের অবস্থানের আর কোন আবরণ রাখেননি।

ক্রুশ্চভের মতে, যুগোশ্লাভিয়া শুধুমাত্র একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়, সেটি একটি 'উন্নত' সমাজতান্ত্রিক দেশ, সেখানে 'বিপ্লব সম্পর্কে ছেঁদো বক্তৃতা' পাওয়া যাবে না, বরং পাওয়া যাবে "প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক গঠনকাজ", এবং যুগোশ্লাভিয়ার বিকাশ হচ্ছে 'দুনিয়ার সাধারণ বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে একটি বাস্তব অবদান,'[১] ক্রুশ্চভের চোখে যা ঈর্ষা ও অনুসরণের যোগ্য।

ক্রুশ্চভের মতে, সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দ ও টিটোপন্থীরা 'শুধু শ্রেণী ভাই-ই নয়,'

[১] ক্রুশ্চভ : যুগোশ্লাভিয়ার ভেলেঞ্জি শহরের জনসমাবেশে বক্তৃতা/৩০.৮.৬৩

উপরন্তু তারা হচ্ছে "আমাদের সামনেকার লক্ষ্যের একত্বের মাধ্যমে......ঐক্যবদ্ধ ভাই।" সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্ব হচ্ছে টিটোচক্রের "এক নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মিত্র।"[২]

ক্রুশ্চভ বিশ্বাস করেন যে, টিটোচক্রের মধ্যে তিনি প্রকৃত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সন্ধান পেয়েছেন। সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্ব যে খোলা চিঠিতে বলেছেন "সি. পি. এস. ইউ. ও এল. সি. ওয়াই এর মধ্যে কয়েকটি মৌলিক মতাদর্শগত প্রশ্নে মতপার্থক্য রয়েছে," সেটা তাদের একটা ভান মাত্র। ক্রুশ্চভ এখন টিটোচক্রকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, "আমরা এক ও অভিন্ন চিন্তার লোক, একই তত্ত্বের লোক, একই তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত," দু'পক্ষেরই অবস্থানের ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।[৩]

১৯৬০-এর বিবৃতিকে ক্রুশ্চভ হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি সর্বসম্মতিক্রমে নিন্দা জানাচ্ছে আন্তর্জাতিক সুবিধেবাদের যুগোশ্লাভ রূপকে, আধুনিক সংশোধনবাদী 'তত্ত্বের' মূর্ত প্রকাশের রূপকে।" বলা হয়েছে : "মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বাতিল বলে ঘোষণা ক'রে এবং তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে এল. সি. ওয়াই'-র নেতৃবৃন্দ ১৯৫৭-র ঘোষণার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে তাদের লেনিনবাদ-বিরোধী সংশোধনবাদী কর্মসূচীকে, সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে তারা দাঁড় করিয়েছে এল. সি. ওয়াই'কে।" বলা হয়েছে : (এল. সি. ওয়াই'র নেতৃবৃন্দ) "মার্কিনী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের তথাকথিত 'সাহায্য'-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত বিপ্লবী ফলাফলকে হারাবার বিপদের সামনে যুগোশ্লাভ জনগণকে এনে দিয়েছে।" আরও বলা হয়েছে : "যুগোশ্লাভ সংশোধনবাদীরা সমাজতান্ত্রিক শিবির ও বিশ্ব-কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে......সমস্ত শান্তিকামী শক্তি ও দেশগুলির ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কার্যকলাপে তারা লিপ্ত রয়েছে।"

বিবৃতির বক্তব্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট হলেও, সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্ব কিন্তু স্পর্ধা নিয়ে ঘোষণা করেছেন : "১৯৬০-এর বিবৃতি অনুসারে, যুগোশ্লাভিয়াকে আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গণ্য করছি।"[৪] কীভাবে তারা একথা বলতে পারেন?

প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় :

একটি দেশ কি সমাজতান্ত্রিক হতে পারে, যখন—বিবৃতির মতে তার পরিচালনায় রয়েছে আন্তর্জাতিক সুবিধেবাদ ও আধুনিক সংশোধনবাদী তত্ত্বেরই একটি রূপ?

২ ক্রুশ্চভ : রাকোভিকার একটি কারখানায় বক্তৃতা/১০.৮.৬৩

৩ ঐ : যুগোশ্লাভিয়ার ব্রায়োনিতে বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা/২১.৮.৬৩

৪ ঐ : কমিউনিষ্ট পত্রিকার সম্পাদকীয়। মস্কো। সংখ্যা ১১/১৯৬৩

একটি দেশ কি সমাজতান্ত্রিক হতে পারে, যখন—বিবৃতির মতে তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে? একটি দেশ কি সমাজতান্ত্রিক হতে পারে, যখন—বিবৃতির মতে—তা সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে?

একটি দেশ কি সমাজতান্ত্রিক হতে পারে, যখন—বিবৃতির মতে—তা সমস্ত শান্তিকামী শক্তি ও দেশগুলির ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকারক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে?

একটি দেশ কি সমাজতান্ত্রিক হতে পারে যখন—বিবৃতির মতে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কোটি কোটি টাকা দিয়ে তাকে লালন পালন করছে?

বস্তুত এটা একটা অসাধারণ ও অভূতপূর্ব ঘটনা।

আপাতদৃষ্টিতে, কমরেড তোগলিয়াত্তি কমরেড ক্রুশ্চভের চেয়ে বেশি খোলাখুলি কথা বলেছেন। তোগলিয়াত্তি কোনোরকম রাখ-ঢাক না ক'রেই বলেছেন—টিটোচক্র সম্পর্কে ১৯৬০-এর বিবৃতির অবস্থান ছিলো ভুল।[৫] ক্রুশ্চভ যখন টিটোচক্র সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে পাল্টাতেই চাইছেন, তখন তার খোলাখুলিই সে কথা বলা উচিত, মিছিমিছি বিবৃতির পক্ষাবলম্বন করার ভান করার কোনো দরকারই নেই।

যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কে বিবৃতির সিদ্ধান্ত কী ছিল? সেটা কি পাল্টে দেওয়া উচিত? তোগলিয়াত্তি বলছেন—সেটা ভুল, পাল্টে দেওয়া উচিত। ক্রুশ্চভও কার্যতঃ বলছেন—সেটা ভুল, পাল্টে দেওয়া উচিত। আমরা কিন্তু বলছি—না, সেটা ভুল নয়, কখনোই তা পাল্টানো উচিত নয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অবিচল এবং ১৯৬০-এর বিবৃতির সমর্থক সমস্ত ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিও বলছেন—সেটা ভুল নয়, পাল্টানো উচিত নয়।

এই অভিমত পোষণ করার ফলে, সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্বের মতে আমরা নাকি 'গতানুগতিক ফর্মুলা' এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার 'জংলী আইন'[৬] আঁকড়ে ধরছি, যুগোশ্লাভিয়াকে "সমাজতন্ত্র থেকে হটিয়ে দিচ্ছি।"[৭] উপরন্তু যুগোশ্লাভিয়াকে যারা সমাজতান্ত্রিক ব'লে গণ্য করছে না, তারাই নাকি বাস্তব তথ্যকে অস্বীকার ক'রে আত্মমুখীন হবার ভুল করছে।[৮] আর তারা নিজেরা বাস্তব তথ্যের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে

---

৫ তোগলিয়াত্তি: 'লা ইউনিটা' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ / ১০. ১. ৬৩

৬ ক্রুশ্চভ: সুপ্রিম সোভিয়েতে প্রদত্ত রিপোর্ট / ডিসেম্বর, ১৯৬২

৭ সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি / ১৪. ৭. ৬৩

৮ ঐ

যুগোশ্লাভিয়াকে সমাজতান্ত্রিক ব'লে গণ্য ক'রেও নাকি "বাস্তব নিয়ম মেনে চলছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসরণ করছে" এবং 'বাস্তবের গভীর বিশ্লেষণের' ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।[১]

যুগোশ্লাভিয়ার বাস্তব অবস্থাটা কীরকম? বাস্তব নিয়মের ভিত্তিতে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার ভিত্তিতে, যুগোশ্লাভিয়ার বাস্তবতার গভীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কোন্ সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি?

এ প্রশ্নের দিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক।

যুগোশ্লাভ শহরাঞ্চলে ব্যক্তি-পুঁজির বিকাশ

যুগোশ্লাভিয়াকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে চিত্রিত করার পক্ষে ক্রুশ্চভের অন্যতম যুক্তি হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি-পুঁজির, ব্যক্তি মালিকানাধীন উৎপাদন-সংস্থার ও পুঁজিপতিদের কোনো অস্তিত্বই যুগোশ্লাভিয়ায় নেই। এটা কি ঠিক কথা? না, মোটেই এটা ঠিক কথা নয়।

বাস্তব তথ্য হচ্ছে এটাই যে, ব্যক্তি-পুঁজি ও ব্যক্তি সংস্থার ব্যাপক অস্তিত্ব যুগোশ্লাভিয়ায় রয়েছে এবং ক্রমশঃই তার ব্যাপকতর বিকাশ ঘটছে।

বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে সর্বহারা শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যক্তি-পুঁজিবাদী সেক্টর সহ বিভিন্ন সেক্টরের অস্তিত্ব থাকাটা মোটেই বিস্ময়কর নয়। কাজেই ব্যক্তি-পুঁজিবাদের প্রতি সরকার কোন্ কর্মনীতি অনুসরণ করবে, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—একে ব্যবহার করার, সীমিত করার, রূপান্তরীকরণের ও নিশ্চিহ্ন করণের কর্মনীতি, না পুঁজিবাদী কর্মনীতি, একে সহায়তা ও বিকশিত করার কর্মনীতি। একটি দেশ সমাজতন্ত্রের পথে যাচ্ছে, না পুঁজিবাদের পথে যাচ্ছে—তা বিচার করার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।

এ ব্যাপারে টিটোচক্র সমাজতন্ত্রের ঠিক উল্টো দিকেই যাচ্ছে। প্রথমতঃ যুদ্ধোত্তর পর্যায়ের প্রথম দিকে যুগোশ্লাভিয়ার সামাজিক পরিবর্তনগুলি খুব সর্বাত্মক ছিলো না। আর টিটোচক্র তাদের প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতার পর থেকে যে কর্মনীতি অনুসরণ ক'রে আসছে, সেগুলি মোটেই ব্যক্তি-পুঁজির ও ব্যক্তিসংস্থার রূপান্তরীকরণ ও নিশ্চিহ্নকরণের কর্মসূচী নয়, বরং সেগুলি হচ্ছে তার সহায়তা ও বিকাশের কর্মসূচী।

১৯৫৩ সালে টিটোচক্র কর্তৃক প্রচারিত নিয়মকানুনে বলা হয়েছে যে, 'নাগরিকগোষ্ঠীর

---

১ ক্রুশ্চভ: সুপ্রিম সোভিয়েতে প্রদত্ত রিপোর্ট / ডিসেম্বর, ১৯৬২

অধিকার আছে 'সংস্থা গঠনের' এবং 'শ্রম কেনার'। একই বছর গৃহীত আরেকটি নিয়ম অনুসারে, ব্যক্তিদের অধিকার দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে স্থাবর মূলধন কেনার।

১৯৫৬ সালে টিটোচক্র ট্যাক্স ও অন্যান্য কর্মনীতির মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যক্তি-পুঁজির সহায়তা করতে উৎসাহ দিয়েছিলো।

১৯৬১ সালে টিটোচক্র আইন ক'রে ব্যক্তিদের বিদেশী মুদ্রা কেনার অধিকার দিয়েছিলো।

১৯৬৩ সালে টিটোচক্র তাদের সংবিধানে ব্যক্তি-পুঁজির বিকাশের কর্মনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলো। সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুসারে, ব্যক্তিরা যুগোশ্লাভিয়ায় উৎপাদন সংস্থা স্থাপনের এবং শ্রম কেনার অধিকার পেয়েছিলো।

টিটোচক্রের সাহায্য ও উৎসাহে যুগোশ্লাভিয়ার শহরগুলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো ব্যক্তি-পুঁজি ও ব্যক্তি-সংস্থার বিকাশ ঘটেছে। ১৯৬৩ সালে বেলগ্রেড থেকে প্রকাশিত 'যুগোশ্লাভিয়ার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পকেট-বুক' অনুসারে, যুগোশ্লাভিয়ায় একলক্ষ পনেরো হাজারেরও বেশি ব্যক্তি-মালিকানাধীন হস্তশিল্প সংস্থা আছে, এবং বাস্তবতঃ এই ব্যক্তি সংস্থাগুলির অধিকাংশতেই মালিকরা 'হস্তশিল্পী' নয়, বরং গতানুগতিক পুঁজিবাদী মালিক।

টিটোচক্র স্বীকার করেছে যে, যদিও আইন অনুসারে মালিকরা সর্বাধিক পাঁচজন পর্যন্ত শ্রমিককে নিয়োগ করতে পারে, অনেকে তার দশ বা কুড়ি গুণ পর্যন্ত এমনকি কেউ কেউ 'পাঁচ ছ'শো পর্যন্ত শ্রমিককে' নিয়োগ করে,[১০] এবং কয়েকটা ব্যক্তি-সংস্থার বার্ষিক আয় দশ কোটি দিনারেরও বেশি।[১১]

১৯৬১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের 'পলিটিকা' পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, এই সব ব্যক্তি-মালিকেরা আসলে 'বৃহৎ মালিক'। এতে বলা হয়েছিলো, "এই সব ব্যক্তি মালিকদের জাল কতোখানি বিস্তৃত এবং কতোজন শ্রমিক তাদের দ্বারা নিযুক্ত, তা বলা খুব মুস্কিল। আইন অনুসারে, তাদের কাজে সাহায্য করার জন্য পাঁচ জন পর্যন্ত শ্রমিককে তারা নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু যারা ঐ ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখেন, তারাই জানেন যে, এই পাঁচজন আসলে কণ্ট্রাক্টর, এবং তাদের অধীনে রয়েছে নিজস্ব সাব-কণ্ট্রাক্টর।...... এটাই রীতি যে, এই কণ্ট্রাক্টররা আর শ্রমে অংশ নেয় না, শুধু হুকুম দেয়, পরিকল্পনা করে এবং মোটর গাড়ীতে চড়ে এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায় গিয়ে চুক্তি সম্পাদন করে।"

---

১০ এম টোডোরোভিক 'নাশাষ্টভারনষ্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ/মার্চ ১৯৫৪

১১ 'ভেসনিক উ শ্রেদু' পত্রিকা / ২৭.১২.৬১

এদের অর্জিত মুনাফা থেকেই ধরা পড়ে যায় যে, তারা সব শতকরা একশো ভাগ পুঁজিপতি। ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬১-র 'খেট' পত্রিকার খবর অনুসারে, "কিছু ব্যক্তি-হস্তশিল্পীর মাসিক আয় দশলাখ দিনার"।

বেলগ্রেডের 'ভেসেরঞ্জি নোভোস্তি' পত্রিকায় ২০শে ডিসেম্বর '৬১ খবর অনুসারে, "গত বছর ১১৬ জন ব্যক্তি-মালিক প্রত্যেকে এককোটী দিনারের বেশি আয় করেছে।" কয়েকজন "প্রায় ৭ কোটী দিনার আয় করেছে", এক বছরে যা সরকারী বিনিময় হার অনুসারে প্রায় ১ লক্ষ মার্কিন ডলারের সমান।

যুগোশ্লাভ শহরাঞ্চলে শুধু ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প-সংস্থা, সেবামূলক কাজের সংস্থা, বাণিজ্য, আবাসিক সংস্থা ও পরিবহণ ব্যবস্থাই নেই, উপরন্তু রয়েছে সুদখোর মহাজনেরা, যাদেরকে 'ব্যক্তি-মহাজন' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই মহাজনরা প্রকাশ্যেই তাদের কাজ-কারবার চালায় এবং সংবাদপত্রে তাদের ব্যবসার বিজ্ঞাপন দেয়। এরকম একটা বিজ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে: "তিন মাসের জন্য ৩ লক্ষ দিনার ধার দেওয়া হবে—ফেরৎ দিতে হবে ৪ লক্ষ দিনার। জামিন অবশ্য প্রয়োজনীয়।"[১২] এই সমস্তই হচ্ছে বিতর্কাতীত তথ্য। যারা টিটোচক্র সম্পর্কে বিবৃতির সিদ্ধান্তকে পাল্টে দিতে চাইছেন, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন: প্রতারণার ইচ্ছে যদি আপনাদের না-ই থাকে, তবে কীভাবে আপনারা দাবী করেন যে, যুগোশ্লাভিয়ায় কোনো ব্যক্তি-পুঁজি, ব্যক্তি-সংস্থা বা পুঁজিপতি নেই?

যুগোশ্লাভ গ্রামাঞ্চল পুঁজিবাদে আকীর্ণ

এবার যুগোশ্লাভ গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতিটা বিবেচনা করা যাক।

সেখানে কি আর পুঁজিপতিদের অস্তিত্ব নেই, ক্রুশ্চভ যেমনটি দাবী করেছেন? কিন্তু না, বাস্তব তথ্য ঠিক উল্টোটাই প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে।

যুগোশ্লাভিয়া যে পুঁজিবাদে আকীর্ণ, গ্রামাঞ্চলেই মিলবে তার আরও জলজ্যান্ত প্রমাণ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, ব্যক্তি-ভিত্তিক অর্থনীতি, পেটি-বুর্জোয়া অর্থনীতি প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় পুঁজিবাদের জন্ম দেয়, এবং কেবলমাত্র যৌথ-করণই পারে কৃষিকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। স্তালিন দেখিয়েছিলেন: "লেনিন বলেছেন যে, যতদিন পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিদের জন্মদাতা কৃষি-অর্থনীতির দেশে প্রাধান্য থাকবে, ততোদিন পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপদও থেকে যাবে। স্পষ্টতঃই, যতোদিন এ বিপদ থেকে যাবে, ততোদিন আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠন-

---

১২ ঐ: ৮.১২.৬১

কাজের বিজয় সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলাই যাবে না।"[১৩] এ ব্যাপারে টিটোচক্র সমাজ-তন্ত্রের বিরোধী লাইনই অনুসরণ ক'রে চলেছে। যুদ্ধোত্তর পর্যায়ের প্রথম দিকে যুগোশ্লাভিয়ায় কিছু পরিমাণে ভূমি-সংস্কারের কাজ হয়েছিলো এবং কিছু সংখ্যক কৃষি-সমবায়ও গঠিত হয়েছিলো। কিন্তু ধনী কৃষক অর্থনীতি মূলতঃ অক্ষুন্নই থেকে গিয়েছিলো।

১৯৫১ সালে টিটোচক্র প্রকাশ্যেই কৃষি-যৌথকরণের পথ পরিত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেছিলো এবং কৃষি-সমবায়গুলি ভেঙে দিতে শুরু করেছিলো। এটা ছিলো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিরুদ্ধে টিটোচক্র কর্তৃক গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ধরনের সমবায়গুলির সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিলো ৬৯০০-র বেশি, ১৯৫৩-র শেষে তা কমে হয়েছিলো ১২০০-র কিছু বেশি, এবং ১৯৬০-এ ১৪৭। যুগোশ্লাভ গ্রামাঞ্চল নিমজ্জিত হয়েছিলো ব্যক্তি-অর্থনীতির জোয়ারে।

টিটোচক্র ঘোষণা করেছে—যৌথকরণ যুগোশ্লাভিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয় নি। তারা এই জঘন্য কুৎসা করেছে যে, 'যৌথকরণ হচ্ছে শোষণেরই নামান্তর'[১৪] এবং গ্রামাঞ্চলে 'সবচেয়ে বেশি সময় ধ'রে ভূমিদাসত্ব ও দারিদ্র্য বজায় রাখার পথ'[১৫]। তারা এই হাস্যকর ধারণার পক্ষে ওকালতি করেছে যে কৃষির বিকাশ ঘটা উচিত অর্থনৈতিক শক্তিগুলির পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে'।[১৬]

বহু কৃষি-সমবায় ভেঙে দেবার পর থেকে টিটোচক্র ১৯৫৩ সালের পর একের পর এক বহু আইন ও নির্দেশ জারি করেছে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের বিকাশে উৎসাহ দেবার জন্য—জমি কেনা, বেচা ও ভাড়া দেবার এবং কৃষি মজুর নিয়োগ করার স্বাধীনতা দিয়েছে, কৃষিদ্রব্যের পরিকল্পিত ক্রয় বন্ধ ক'রে দিয়েছে এবং তার বদলে সেক্ষেত্রে চালু করেছে খোলা বাজারের। এই কর্মনীতির ফলে, গ্রামাঞ্চলে দ্রুত পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিকাশ ঘটেছে এবং শ্রেণী-বিভেদের তীব্রতা বেড়ে গেছে এবং এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে টিটোচক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী-বৈষম্যের প্রথম প্রকাশ ঘটে জমির মালিকানায় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। যুগোশ্লাভিয়ার কৃষি ও বন-বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক শ্ল্যাভকো কোমার স্বীকার করেছেন

---

১৩ স্তালিন: 'রচনাবলী'/ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৪/খণ্ড ১১, পৃঃ ৮

১৪ কার্দেজ: চতুর্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় কমিটির নবম বর্ধিত অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণ ৫.৫.৫৯

১৫ ব্যাকারিক: এল. সি. ওয়াই'র ষষ্ঠ কংগ্রেসে ভাষণ

১৬ কার্দেজ: 'কমিউনিষ্ট' (বেলগ্রেড) পত্রিকায় প্রবন্ধ সংখ্যা ৪, ১৯৫৩

যে, ১৯৫৯ সালে ৫ হেক্টরেরও কম জমি বিশিষ্ট দরিদ্র কৃষকরা ছিলো—সমগ্র কৃষি-জনসংখ্যার যারা ৭০ শতাংশ—মোট ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির মাত্র ৪৩ শতাংশের মালিক, এবং সমগ্র কৃষি জনসংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ যে ৮ হেক্টরের বেশি জমি বিশিষ্ট স্বচ্ছল কৃষক, তারা ছিলো মোট জমির ৩৩ শতাংশের মালিক। কোমার আরও স্বীকার করেছেন যে, ১০ শতাংশ কৃষক প্রতিবছর জমি কেনা-বেচা করে।[১৭] আর বিক্রেতাদের অধিকাংশই হচ্ছে গরীব পরিবারগুলি।

জমির কেন্দ্রীভবনের পরিস্থিতি কিন্তু ওপরের তথ্যের থেকেও বেশি উদ্বেগজনক। টিটো-চক্রের মুখপত্র 'বর্বা' পত্রিকার জুলাই ১১, ১৯৬৩ সংখ্যা থেকে জানা যাচ্ছে যে, মাত্র একটি জেলাতেই "রয়েছে হাজার হাজার কৃষক পরিবার, যাদের জমির পরিমাণ ১০ হেক্টরের চেয়ে অনেক বেশী।" বিজেল্না কমিউনে "৫০০ কৃষক পরিবার প্রত্যেকে ১০ থেকে ৩০ হেক্টর জমির মালিক" এবং এগুলো মোটেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গবাদি পশু ও কৃষি যন্ত্রপাতির মালিকানার বিরাট বৈষম্যের মধ্যে দিয়েও গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী-বৈষম্যের প্রকাশ ঘটেছে। অন্যতম প্রধান একটি শস্য-উৎপাদনকারী অঞ্চল ভোজভোদিনা প্রদেশের ৩ লক্ষ ৮ হাজার কৃষি-পরিবারের ৫৫ শতাংশেরই কোনো গবাদি পশু নেই। এ অঞ্চলের মোট কৃষক জনসংখ্যার ৪০·৭ শতাংশ যে ২ হেক্টরের কম জমি-বিশিষ্ট কৃষক পরিবার, তাদের হাতে রয়েছে মোট লাঙলের মাত্র ৪·৪ শতাংশ—অর্থাৎ ১০টি পরিবার পিছু একটি ক'রে লাঙল। অন্যদিকে, ধনী কৃষকদের রয়েছে তেরশোরও বেশি ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষি-যন্ত্রপাতি এবং বিপুল সংখ্যক লাঙল ও গবাদি পশু।[১৮]

একইভাবে এই শ্রেণী-বৈষম্যের প্রকাশ ঘটেছে শ্রম ক্রয়ের মতো পুঁজিবাদী শোষণ পদ্ধতির বিকাশের মধ্যে দিয়ে। 'কমিউনিষ্ট' পত্রিকার ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে যে, সার্বিয়ায় ৮ হেক্টরের বেশি জমিবিশিষ্ট কৃষক পরিবারের ৫২ শতাংশই ১৯৫৬ সালে শ্রম কিনেছে।

১৯৬২ সালে শ্ল্যাভকো কোমার বলেছেন, বেশ কিছু কৃষক পরিবারের কর্তারা সাম্প্রতিক-কালে 'খুব শক্তিশালী' হয়ে উঠেছেন, "তাদের আয় নিজেদের শ্রমের দ্বারা উপার্জিত নয়, বরং উপার্জিত বেআইনী বাণিজ্য থেকে, নিজেদের ও অন্যদের উৎপন্ন দ্রব্যের প্রসেসিং থেকে, বেআইনী মদ চোলাই থেকে, আইনানুসারে নির্দিষ্ট ১০ হেক্টরের বেশি জমির মালিকানা থেকে—যা আবার প্রাপ্ত জমি ক্রয় বা প্রধানতঃ জমি লীজ, পরিবারের

১৭ শ্ল্যাভকো কোমার: 'সোস্যালিজম্' পত্রিকার প্রবন্ধ সংখ্যা ৫, ১৯৬২

১৮. 'ইনডেক্স' পত্রিকা/সংখ্যা ২, ১৯৬২

সম্পদের মধ্যে মিছিমিছি জমি বণ্টন বা সরকারী জমি দখলের মাধ্যমে—ফাটকাবাজীর মাধ্যমে দখলীকৃত ট্রাক্টরের মালিকানা থেকে এবং গরীব প্রতিবেশীদের জমি তাদের হয়ে চাষ ক'রে দিয়ে শোষণের মাধ্যমে।"

আগষ্ট ৩০, ১৯৬২ তারিখের 'বোর্বা' পত্রিকা বলছে, "সেই তথাকথিত দয়ালু উৎপাদক হচ্ছে জমির লীজের অধিকারী, শ্রমের ক্রেতা ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী—এ সব লোকেরা মোটেই উৎপাদক নয়, তারা হচ্ছে মালিক। কেউ কেউ সারা বছরে একবারও কাজে ছুঁয়েও দেখে না। তারা শ্রম কেনে, মাঠে কাজের তদারক করে আর ব্যবসা করে।"

যুগোশ্লাভ গ্রামাঞ্চলে মহাজনরাও খুব তৎপর। সুদের হার কখনও কখনও বছরে ১০০ শতাংশও ছাড়িয়ে যায়। তাছাড়া এমন লোকও আছে, যারা বেকারদের অসহায়ত্বের সুযোগে শ্রমের বাজারে একচেটিয়া কায়েম করে এবং এভাবে শোষণ চালায়।

জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিপুলসংখ্যক দারিদ্র্য-পীড়িত কৃষক কেবলমাত্র তাদের শ্রম বিক্রি ক'রেই বেঁচে থাকতে পারে। ১৯৬২-র ২০শে আগষ্ট তারিখের 'পলিটিকা' পত্রিকার পরিসংখ্যান অনুসারে, ২ হেক্টরের কম জমিবিশিষ্ট কৃষকদের ১৯৬১-র নগদ আয়ের ৭০ শতাংশই এসেছে শ্রমশক্তির বিক্রি থেকে। এই কৃষকেরা প্রচণ্ড শোষিত হয় এবং অত্যন্ত কষ্টের জীবন-যাপন করে।

এসব তথ্যই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, যুগোশ্লাভ গ্রামাঞ্চলে শোষক শ্রেণীগুলিই প্রভুত্ব করছে। যুগোশ্লাভিয়াকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে চিত্রিত করতে গিয়ে সি.পি.এস.ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠিতে বলা হয়েছে যে, যুগোশাভ গ্রামাঞ্চলের 'সমাজতান্ত্রিক সেক্টর' ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৫ শতাংশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সামান্য অংশও সমাজতান্ত্রিক নয়। ১৫ শতাংশ সমাজতান্ত্রিক সেক্টর বলতে সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দ শুধু টিটোচক্র কর্তৃক বিকশিত 'কৃষি খামার' ও 'সাধারণ কৃষি-সমবায়ের' কথাই বোঝাতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতঃ এই 'কৃষি-খামারগুলি' হচ্ছে পুঁজিবাদী খামার, আর 'সাধারণ কৃষি সমবায়গুলি' হচ্ছে ব্যবসায়ে নিয়োজিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংস্থা। সেগুলি মোটেই জমির ব্যক্তি মালিকানাকে ক্ষুণ্ন করছে না, উপরন্তু তাদের প্রধান কাজই হচ্ছে ধনীকৃষকের অর্থনীতির বিকাশে সহায়তা করা।

বেলগ্রেড থেকে প্রকাশিত 'যুগোশ্লাভিয়ার কৃষি সমস্যা' পুস্তকে বলা হয়েছে: "যেভাবে তারা সংগঠিত হয়েছে ও কাজ চালাচ্ছে," তাতে সমবায়গুলি "সামান্যতমভাবেও কৃষির ও গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনকে সূচিত করছে না। তারা সমাজতান্ত্রিক দুর্গ গড়ে তোলার কাজ করছে না, তারা কাজ করছে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য। এমন দৃষ্টান্তও আছে, যেখানে এই সমবায়গুলি ধনী কৃষকদের সমিতি হিসেবে কাজ করছে।"

টিটোচক্র 'সাধারণ কৃষিসমবায়গুলিকে' কৃষকদের কাছ থেকে কৃষি উৎপন্ন কিনবার একচেটিয়া অধিকার দিয়েছে। এই বিশেষ সুবিধের এবং কৃষি উৎপন্নের দামের লাগাম-ছাড়া ওঠা নামার সুযোগ নিয়ে এই তথাকথিত সমবায়গুলি ফাটকাবাজী চালায়, এবং এই ব্যবসায়িক কাজ-কারবারের মধ্যে দিয়ে কৃষকদের প্রচণ্ডভাবে শোষণ করে। ১৯৫৮ সালে যুগোশ্লাভিয়ায় খারাপ ফসল হয়েছিলো। এই সুযোগে সমবায় ও অন্যান্য ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি কৃষি উৎপন্নের বিক্রয়মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছিলো। ১৯৫৯ সালে ফসল একটু ভালো হতেই সমবায়গুলি কৃষকদের সঙ্গে চুক্তির খেলাপ করলো এবং তাদের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিলো, এমনকি মাঠে মাঠে ফসল নষ্ট হলো, এতেও তাদের বাধলো না।

'সাধারণ কৃষি সমবায়' ও 'কৃষি খামারগুলি' বিপুল সংখ্যক দীর্ঘস্থায়ী ও সাময়িক শ্রমিক-দের কাজে লাগায় ও শোষণ করে।

যুগোশ্লাভিয়ার ১৯৬২-র 'পরিসংখ্যানগত বর্ষপঞ্জী' অনুসারে 'সমবায়গুলি' কর্তৃক নিযুক্ত দীর্ঘকালীন শ্রমিকসংখ্যাই ১৯৬১ সালে ছিলো এক লক্ষের বেশি। বিপুল সংখ্যক সাময়িক শ্রমিকও নিযুক্ত হয়। 'র‍্যাড' পত্রিকা ডিসেম্বর ১, ১৯৬২-র সংখ্যায় জানিয়েছে যে, নিযুক্ত শ্রমিকরা "প্রায়শঃই চরমতম শোষণের শিকার হয় (কাজের সময় অনেক ক্ষেত্রেই দিনে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে) এবং সাধারণতঃ তাদের আয়ের হার হয় অত্যন্ত কম।"

কাজেই এটা স্পষ্ট যে, তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সেক্টরের এইসব কৃষিসংস্থাগুলি আসলে পুঁজিবাদী কৃষি সংস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গরীব কৃষকদের শোষণ আর পুঁজিবাদী খামারগুলির বিকাশই হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে টিটো-চক্রের মৌলিক নীতি। সেই ১৯৫৫ সালে টিটো বলেছিলো, "এমন একটা দিন আসবে, যখন ছোটো ছোটো খামারগুলি কোনো না কোনোভাবে সংযুক্ত হবে—এই ধারণাটি আমরা ত্যাগ করছি না। আমেরিকায় ইতিমধ্যেই এরকম হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই এই সমস্যার সমাধান বের করতে হবে।"

পুঁজিবাদী পথ অনুসরণের উদ্দেশ্যে টিটোচক্র ১৯৫৯ সালে কর্ষিত জমি ব্যবহার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ক'রে ঠিক ক'রে দেয় যে নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করছে, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে কষতে ব্যর্থ হচ্ছে, এরকম কৃষকদের জমি 'সাধারণ কৃষি সমবায়' ও 'কৃষি খামারগুলির' বাধ্যতামূলক পরিচালনায় আনীত হবে। কার্যতঃ এর ফল দাঁড়াচ্ছে গরীব কৃষকদের শোষণ এবং পুঁজিবাদী খামারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তাদের জমি দখল। এটা পুরোপুরি ও সোজাসুজিভাবে পুঁজিবাদী কৃষি বিকাশেরই পথ।

ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি থেকে বৃহদায়তন কৃষিতে উত্তরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্তালিন

বলেছিলেন : এ ব্যাপারে দু'টি পথ আছে—পুঁজিবাদী পথ ও সমাজতান্ত্রিক পথ · অগ্রগতির পথ—সমাজতন্ত্রের দিকে, আর পশ্চাৎগতির পথ—পুঁজিবাদের দিকে।" তৃতীয় কোনো পথ কি আছে ? স্তালিন বলেছেন : "তথাকথিত তৃতীয় পথটি হচ্ছে আসলে দ্বিতীয় পথটিই—পুঁজিবাদের পথ।" "ব্যক্তিগত কৃষি ও ধনী কৃষকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে ফিরে যাবার মানেটা কী দাঁড়ায় ? এর মানে দাঁড়ায় ধনী কৃষকের বন্ধনের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা, তাদের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তাদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক'রে একই সঙ্গে সোভিয়েত ক্ষমতা বজায় রাখাটা কি সম্ভব ? না, সেটা সম্ভব নয়। ধনী কৃষকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তাদের ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তা সোভিয়েত ক্ষমতার বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য—কাজেই, তা বুর্জোয়া সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য। বুর্জোয়া সরকারের প্রতিষ্ঠা আবার জমিদার ও পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠা—পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা—ঘটাতে বাধ্য।"[২০]

গত দশ বছর ধরে কৃষিতে যুগোশ্লাভিয়া কর্তৃক অনুসৃত পথটি হচ্ছে ঠিক এই পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠারই পথ।

আর এ সমস্ত কিছুই হচ্ছে বিতর্কাতীত তথ্য।

যারা টিটোচক্র সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বদ্ধপরিকর, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন : প্রবঞ্চনা করার ইচ্ছে যদি আপনাদের না-ই থাকে, তবে কীভাবে আপনারা দাবী করেন যে যুগোশ্লাভিয়ায় পুঁজিবাদের অস্তিত্ব নেই ?

সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অধঃপতন

শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তি-পুঁজিবাদের যে অবাধ বিস্তার ঘটছে, শুধু তার মধ্যে দিয়েই যুগোশ্লাভিয়ায় পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেনি, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে এই যে 'রাষ্ট্রায়ত্ত' সংস্থাগুলি—যুগোশ্লাভ অর্থনীতিতে যার নির্ধারক ভূমিকা—অধঃপতিত হয়ে গেছে।

টিটোচক্রের 'শ্রমিক-স্বায়ত্তশাসিত' অর্থনীতিটি হচ্ছে বিশেষ ধরনের এক রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। এই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সর্বহারা একনায়কত্বাধীন নয় বরং তা হচ্ছে এমন এক অবস্থার অধীন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, যেখানে টিটোচক্র সর্বহারা একনায়কত্বকে আমলা-তান্ত্রিক-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের একনায়কত্বে রূপান্তরিত করেছে। 'শ্রমিক-স্বায়ত্তশাসনের' অধীন উৎপাদন উপকরণগুলি একজন বা কয়েকজন পুঁজিপতির মালিকানায় নেই, তা

---

২০ স্তালিন : 'রচনাবলী' / ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৫ / খণ্ড ১৩, পৃঃ ২৪৮

আছে যুগোশ্লাভিয়ার নয়া আমলাতান্ত্রিক-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের মালিকানার অধীনে, যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমলা ও ম্যানেজারবা, এবং যাদের প্রতিনিধিত্ব করছে টিটোচক্র। রাষ্ট্রের নাম ভাঙিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভর ক'রে এবং সমাজতন্ত্রের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে এই আমলাতান্ত্রিক-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী জনগণের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে তাদেরই মালিকানাধীন সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে। বাস্তবতঃ 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসন' হচ্ছে আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজির নিয়ন্ত্রণের অধীনে নির্মম শোষণেরই একটি ব্যবস্থা।

১৯৫০ সাল থেকেই টিটোচক্র একের পর এক বিধি-নিয়ম প্রণয়ন ক'বে সমস্ত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারখানা, খনি ও অন্যান্য পরিবহন-যাতায়াত-বাণিজ্য-কৃষি-বনবিভাগ ও সাধারণ সেবামূলক কাজেব সংস্থায় 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসন' প্রবর্তন করেছে। এই 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসনের' মর্মবস্তু হচ্ছে: এই সব সংস্থাগুলিকে 'যৌথ শ্রমিক সংস্থাব' হাতে তুলে দেওয়া, যেখানে প্রত্যেকটি সংস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করবে, নিজেদের কাঁচা মাল কিনবে, উৎপন্ন দ্রব্যের বৈচিত্র্য, উৎপাদনের পবিমাণ ও দাম ঠিক করবে, সেগুলি বাজারে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে, নিজেদেব মজুবিব হার নির্ধাবণ করবে এবং মুনাফার ভাগাভাগি করবে। যুগোশ্লাভ আইন অনুসাবে, এই সব অর্থনৈতিক সংস্থার স্থির মূলধন কেনার, বেচার বা লীজ দেবার অধিকাব আছে।

'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসন'-এব মালিকানাধীন সংস্থাগুলিব মালিকানাকে টিটোচক্র 'উচ্চতর ধরনের এক সমাজতান্ত্রিক মালিকানা' হিসেবে বর্ণনা করেছে। তারা দাবী কবেছে যে, একমাত্র 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসন'ই পারে 'প্রকৃত সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে।'

এটা একটা সম্পূর্ণ ভাঁওতা। তত্ত্বগতভাবে, মার্কসবাদের সামান্যতম জ্ঞান যাদের আছে, তারাই জানেন যে, 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসন' জাতীয় শ্লোগানগুলি কখনোই মার্কসবাদীদের শ্লোগান ছিলো না, বরং সেগুলো ছিলো নৈরাজ্যবাদী, ইউনিয়নবাদী, বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী, প্রাচীন ধরনের সুবিধেবাদী ও সংশোধনবাদীদেরই শ্লোগান। 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসন', 'শ্রমিকদের হাতে কারখানা' প্রভৃতি তত্ত্বগুলি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মৌলিক মার্কসবাদী তত্ত্বেবই বিরোধী। দীর্ঘদিন আগেই ধ্রুপদী মার্কসবাদী লেখকেরা সম্পূর্ণভাবে একে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস্ 'কমিউনিষ্ট ইস্তেহারে' দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সর্বহারা শ্রেণী তাদের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে ব্যবহাব ক'বে ধীবে ধীবে বুর্জোয়াদের সমস্ত পুঁজি দখল ক'রে নেয়, রাষ্ট্রের অধীন উৎপাদনের সমস্ত উপকরণকেই কেন্দ্রীভূত ক'রে ফেলে।

এঙ্গেলস্ 'অ্যান্টি-ডুরিং'-এ লিখেছেন: "সর্বহারাশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ক'রে উৎপাদনের উপকরণকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে।"[২]

রজনৈতিক ক্ষমতা দখল ক'রে সর্বহারাশ্রেণী অবশ্যই উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সর্বহারা একনায়ত্বাধীন রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত ক'রে ফেলবে। এটা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের একটা মৌলিক নিয়ম।

অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েতের ক্ষমতা দখলের প্রথম পর্যায়ে কিছু লোক 'যথন ভালোভাবে উৎপাদন সংগঠন করার জন্য' উৎপাদকদের হাতে কারখানাগুলি তুলে দেবার প্রস্তাব করেছিলো, তখন লেনিন তার কঠোর সমালোচনা ক'রে বলেছিলেন যে, বাস্তবতঃ তার ফলে সর্বহারা একনায়কত্বের বিরোধিতাই করা হবে। তিনি বলেছিলেন : "এক একটি কারখানা বা নির্দিষ্ট জীবিকার শ্রমিকদের হাতে তাদের উৎপাদনের মালিকানার বা রাষ্ট্রীয় নির্দেশকে দুর্বল বা অমান্য করার অধিকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আইনসিদ্ধকরণ সোভিয়েত ক্ষমতার মৌলিক নীতিগুলির সর্বাধিক বিকৃতি হবে এবং সমাজতন্ত্রকে পুরোপুরি বরবাদ ক'রে দেবে।"২১

কাজেই, এটা স্পষ্ট যে 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসন'-এর সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোনোই সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ টিটোচক্রের 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসন' শ্রমিকদের হাতে স্বায়ত্তশাসন তুলে দেয় না, এটা একটা ভাঁওতামাত্র। প্রকৃতপক্ষে, 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসনের' অধীন সংস্থাগুলি থাকে নয়া আমলাতান্ত্রিক-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে, যাদের প্রতিনিধিত্ব করছে টিটোচক্র। তারা সংস্থাগুলির সম্পত্তি ও কর্মীদেরকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে তাদের আয়ের প্রধান অংশটাই আত্মসাৎ ক'রে নেয়।

আর ব্যাংকগুলির মাধ্যমে টিটোচক্র সমগ্র দেশের ঋণ এবং সমস্ত সংস্থার বিনিয়োগযোগ্য তহবিল ও নগদ মূলধন নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং সেগুলির আর্থিক কাজকর্ম তদারক করে। ট্যাক্স ও সুদ ইত্যাদির মাধ্যমে টিটোচক্র বিভিন্ন উপায়ে এই সব সংস্থার আয় লুণ্ঠন করে। 'যুগোশ্লাভিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক ১৯৬১-র কাজের রিপোর্ট'-এ প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে, তারা এভাবে অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির তিন-চতুর্থাংশ আয় আত্মসাৎ করে।

জনগণের শ্রমের ফলকে টিটোচক্র আত্মসাৎ করে প্রধানতঃ এই আমলাচক্রের বিলাসী জীবনের ব্যয় নির্বাহের জন্য, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন বজায় রাখার জন্য, শ্রমজীবী জনগণের ওপর দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রকে জোরদার করার জন্য এবং বিদেশী ঋণ মেটাবার নাম ক'রে সাম্রাজ্যবাদীদেরকে উপঢৌকন দেবার জন্য।

উপরন্তু, টিটোচক্র ম্যানেজারদের মাধ্যমে এই সব সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যানেজাররা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সংস্থাগুলি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও

২১ লেনিন : 'সোভিয়েত ক্ষমতার সমাজতান্ত্রিক চরিত্র ও গণতন্ত্র প্রসংগে'

প্রকৃতপক্ষে টিটোচক্রই তাদের নির্বাচিত করে এবং তারা এসব সংস্থায় আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসনাধীন' সংস্থাগুলিতে ম্যানেজার ও শ্রমিকদের মধ্যেকার সম্পর্ক আসলে মালিক ও কর্মচারীর সম্পর্ক, শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। বাস্তবতঃ ম্যানেজাররা এই সব সংস্থার উৎপাদন-পরিকল্পনা ও প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে, উৎপাদনের উপকরণ কেনা-বেচা করতে পারে, সংস্থাগুলির আয়ের বণ্টন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, শ্রমিকদের চাকরী দিতে বা ছাঁটাই করতে পারে এবং শ্রমিক পরিষদ বা পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাতিল ক'রে দিতে পারে।

যুগোশ্লাভ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য তথ্য একথাই প্রমাণ ক'রে দেয় যে, শ্রমিক পরিষদগুলি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক এক ধরনের ভোটের যন্ত্রমাত্র, এবং সংস্থাগুলির সমস্ত ক্ষমতা থাকে ম্যানেজারদের হাতে। কোনো সংস্থার ম্যানেজার তার উৎপাদনের উপকরণ ও আয়ের বণ্টন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধের অজুহাতে শ্রমিকদের শ্রমের ফলও আত্মসাৎ করতে পারে। টিটোচক্রই স্বীকার করেছে যে, এই সব সংস্থাতে ম্যানেজার ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান আছে, এবং তা শুধু মজুরির ক্ষেত্রেই নয়, বোনাসের ক্ষেত্রেও। কোনো কোনো সংস্থায় ম্যানেজার ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের বোনাস শ্রমিকদের বোনাসের তুলনায় চল্লিশগুণেরও বেশি। "কিছু কিছু সংস্থায় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রাপ্ত মোট বোনাস সমস্ত শ্রমিকদের মোট মজুরী তহবিল থেকেও বেশি।"[২২]

তাছাড়া, সংস্থার ম্যানেজাররা তাদের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রকম অসদুপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। ঘুষ, তহবিল-তছরূপ ও চুরি ইত্যাদি তাদের আয়ের আরও বড়ো উৎস।

ব্যাপক শ্রমিকেরা কিন্তু বাস করেন দারিদ্র্যের মধ্যে। চাকরীর কোনো গ্যারান্টি নেই। বিভিন্ন সংস্থা বন্ধ হয়ে যায় এবং ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক চাকরী থেকে ছাঁটাই হয়ে যায়। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, ১৯৬৩-র ফেব্রুয়ারীতে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার, অর্থাৎ মোট কর্মপ্রাপ্তদের ১০ শতাংশ। তার ওপর বহু শ্রমিক প্রতি বছর চাকরীর খোঁজে দেশের বাইরে চলে যায়।

'পলিটিকা' পত্রিকা ১৯৬১-র ২৫শে সেপ্টেম্বর স্বীকার করেছে যে, "শ্রমিকদের সঙ্গে অফিস-কর্মচারীদের প্রচুর ব্যবধান রয়েছে। পূর্বোক্তরা শেষোক্তদের 'আমলা' হিসেবে গণ্য করে, যারা তাদের মজুরী 'আত্মসাৎ' করছে।"

এসব তথ্য থেকে ধরা পড়ছে যে, 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসন'-এর অধীন যুগোশ্লাভ সংস্থাগুলিতে

২২ যুগোশ্লাভিয়া কমিউনিষ্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি/১৭. ২. ৫৮

মুষ্টিমেয় সংখ্যক এক নোতুন সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা অধিকাংশের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করছে এবং এরাই হচ্ছে যুগোশ্লাভিয়ার নয়া আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসন'-এর বিকাশ ঘটিয়ে টিটোচক্র জনগণের পূর্বতন মালিকানাধীন সংস্থাগুলিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পথ থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত করেছে। এর প্রধান লক্ষণগুলি হচ্ছে এরকম :

প্রথমতঃ রাষ্ট্র কর্তৃক কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পরিত্যাগ।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্থাগুলির কাজকর্মে, মুনাফাকে প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। তাদের আয় ও মুনাফা বাড়াবার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি তারা গ্রহণ করতে পারে। মোট কথা, 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসনাধীন' সংস্থাগুলির উৎপাদনের লক্ষ্য সমাজের প্রয়োজন মেটানো নয়, বরং মুনাফা অর্জন করা, ঠিক যেমনটি করে যে কোনো পুঁজিবাদী সংস্থা।

তৃতীয়তঃ, পুঁজিবাদী পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দেবার কর্মনীতি অনুসরণ। টিটো সংস্থাগুলির ম্যানেজারদের উদ্দেশ্যে বলেছিলো : "দেশের ভেতরে প্রতিযোগিতা থাকলে আমাদের সাধারণ লোকদের, ক্রেতাদের উপকারই হবে। টিটোচক্র আরও ঘোষণা করেছে যে, তারা "প্রতিযোগিতা, মুনাফা অর্জন, ফাটকাবাজী প্রভৃতি" চলতে দিচ্ছে, কারণ "এগুলি উৎপাদক, যৌথ-সংস্থা ও কমিউনগুলির উদ্যোগ বাড়াবার ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে।"

চতুর্থতঃ, পুঁজিবাদী পূর্ণ প্রতিযোগিতার বিকাশের সহায়ক শক্তি হিসেবে ঋণদান ও ব্যাংকের ব্যবহার। ঋণ দিতে গিয়ে, টিটোচক্রের ঋণ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিনিয়োগের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করে। যে সবচেয়ে কম সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে এবং সবচেয়ে বেশি হারে সুদ দিতে পারে, সে-ই ঋণ পাবার যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাদের ভাষায়, এটা হচ্ছে "বিনিয়োগযোগ্য ঋণ দেবার স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রতিযোগিতার ব্যবহার।"

পঞ্চমতঃ, সংস্থাগুলির ভেতরকার সম্পর্কগুলি মোটেই কেন্দ্রীভূত সরকারী পরিকল্পনার অধীনে পারস্পরিক সাহায্য ও সমন্বয়ের সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক নয়, সেগুলো হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিযোগিতা ও খেয়োখেয়ির পুঁজিবাদী সম্পর্ক।

এ'সমস্ত কিছুই সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতির মূল ভিত্তিকেই বরবাদ ক'রে দিয়েছে।

লেনিন বলেছেন : "পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সংগঠন—যা কোটি কোটি মানুষকে উৎপাদন ও বণ্টনের একটিমাত্র মান কঠোরভাবে মেনে চলতে পরিচালনা করবে—এছাড়া সমাজ-

ন্ত্রের কথা কল্পনাই করা যায় না।"[২৩] তিনি আরও বলেছেন: "সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় হিসেব-নিকেশ এবং উৎপাদনের ও বণ্টনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতা, তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখা যায় না, এবং পুঁজিবাদের বন্ধনে প্রত্যাবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে।"[২৪]

'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসনের' সাইনবোর্ডের আড়ালে যুগোশ্লাভিয়ার সমস্ত অর্থনৈতিক বিভাগ ও সংস্থাগুলি তীব্র এক পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। এর আড়ালে ম্যানেজারদের তহবিল তছরূপ, ফাটকাবাজী প্রভৃতিতে লিপ্ত হওয়া, দাম বাড়ানো, ঘুষ নেওয়া বা দেওয়া, টেকনিক্যাল গোপন তথ্য লুকিয়ে রাখা, টেকনিক্যাল কর্মচারীদের দখল করা, এমনকি বাজার ও মুনাফার জন্য সংবাদপত্রে বা রেডিওতে একে অন্যকে আক্রমণ করা ইত্যাদি হচ্ছে অতি সাধারণ ঘটনা।

শুধু দেশের ভেতরেই নয়, বিদেশী বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে যুগোশ্লাভ সংস্থাগুলির মধ্যে। যুগোশ্লাভ পত্র-পত্রিকার মতে, যুগোশ্লাভ বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের বিশ-ত্রিশজন এজেন্টের পক্ষে বিদেশের একই বাজারে সফর করা, নিজেদের মধ্যে ব্যবসার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, বা একে অন্যের খদ্দের বা সরবরাহকারীকে ভাঙিয়ে নেওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিদেশী বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সংস্থাগুলি 'স্বার্থের তাড়নায়' 'যে কোনো মূল্যে মুনাফা করতে' চায়, এবং 'পন্থাটা কীরকম হলো, তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না।'

এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলশ্রুতিতে চরম বিশৃঙ্খলা চলছে যুগোশ্লাভ বাজারে। শুধু বিভিন্ন শহর বা অঞ্চলেই নয়, এমনকি একই জায়গার বিভিন্ন দোকানের এবং একই উৎপাদকের একই ধরনের জিনিসের ক্ষেত্রেও দামের পার্থক্য ঘটছে। দাম বাড়াবার জন্য কেউ কেউ বিপুল পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য নষ্ট ক'রে ফেলতেও পিছ-পা হচ্ছে না।

এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আরেকটি ফল হচ্ছে এই যে, যুগোশ্লাভিয়ায় বিপুল সংখ্যক উৎপাদন-সংস্থা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকারী বুলেটিনে পরিবেশিত তথ্য অনুসারে, সাম্প্রতিককালে প্রতি বছর ৫০০ থেকে ৬০০ সংস্থা এভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এ'সব থেকে দেখা যাচ্ছে, যুগোশ্লাভিয়ার 'রাষ্ট্রীয়' অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে না, বরং তা পরিচালিত হচ্ছে পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার ও উৎপাদনের নৈরাজ্যের নিয়ম অনুসারে। 'শ্রমিক স্বায়ত্তশাসনাধীন' টিটোচক্রের সংস্থাগুলি সমাজতান্ত্রিক নয়, বরং চরিত্রগত বিচারে সেগুলি হচ্ছে

২৩ লেনিন: 'বামপন্থী চপলতা ও পেটিবুর্জোয়া মানসিকতা'

২৪ ঐ: 'সোভিয়েত সরকারের আশু দায়িত্ব'

পুঁজিবাদী।

যারা টিটোচক্র সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত পাল্টাতে ব্যগ্র, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন: আপনারা যদি প্রবঞ্চনাই না করতে চান, তাহলে কীভাবে আমলাতান্ত্রিক-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে আপনারা সমাজতান্ত্রিক ব'লে বর্ণনা করছেন ?

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতা

যুগোশ্লাভিয়ায় পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি টিটোচক্র কর্তৃক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্যের এবং যুগোশ্লাভিয়ার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল হবার প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে টিটোচক্র যাত্রা শুরু করেছে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিত্ব বিকিয়ে দেবার এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুষ্টিভিক্ষার ওপর নির্ভর ক'রে বেঁচে থাকার লজ্জাজনক পথে।

অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জানুয়ারী, ১৯৬৩ পর্যন্ত সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি টিটোচক্রকে ৫৪৬ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি 'সাহায্য' দিয়েছে, যার মধ্যে ৬০ শতাংশ বা ৩৫০ কোটিই মার্কিন 'সাহায্য'। আর এই মার্কিনী সাহায্যের অধিকাংশটাই দেওয়া হয়েছে ১৯৫০ সালের পরে। মার্কিন সাহায্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে যুগোশ্লাভ অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান খুঁটি। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত মোট ঋণ ৩৪'৬ কোটি ডলার সে বছরের যুগোশ্লাভ বাজেট আয়ের ৪৭'৪ শতাংশ। এর সঙ্গে অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থও ধরলে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯'৩ কোটি ডলার, অর্থাৎ সে বছরের বাজেট আয়ের ৬৭'৬ শতাংশ।

মার্কিন সাহায্য পাবার উদ্দেশ্যে টিটোচক্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অনেকগুলি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করেছে।

পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহায়তা চুক্তি সম্পর্কে যুগোশ্লাভিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, মার্কিন অফিসারদের 'অবাধ স্বাধীনতা' থাকবে যুগোশ্লাভিয়ায় মার্কিন সামরিক সাহায্য অনুসারে প্রাপ্ত জিনিসের প্রাপ্তি ও বণ্টন তদারক করবার, এবং "সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে সংবাদ ও তথ্যের ব্যাপারে জ্ঞাত হবার।" এই চুক্তি অনুসারে যুগোশ্লাভিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রণনীতিগত গুরুত্বসম্পন্ন কাঁচা মাল সরবরাহ করতেও বাধ্য থাকবে।

দু'দেশের মধ্যে ১৯৫১ সালে সম্পাদিত সামরিক সাহায্য চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, যুগোশ্লাভিয়াকে "মুক্ত দুনিয়ার প্রতিরক্ষা শক্তি বজায় রাখার ও বিকাশের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সাহায্য করতে হবে" এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই চুক্তি অনুসারে মার্কিন সামরিক মিশন প্রত্যক্ষভাবে যুগোশ্লাভ সৈন্যবাহিনীর ট্রেনিং তদারক করবে।

১৯৫২ র যুগোশ্লাভ-মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে, যুগোশ্লাভিয়া "মৌলিক ব্যক্তিগত মানবিক অধিকার, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির বিকাশের জন্য" অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য মার্কিন সাহায্যকে ব্যবহার করবে।

১৯৫৪ সালে যুগোশ্লাভিয়া ন্যাটোর দুই সদস্য গ্রীস ও তুরস্কর সঙ্গে মৈত্রী, রাজনৈতিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের একটি চুক্তি সম্পাদিত করে। এই চুক্তিতে এই তিনটি দেশের মধ্যে সামরিক ও কূটনৈতিক সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং এভাবে যুগোশ্লাভিয়া কার্যতঃ মার্কিন নিয়ন্ত্রিত সামরিক জোটের সদস্যভুক্ত হয়ে পড়েছে।

১৯৫৪ সালের পর থেকে যুগোশ্লাভিয়া নিজের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অনেকগুলি চুক্তি করেছে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২-র মধ্যে এরকম ৫০টিরও বেশি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

এই সব চুক্তি সম্পাদনের ফলে এবং টিটোচক্র যুগোশ্লাভিয়াকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের-ওপর নির্ভরশীল ক'রে ফেলার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ায় নিম্নলিখিত অধিকারগুলি ভোগ করে: (১) সামরিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের (২) পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের (৩) আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের, (৪) অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর, (৫) বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের (৬) রণনীতিগত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য লুণ্ঠনের এবং (৭) সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গোপন খবর সংগ্রহের।

এভাবেই টিটোচক্র বিকিয়ে দিয়েছে যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একের পর এক চুক্তির মাধ্যমে যুগোশ্লাভিয়ার সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়া ছাড়াও টিটোচক্র মার্কিন সাহায্য পাবার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের একচেটিয়া পুঁজির যুগোশ্লাভিয়ায় অনুপ্রবেশের দাবী মেনে নিয়ে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৫০ থেকে টিটোচক্র বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বাতিল ক'রে দিয়েছে।

১৯৫৩ সালে গৃহীত বৈদেশিক বাণিজ্য আইন বিভিন্ন সংস্থাকে স্বাধীনভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য চালাতে এবং পাশ্চাত্যের একচেটিয়া পুঁজির সংস্থাগুলির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে অনুমতি দিয়েছে।

১৯৬১ সালে বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তন করলো

টিটোচক্র। সেগুলির প্রধান মর্মবস্তু ছিলো আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ওপরকার বিভিন্ন বিধি নিষেধের আরও শিথিলকরণ। প্রধান প্রধান আধা-উৎপন্ন দ্রব্য ও কিছু কিছু ভোগ্যদ্রব্যের আমদানির ওপর সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হলো এবং অন্যান্য পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রেও সেগুলি কম-বেশি কমানো হলো। আর এই তথাকথিত অবাধ আমদানির প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রার যোগানের ওপর থেকেও বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হলো।

সকলেই একথা জানেন যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকার হচ্ছে সমাজতন্ত্রের একটি মৌলিক নীতি।

লেনিন বলেছিলেন, "সংরক্ষণ ছাড়া শিল্প-সর্বহারার পক্ষে আমাদের শিল্প-ব্যবস্থাকে পুনঃ-সংগঠিত করা এবং রাশিয়াকে একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করাটা একেবারেই অসম্ভব —আর এই শিল্প সংরক্ষণ বলতে আমরা কাষ্টমস্‌ নীতির মাধ্যমে সংরক্ষণ বোঝাচ্ছি না, আমরা নির্দিষ্টভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষণই বোঝাচ্ছি।"[২৫]

স্তালিন বলেছিলেন, "বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া হচ্ছে সোভিয়েত সরকারের অস্তিত্বের অন্যতম এক অনড় ভিত্তি," বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া পরিত্যাগ করার মানেই দাঁড়াবে "দেশের শিল্পায়নকে পরিত্যাগ করা," "সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদী দেশগুলির পণ্যের বন্যা ডেকে আনা", এবং "আমাদের দেশকে স্বাধীন দেশ থেকে আধা-উপনিবেশিক একটি দেশে রূপান্তরিত করা।"[২৬]

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া বরবাদ ক'রে দেওয়া—ঠিক যেমনটি করেছে টিটোচক্র, মানেই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজির সামনে দরজা খুলে দেওয়া।

টিটোচক্র কর্তৃক বিপুল পরিমাণ মার্কিন সাহায্য গ্রহণের এবং সাম্রাজ্যবাদের সামনে যুগোশ্লাভিয়ার দরজা খুলে দেবার অর্থনৈতিক ফলশ্রুতি কী হয়েছে?

প্রথমতঃ যুগোশ্লাভিয়া সাম্রাজ্যবাদী পণ্য চাপিয়ে দেবার একটি বাজারে পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিপুল পরিমাণ শিল্পদ্রব্য ও কৃষিদ্রব্য যুগোশ্লাভ বাজার ছেয়ে ফেলেছে। মুনাফা বাড়ানোর তাড়নায় বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিকে সেবা ক'রে টাকার পাহাড় গড়ছে যেসব যুগোশ্লাভ মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিরা, তারা পণ্য আমদানি ক'রেই চলেছে, যদিও সেগুলি দেশেই উৎপাদন করা যায় এবং সেগুলির ষ্টকও রয়েছে অনেক।

২৫ লেনিন: 'সংকলিত রচনাবলী'। রুশ সংস্করণ, মস্কো, /১৯৫০/ খণ্ড ৩৩, পৃষ্ঠা ৪২০।

২৬ 'স্তালিন রচনাবলী' / ইংরাজী, মস্কো, ১৯৫৪ / খণ্ড ১০, পৃ ১১৫-১১৬

২৫শে জুলাই, ১৯৬১ সংখ্যায় 'পলিটিকা' পত্রিকা স্বীকার করেছে, "সর্বত্রই এটা স্বতঃ-প্রমাণিত যে, যুগোশ্লাভ শিল্পগুলি বিদেশী শিল্পের জটিল ও ক্রমাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে পর্যুদস্ত হয়ে যাচ্ছে।" দ্বিতীয়তঃ যুগোশ্লাভিয়া সাম্রাজ্যবাদী বিনিয়োগের এক বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বহু যুগোশ্লাভ শিল্প-সংস্থা গড়েই উঠেছে মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের 'সাহায্যের' ভিত্তিতে। যুগোশ্লাভিয়ায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিপুল পরিমাণ বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির। যুগোশ্লাভ বিনিয়োগ ব্যাংকের সাধারণ সম্পাদক অগাষ্টিন পাপিকের মতে, ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬-র মধ্যে "অর্থনৈতিক বিনিয়োগের মোট মূল্যের ৩২.৫ শতাংশই ছিলো বিদেশী পুঁজি।" ১৯৬২-র ৫ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট ডীন রাস্ক বলেছে—যুগোশ্লাভিয়ার মূলধনের 'প্রধান উৎসই হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশগুলি।'

তৃতীয়তঃ যুগোশ্লাভিয়া পরিণত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক কাঁচামাল আহরণের একটি উৎসে। সামরিক সাহায্য সংক্রান্ত চুক্তি অনুসারে, ১৯৫১ থেকে টিটোচক্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্রমাগত রণনীতিগত গুরুত্বসম্পন্ন কাঁচামাল যোগান দিয়ে আসছে। ১৯৬১ সালের যুগোশ্লাভ বর্ষপঞ্জী অনুসারে, ম্যাগনেসিয়াম, সীসে, দস্তা, অ্যান্টিমনি প্রভৃতি গুরুত্ব-পূর্ণ ধাতুর রপ্তানির প্রায় অর্ধেকই ১৯৫৭ সালের পর থেকে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

চতুর্থতঃ যুগোশ্লাভিয়া পাশ্চাত্যের একচেটিয়া পুঁজিবাদী কোম্পানিগুলির উৎপাদন সম্মিলনের কেন্দ্রে (assembly shop) পরিণত হয়েছে। প্রধান প্রধান বহু যুগোশ্লাভ শিল্পই পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছ থেকে নেওয়া লাইসেন্সের ভিত্তিতে উৎপাদন করে, এবং সেগুলি আধা-উৎপন্ন দ্রব্যাদি, যন্ত্রাংশ, প্রভৃতির আমদানির ওপর নির্ভর ক'রে থাকে। এই সব শিল্প-উৎপাদন পাশ্চাত্যের একচেটিয়া পুঁজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বস্তুতঃ, যুগোশ্লাভিয়ায় প্রস্তুত ব'লে বিক্রীত বহু শিল্পদ্রব্যই আসলে আমদানিকৃত রেডিমেড অংশের সম্মিলন মাত্র, তাতে শুধু যুগোশ্লাভ ট্রেডমার্কটি সেঁটে দেওয়া হয়েছে। এপ্রিল ২৫, ১৯৬২র 'ভেসনিক উ শ্রেদু' বলছে, "আমাদের অনেক শিল্প-সংস্থাই বিশেষ ধরনের এক ব্যবসায়িক সংগঠনে পরিণত হচ্ছে, তারা উৎপাদন করেনা—শুধু সম্মিলন ঘটায়, এবং অন্যের নির্মিত জিনিসের ওপর নিজেদের ট্রেড মার্কটি সেঁটে দেয়।"

এমতাবস্থায়, যুগোশ্লাভিয়া পাশ্চাত্যের একচেটিয়া পুঁজির বিশ্ব-বাজারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। আর্থিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে পুঁজিবাদী বিশ্ব-বাজারের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, তার রূপান্তর ঘটেছে সাম্রাজ্যবাদের, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের ওপর নির্ভরশীল একটি দেশে।

কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ যখন তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্য-বাদের অনুগত হয়ে পড়ে, তখন পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই সেখানে হয়ে পড়ে তার

অনিবার্য ফলশ্রুতি।

টিটোচক্র কর্তৃক বিজ্ঞাপিত মার্কিন সাহায্যের ওপর নির্ভর ক'রে 'সমাজতন্ত্র' গড়ে তোলার বিশেষ পথটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার পথ, একটি স্বাধীন দেশ থেকে একটি আধা-উপনিবেশে রূপান্তরিত করার পথ। ক্রুশ্চভ দাবী করছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপর এই নির্ভরশীলতাই হচ্ছে 'সমাজতন্ত্র গঠন।' এটা একটা আজগুবি দাবী। মার্কিন সাহায্যের ট্রেডমার্ক বিশিষ্ট এই স্ব-ঘোষিত সমাজতন্ত্র হচ্ছে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন কর্তৃক সমালোচিত ভুয়া সমাজতন্ত্রেরই একটি নোতুন রূপ, এবং সম্ভবতঃ এটাই হচ্ছে "মার্কসবাদ লেনিনবাদের সৃজনশীল বিকাশের ক্ষেত্রে" টিটো ও ক্রুশ্চভের একটি বিরাট অবদান।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক প্রতিবিপ্লবী বিশেষ বাহিনী

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টিটোচক্র কর্তৃক অনুসৃত প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা এবং তার প্রতিক্রিয়াশীল পররাষ্ট্রনীতির বিচারে যুগোশ্লাভিয়া সমাজতন্ত্র থেকে অনেক বেশি দূরে সরে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টিটোচক্র হচ্ছে বিশ্ব-বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকারক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি বিশেষ বাহিনী।

যুগোশ্লাভিয়ায় পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে টিটোচক্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে 'শান্তিপূর্ণ বিবর্তন'-এর নীতি চাপিয়ে দেবার ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করছে।

সমাজতান্ত্রিক নামাবলী গায়ে দিয়ে টিটোচক্র মরিয়া হয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধিতা করছে এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করছে, এবং চীন-বিরোধী অভিযানের সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।

নিরপেক্ষতা ও সক্রিয় সহাবস্থানের ছদ্মবেশে টিটোচক্র এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলি ধ্বংস ক'রে দেবার চেষ্টা করছে এবং মার্কিন নয়া উপনিবেশবাদের সেবা ক'রে চলেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ভালো হিসেবে চিত্রিত করার জন্য এবং যুদ্ধ ও আগ্রাসনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে দুনিয়ার জনগণের সংগ্রামকে স্তব্ধ ক'রে দেবার জন্য টিটোচক্র কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করছে না। 'স্তালিনবাদ'-এর বিরোধিতার নাম ক'রে টিটোচক্র সর্বত্র সংশোধনবাদ ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছে এবং দুনিয়াব সমস্ত দেশের জনগণের বিপ্লবের বিরোধিতা করছে।

গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে টিটোচক্র অনিবার্যভাবেই প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক ঘটনায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে এসেছে।

এক ॥ গ্রীসের বিপ্লব : ১৯৪৯-এব ১০ই জুলাই গ্রীক গেরিলাদের বিরুদ্ধে টিটো যুগো-শ্লাভিয়া-গ্রীস সীমান্ত বন্ধ ক'রে দেয়, এবং একই সময়ে পেছন দিক থেকে গেরিলা-দেরকে আক্রমণোদ্যত গ্রীক ফ্যাসিষ্ট রাজকীয় বাহিনীকে যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে দিয়ে অভিযান চালাবার অনুমতি দেয়। এভাবে টিটোচক্র মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরকে গ্রীক জনগণের বিপ্লব দমনের ব্যাপারে সাহায্য করে।

দুই ॥ কোরিয়ার যুদ্ধ : সেপ্টেম্বর ৬, ১৯৫০ তাবিখে একটি বিবৃতি দিয়ে তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এডভার্ড কার্দেজ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোরিয়ার জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে নির্লজ্জভাবে আক্রমণ করে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে। ১লা ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বক্তৃতায় টিটোচক্রের প্রতিনিধি 'কোরিয়ার যুদ্ধে সক্রিয় হস্তক্ষেপের জন্য' চীনকে নিন্দা করে, এবং রাষ্ট্রসংঘে টিটোচক্র চীন ও কোরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে ভোট দেয়।

তিন ॥ ভিয়েতনামী জনগণেব মুক্তিযুদ্ধ : ১৯৫৪-র এপ্রিলে ইন্দোচীন সম্পর্কে জেনেভা সম্মেলনের ঠিক আগে টিটোচক্র ভিয়েতনামী জনগণের মুক্তিযুদ্ধকে জঘন্যভাবে আক্রমণ ক'রে এই বক্তব্য রাখে যে, তারা মস্কো-পিকিং কর্তৃক "তাদের যুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডা যুদ্ধের কর্মনীতির দাবার ঘুঁটি হিসেবে"[২৭] ব্যবহৃত হচ্ছেন। দিয়েন বিয়েন ফু মুক্ত করার মহান যুদ্ধকে তারা 'শুভেচ্ছার প্রতিফলন নয়'[২৮] ব'লে বর্ণনা করেছিলো।

চার ॥ আলবানিয়ার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ : দীর্ঘদিন ধরেই টিটোচক্র আল-বানিয়ার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ ও সশস্ত্র উস্কানি চালাচ্ছে। ১৯৪৪, ১৯৪৮, ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালে চারটি প্রধান চক্রান্ত তারা সংঘটিত করে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮-র মধ্যে যুগোশ্লাভ-আলবানিয়া সীমান্তে তাদের সশস্ত্র হানাদারীর সংখ্যা ৪৭০ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৬০ সালে টিটোচক্র ও গ্রীক প্রতিক্রিয়াশীলরা ভূমধ্যসাগরস্থ মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের সহযোগিতায় আলবানিয়ার ওপব একটি সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার চক্রান্ত চালায়।

পাঁচ ॥ হাঙ্গেরীর প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ : ১৯৫৬-র অক্টোবরে হাঙ্গেরীর প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় অনুপ্রবেশকারী উস্কানিদাতা হিসেবে টিটোচক্র এক নির্লজ্জ ভূমিকা গ্রহণ করে। অভ্যুত্থান শুরু হবার পর টিটো বিশ্বাসঘাতক নাগীর প্রতিবিপ্লবী পদক্ষেপ-গুলিকে সমর্থন জানিয়ে একটি চিঠি প্রকাশ করে। ৩রা নভেম্বর তারিখে হাঙ্গেরীর যুগোশ্লাভ দূতাবাসে তাবা নাগীকে আশ্রয় দিতে নির্দেশ দেয়। ১১ই নভেম্বর এক

২৭ 'বর্বা' পত্রিকা/২৩.৪.৫৪

২৮ ঐ/৮.৫.৫৪

বক্তৃতায় টিটো এই প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানকে 'প্রগতিশীলদের' প্রতিরোধ হিসাবে বর্ণনা করে, এবং ঔদ্ধত্যভরে প্রশ্ন তোলে—দেখা যাক্ কে জেতে—'যুগোশ্লাভিয়ার পথ', না 'স্তালিনবাদের পথ।'

ছয় ॥ মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলী : ১৯৫৮ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা লেবানন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জর্ডন দখল করার জন্য সৈন্য পাঠায়। মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যের প্রত্যাহারের দাবীতে দুনিয়াজোড়া এক প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলী সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ অধিবেশনে যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধি কোকা পোপোভিক বলে যে, "আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেনের কার্যাবলীর নিন্দা বা সমর্থন করার ওপর জোর দেবো কিনা, সেটা কোনো প্রশ্ন নয়", এবং সে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সংগঠন রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের পক্ষে ওকালতি করে।

সাত ॥ তাইওয়ান প্রণালীর ঘটনাবলী : ১৯৫৮-র শরৎকালে চীনের গণমুক্তি বাহিনী তাইওয়ান প্রণালীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনা প্রতিরোধের জন্য এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার চিয়াং কাইশেক চক্রকে শাস্তি দেবার জন্য কুয়েময়ে গোলাবর্ষণ করলে, টিটোচক্র চীনের এই ন্যায্য সংগ্রামকে 'সমগ্র দুনিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক' [২৯] এবং 'শান্তির পক্ষে বিঘ্ন' [৩০] ব'লে কুৎসা প্রচার করে।

আট ॥ ইউ-২ বিমানের ঘটনা : ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে একটি ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান পাঠিয়ে প্যারিসের প্রস্তাবিত চতুঃশক্তি শীর্ষ সম্মেলনকে বানচাল ক'রে দেয়। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহীত সঠিক অবস্থানকে টিটোচক্র 'প্রচণ্ড ঝামেলা' সৃষ্টি করা হচ্ছে ব'লে নিন্দা করেন।

নয় ॥ জাপানী জনগণের মার্কিন বিরোধী দেশপ্রেমিক সংগ্রাম : ১৯৬০ সালের জুন মাসে জাপানের জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব এক দেশপ্রেমিক ও ন্যায্য সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু টিটোচক্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করে এই ব'লে যে, মার্কিন কর্তৃক জাপান দখল হয়ে থাকার ফলে 'জাপানের রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে।'[৩১] পরবর্তীকালে জাপানের সোস্যালিস্ট পার্টির প্রাক্তন সভাপতি ইনেজিরো আসানুমা 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জাপান ও চীনের জনগণের সাধারণ শত্রু' ব'লে বিবৃতি দেওয়ায় টিটোচক্র তার বিবৃতির নিন্দা করে এবং তার বিরুদ্ধে 'উগ্রপন্থী লাইন অনুসরণের' অভিযোগ তোলে।[৩২]

---

২৯ 'স্লোবোদনি ডম' পত্রিকা / ৪.৯.৫৮

৩০ 'স্লোভেনস্কি পোরোকেভ্যালেক' পত্রিকা / ৯.৯.৫৮

৩১ 'কমিউনিষ্ট' পত্রিকা / বেলগ্রেড, ১.৬.৬০

৩২ 'ফরেন পলিটিক্যাল বুলেটিন' / ২.২.৬২

দশ ॥ ইন্দোনেশিয়ার জনগণের সংগ্রাম : টিটোচক্র ইন্দোনেশীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা চালায়। ইন্দোনেশিয়ার 'নাসাকম' মন্ত্রিসভা—অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয় গোষ্ঠী ও কমিউনিষ্টদের জাতীয় ঐক্যের সরকার—যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, সেজন্য তারা নোংরা কাজ-কারবারে প্রবৃত্ত হয়।

এগারো ॥ কঙ্গোর ঘটনা : ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন রাষ্ট্র-সংঘের পতাকা নিয়ে কঙ্গোয় সশস্ত্র আগ্রাসন চালায়, তখন টিটোচক্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন অনুসারে কঙ্গোর জনগণের ওপর রক্তাক্ত দমন ও নিপীড়নে অংশ গ্রহণ করার জন্য বিমানবাহিনীর লোকদের পর্যন্ত পাঠিয়েছিলো।

বারো ॥ লাওস সমস্যা : ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন লাওসে তাদের অনুপ্রবেশ বাড়িয়ে তুলেছিলো, তখন টিটোচক্র এই বক্তব্য ছড়িয়েছিলো যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাওসে শান্তিরক্ষা ও নিরপেক্ষতার জন্য সত্যি সত্যি উদ্বিগ্ন।"[৩৩] ১৯৬৩-র মে মাসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন লাওসে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত করছিলো, তখন টিটোচক্র "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপরেই সব দোষ চাপিয়ে দেবার জন্য" লাওসের দেশপ্রেমিক শক্তিগুলিকেই নিন্দা করেছিলো।[৩৪]

তেরো ॥ প্রগতির জন্য মৈত্রী কর্মসূচী : ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে প্রগতির জন্য মৈত্রী কর্মসূচী সম্পাদন করতে বাধ্য করে, আসলে যেটা ছিলো লাতিন আমেরিকার জনগণকে দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলার জন্য নোতুন একটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার। লাতিন আমেরিকার জনগণ এই আগ্রাসী কর্মসূচীর প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেও, টিটোচক্র একে "লাতিন আমেরিকার প্রয়োজন অনেকখানি মেটাবে" ব'লে প্রশংসা করেছিলো [৩৫]।

চোদ্দ ॥ চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ : ১৯৫৯ সালে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীলরা চীন-ভারত সীমান্তে প্ররোচনা শুরু করার সময় থেকেই টিটোচক্র ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের চীন-বিরোধী সম্প্রসারণবাদ, আক্রমণ ও প্ররোচনাকে সমর্থন ক'রে আসছে। তারা প্রকাশ্যেই এই মিথ্যে প্রচার করে যে, "এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই এই সীমান্ত নির্দিষ্টকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছিলো এবং তা রূপ পেয়েছিলো বিখ্যাত ম্যাকমোহন লাইনের মধ্যে দিয়ে।"[৩৬] তারা সত্য ও মিথ্যের মধ্যে গুলিয়ে দেবার যথা-

---

৩৩ 'বর্বা' পত্রিকা /১৩. ১. ৬১

৩৪ 'পলিটিকা' পত্রিকা / ৫.৫.৬৩

৩৫ 'কমিউনিষ্ট' পত্রিকা / ১৭.৮.৬১

৩৬ 'ব্ল্যাড' পত্রিকা / ১২.১.৫৯

সাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো এই কুৎসা প্রচার ক'রে যে, চীন "দুরভিসন্ধি নিয়ে গায়ের জোরে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত-রেখা পাল্টে দিতে চাইছে"[৩৭] এবং ভারতের বিরুদ্ধে "আক্রমণ চালিয়েছে।"[৩৮]

পনেরো ।। কিউবার বিপ্লব ও ক্যারিবিয়ান সংকট : কিউবাকে আক্রমণ ক'রে টিটো-চক্র বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছে, যেমন—কিউবা "শুধুমাত্র বিপ্লবেই বিশ্বাস করে[৩৯] কিউবার বিপ্লব "বিপ্লবেব পথের মডেল নয়, বরং ব্যতিক্রম।"[৪০] ১৯৬২-র শরৎকালের কিউবা সংকটের সময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে সমর্থন করেছিলো এই ব'লে যে, "কিউবার বিপ্লব মার্কিন কোম্পানিগুলির প্রিয় চারণভূমিতে অনুপ্রবেশ করার পরেই কেবল ঝামেলা সৃষ্টি হয়,"[৪১] এবং "যদি বলা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশ কিউবাতে রকেট ঘাঁটি স্থাপনের ফলেই বিরক্ত হয়ে উঠেছে, তবে তার বক্তব্য বেশ বোধগম্যই হয়ে ওঠে।"[৪২]

গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে টিটোচক্র যে মরিয়া হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরোধিতা ক'রে যাচ্ছে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষতি করতে চাইছে, সমস্ত দেশের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামগুলির কুৎসা ক'রে চলেছে এবং সক্রিয়-ভাবে সাম্রাজ্যবাদের, বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেব সেবা ক'রে যাচ্ছে—উপরোক্ত তথ্যগুলিই সে কথা তুলে ধরছে।

ক্রুশ্চভ বারবার বলেছেন যে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্বের সঙ্গে টিটোচক্রের 'মতৈক্য' ও 'চিন্তার অভিন্নতা' রয়েছে।[৪৩] বেশ তো, আমরা তাহলে জানতে চাই, আপনাদের কার্যকলাপের সঙ্গে টিটোচক্রের প্রতিবিপ্লবী অপরাধ-গুলির মতৈক্য বা চিন্তার অভিন্নতা আছে কিনা। সৎসাহস থাকলে দয়া ক'রে উত্তর দিন।

সর্বহারা একনায়কত্ব থেকে বুর্জোয়া একনায়কত্বে অধঃপতন

চূড়ান্ত বিচারে, যুগোস্লাভিয়ার শহর ও গ্রামাঞ্চলে যে পুঁজিবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সমগ্র জনগণের অর্থনীতি যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অধঃপতিত হয়েছে

৩৭ 'বোর্বা' / ২৬.১২.৬০

৩৮ 'পলিটিকা' । ৩.৯.৫৯

৩৯ 'রেবেলিয়ন অফ কিউবা', বেলগ্রেড / নভেম্বর, ১৯৬২

৪০ 'পলিটিকা' / ১. ১. ৬৩

৪১ 'কমিউনিষ্ট' / ১২. ৯. ৬২

৪২ 'পলিটিকা' / নভেম্বর ১, ৩, ৬২

৪৩ ক্রুশ্চভ : যুগোস্লাভিয়ার সিপ্লট শহরের জনসভায় ভাষণ / ২৪. ৮. ৬৩

এবং যুগোশ্লাভিয়া যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্ভরশীল দেশে পরিণত হয়েছে, এ'সবেরই কারণ হচ্ছে যুগোশ্লাভিয়ায় পার্টি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধঃপতন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান ও ইতালীর ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি ও জনগণ যুগোশ্লাভিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের ও তার তাঁবেদারদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলো এবং সর্বহারা একনায়কত্বের অধীনে জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলো।

তার কিছুদিনের মধ্যেই যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বকারী অংশ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সংশোধনবাদের পথ ধরেছিলো এবং ধীরে ধীরে যুগোশ্লাভিয়ার পার্টি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধঃপতন ঘটিয়েছিলো।

যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির গৌরবময় এক ঐতিহ্য ছিলো বিপ্লবী সংগ্রামের। টিটোচক্রের বিশ্বাসঘাতকতা প্রথমদিকে পার্টির মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিরোধ জাগিয়ে তুলেছিলো। এই প্রতিরোধ দমন করার জন্য টিটোচক্র তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি অনুগত বিপুল সংখ্যক কমিউনিষ্টকে পার্টি থেকে বহিষ্কার বা বিচ্ছিন্ন করেছিলো। শুধুমাত্র ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২-র মধ্যেই, দু'লক্ষেরও বেশি পার্টি সদস্যকে—অর্থাৎ পার্টির অর্ধেক সদস্যকেই—বহিষ্কার করা হয়েছিলো। তথাকথিত কমিনফর্ম-অনুগতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তারা বিপুল সংখ্যক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, বিপ্লবী কর্মী ও জনগণকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করেছিলো, শুধু বন্দী কমিউনিষ্ট ও সক্রিয় বিপ্লবীদের সংখ্যাই ত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছিলো। একই সময়ে টিটোচক্র দরজা খুলে দিয়েছিলো প্রতিবিপ্লবী, বুর্জোয়া উপাদান, এবং সদস্যপদের মাধ্যমে ক্ষমতা ও সম্পদ দখলে অভিলাষী বিভিন্ন ধরনের সমাজ-বিরোধী ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকামীদের সামনে। ১৯৫২-র নভেম্বরে টিটোচক্র "পার্টির নামকরণ খুব সঙ্গতিপূর্ণ নয়"—এই ঘোষণা ক'রে পার্টির নাম যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে পাল্টে যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট লীগ করেছিলো। যুগোশ্লাভিয়ার সমস্ত সৎ কমিউনিষ্টদের ইচ্ছের বিরোধিতা ক'রে তারা সর্বহারা অগ্রবাহিনী হিসেবে পার্টির চরিত্র নস্যাৎ ক'রে দিয়ে একে তাদের একনায়কতান্ত্রিক শাসন বজায় রাখার হাতিয়ারে পরিণত করেছিলো।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে কমিউনিষ্ট রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বের অধীনে। কিন্তু একটি কমিউনিষ্ট পার্টি একটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক পার্টিতে অধঃপতিত হলে, রাষ্ট্রক্ষমতাও অনিবার্যভাবেই সর্বহারা একনায়কত্ব থেকে বুর্জোয়া একনায়কত্বে অধঃপতিত হয়। যুগোশ্লাভিয়ার সর্বহারা একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রক্ষমতা ছিলো যুগোশ্লাভ জনগণের সুদীর্ঘ বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ফলশ্রুতি। কিন্তু টিটোচক্র দলত্যাগী হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার রাষ্ট্রক্ষমতার চরিত্রও পাল্টে গেছে।

টিটোচক্র ঘোষণা করেছে, "সর্বহারা বিপ্লবী একনায়কত্বের পন্থা, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ক্রমশঃ বেশি বেশি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।"[৪৪] কিন্তু তাহলে, যুগোশ্লাভিয়ায় কি আর একনায়কত্ব নেই? আছে, অবশ্যই আছে। সেখানে সর্বহারা একনায়কত্ব আর নেই বটে, কিন্তু আছে বুর্জোয়া একনায়কত্ব, নির্মম ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব। টিটোচক্র অনেক ফ্যাসিস্ট জেল ও কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরী করেছে, যেখানে সমস্ত ধরনের অমানবিক শাস্তি দিয়ে অত্যাচার চালিয়ে হাজার হাজার বিপ্লবীদের হত্যা করা হয়েছে। একই সময়ে, টিটোচক্র ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধের সময়কার বিপুল সংখ্যক প্রতিবিপ্লবী ও বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা প্রদর্শন করেছে। ১৯৫১-র ৭ই জানুয়ারী ইউনাইটেড প্রেস-এর একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে টিটো স্বীকার করেছিলো যে, যুগোশ্লাভিয়ায় ১১ হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে মার্জনা ক'রে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬২-র ১৩ই মার্চ আরো দেড়লক্ষ প্রবাসী প্রতিবিপ্লবীকে মার্জনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ জনগণের এসব শত্রুর ওপরকার একনায়কত্ব বিলুপ্ত ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং তারা 'গণতন্ত্র' পেয়েছে। যতো ভালো ভালো বুলিই টিটো আওড়াক না কেন, তাদের গণতন্ত্র হচ্ছে স্বল্পসংখ্যক পুরোনো ও নোতুন বুর্জোয়া উপাদানদের গণতন্ত্র—আর ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের জন্য পুরোপুরি একনায়কত্ব। স্বল্পসংখ্যক শোষকদের দমন করার জন্য গঠিত বিপ্লবী রাষ্ট্রযন্ত্রকে টিটোচক্র সর্বহারা ও ব্যাপক জনগণকে দমন করার রাষ্ট্রযন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে।

সশস্ত্র উপায়ে আগেকার রাষ্ট্রযন্ত্রের উৎখাত ক'রে এবং নোতুন এক রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ক'রে যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতার অধঃপতন ঘটেনি, তা ঘটেছে 'শান্তিপূর্ণ বিবর্তন'-এর মধ্যে দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে একই লোকেরাই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বটে, কিন্তু মর্মবস্তুর বিচারে তারা আর শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে না, বরং প্রতিনিধিত্ব করছে সাম্রাজ্যবাদের এবং যুগোশ্লাভিয়ার পুরোনো ও নোতুন বুর্জোয়া উপাদানগুলির।

রাষ্ট্রক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে টিটোচক্র যুগোশ্লাভ শ্রমজীবী জনগণকে চরম শোষণ ক'রে চলেছে এবং জন্ম দিয়েছে নোতুন এক আমলাতান্ত্রিক-বুর্জোয়া শ্রেণীর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীলতার ফলে এই শ্রেণী চরিত্রগতভাবে প্রচণ্ড মুৎসুদ্দি, এবং ফলতঃ এটি একটি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীও বটে। টিটোচক্র কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্ব।

৪৪ এডভার্ড কার্দেজ : 'বোর্বা' পত্রিকা/২৯. ১. ৬২

উপরোক্ত তথ্যগুলি বিভিন্ন দিক দিয়ে এ'কথা স্পষ্ট ক'রে দিচ্ছে যে, টিটোচক্র কর্তৃক অনুসৃত নীতি হচ্ছে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ও বিকাশের নীতি অর্থাৎ যুগোশ্লাভিয়াকে একটি আধা উপনিবেশ বা নির্ভরশীল দেশে পরিণত কবার নীতি। যুগোশ্লাভিয়ায় রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধঃপতনের ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং একটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নোতুন ধরনের একটি পুঁজিবাদী অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে ক্রমশঃ যে নোতুন আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার জন্ম হয়েছে, তারা তাদের শাসকের অবস্থানকে জোরদার করবার জন্য দাবী কবেছে বুর্জোয়া একনায়কত্বের তীব্রতাবৃদ্ধি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক রাজ-নৈতিক ব্যবস্থা।

এই প্রক্রিয়াতেই ধাপে ধাপে যুগোশ্লাভিয়ায় পার্টি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধঃপতন সমগ্র সামা-জিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব ক'রে তুলেছে। এই অধঃপতনের প্রক্রিয়া চলছে পনেরো বছব ধবে। এটাই হচ্ছে কীভাবে একটি সমাজ-তান্ত্রিক বাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ বিবর্তনেব মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়, তাব রেকর্ড।

যুগোশ্লাভিয়ায় টিটোচক্র তাদেব শাসন বজায় রেখেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রযন্ত্র, শ্রমিক-অভিজাততন্ত্র এবং গ্রামাঞ্চলের ধনী কৃষকদের ওপর নির্ভর ক'বে। একই সময়ে, তারা তাদেব প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র এবং জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্য বিভিন্ন ধূর্ত পন্থা অবলম্বন করছে। কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলি জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের পুঁজিবাদী দেশে অধঃপতন এবং একটি স্বাধীন দেশের আধা উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যবাদের নির্ভরশীল দেশে অধঃপতন যুগোশ্লাভ জনগণের মৌলিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, এবং যুগোশ্লাভিয়ার সমস্ত সৎ কমিউনিষ্ট ও ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তার বিরোধিতা না ক'রে পারছেন না।

তাদের বর্তমান বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে যুগোশ্লাভিয়াব জনগণ ও কমিউনিষ্টদের আমরা সহানুভূতি জানাচ্ছি। সাময়িকভাবে টিটোচক্র জনগণের ওপর ডাণ্ডা ঘোরাতে পারলেও, আমরা দৃঢ় নিশ্চিত যে, যতো অত্যাচার বা যতো ছল-চাতুরিই কোনো শাসকচক্র করুক না কেন, জনগণের বিরুদ্ধে গেলে তাদের পরিণতি কখনো ভালো হতে পারে না। টিটোচক্রও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। প্রতারিত জনগণ ধীরে ধীরে একদিন জেগে উঠতে বাধ্য। মহান ঐতিহ্যসম্পন্ন যুগোশ্লাভ জনগণ ও কমিউনিষ্টরা চিরকাল টিটোচক্রেব পদানত থাকবেন না। যুগোশ্লাভ জনগণের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

যুগোশ্লাভিয়ার প্রশ্নে সি. পি. সি'র নীতিনিষ্ঠ অবস্থান

সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠিতে দাবী করা হয়েছে যে, এক সময় "যুগোশ্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরিত্র সম্পর্কে সি পি. সি. নেতৃত্বের সন্দেহ না থাকলেও," বর্তমানে চীনের নেতারা "যুগোশ্লাভিয়ার প্রশ্নে তাদের অবস্থান দারুণ পাল্টে ফেলেছেন।"

হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, যুগোশ্লাভিয়া এক সময় একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ ছিলো। কিছু সময়ের জন্য তারা সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসরও হয়েছিলো। কিন্তু তার পরেই, টিটো-চক্রের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যুগোশ্লাভ সামাজিক ব্যবস্থা ধাপে ধাপে অধঃপতিত হতে শুরু করে।

১৯৫৪ সালে ক্রুশ্চভ যখন যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবার প্রস্তাব তুলে-ছিলেন, তখন আমরা যুগোশ্লাভিয়াকে ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গণ্য করতে রাজী হয়েছিলাম তাকে সমাজতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে আনার এবং টিটোচক্র কীভাবে এগোয় তা দেখবার উদ্দেশ্যে। তখনও কিন্তু আমাদের টিটোচক্র সম্পর্কে বিশেষ প্রত্যাশা ছিলো না। ১৯৫৪ সালের ১০ই জুন তারিখে সি. পি. এস. ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা চিঠিতে সি. পি. সি'র কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছিলো, একথা মনে রাখা দরকার যে, যুগোশ্লাভ নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দহরম মহরম করবার পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তারা তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসবার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে সমাজতন্ত্রের পথে ফিরে আসতেই অস্বীকার করতে পারে, "কিন্তু সেরকম ঘটলেও সেটা শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শিবিরের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিকর হবে না, বরং তার বিপরীতে যুগোশ্লাভিয়ার ও দুনিয়ার জনগণের সামনে যুগোশ্লাভ নেতৃবৃন্দের ভাঁওতাবাজীই তাতে খুলে যাবে।"

দুঃখের বিষয়, আমাদের সেই কথাগুলি বড্ডো বেশি সঠিক ব'লে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বাস্তবতঃই টিটোচক্র আমাদের সবার প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে সংশোধনবাদের পথে আরো বেশি বেশি এগিয়ে গেছে।

১৯৫৭-র ঘোষণাতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করার পর ১৯৫৮ সালে টিটোচক্র তাদের সর্বাত্মক সংশোধনবাদী কর্মসূচী হাজির করে, এবং সমস্ত কমিউনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি কর্তৃক সাধারণ কর্মসূচী হিসেবে স্বীকৃত ১৯৫৭-র ঘোষণার বিরুদ্ধে এই আধুনিক সংশো-ধনবাদী কর্মসূচীকে খাড়া করে। যুগোশ্লাভিয়ায় পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে ধাপে ধাপে এবং আন্তর্জাতিকভাবে টিটোচক্র আরও বেশি বেশি উৎসাহের সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি প্রতিবিপ্লবী বিশেষ বাহিনী হিসেবে কাজ ক'রে চলেছে।

এমতাবস্থায় কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই টিটোচক্রের প্রতি একটি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি বা দেশের প্রতি গৃহীত অবস্থান অনুসরণ করতে পারে না, তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার কোনো প্রশ্নও উঠতে পারেনা, বরং এই দলত্যাগী চক্রের স্বরূপ সর্বাত্মকভাবে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেবার এবং তাদের দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করার দৃষ্টিভঙ্গিই হবে সঠিক। ১৯৬০-এর বিবৃতি এ'ব্যাপারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছে। সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি সুপরিকল্পিতভাবে ১৯৫৭-র নভেম্বরে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সভার পরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি, এবং ১৯৬০-এব ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি এড়িয়ে গেছে, এবং ১৯৫৭-র ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'পিপলস্ ডেইলি' পত্রিকায় প্রকাশিত যুগোস্লাভিয়া সম্পর্কে একটি সম্পাদকীয় থেকে একটি বাক্য উদ্ধৃত ক'রে সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্বের ভুল অবস্থানের পক্ষে ওকালতি করেছে। কিন্তু সেটা নিতান্তই নিষ্ফল হবে।

বাস্তব তথ্যই প্রমাণ ক'বে দিচ্ছে যে, টিটোচক্র সম্পর্কে আমাদের অবস্থান বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি নীতিনিষ্ঠ অবস্থান, এবং ১৯৬০ সালে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সম্মেলনের সাধারণ অভিমতের সঙ্গেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর অন্যদিকে, সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্ব হাজারো উপায়ে টিটোচক্র সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত পাল্টে দেবার চেষ্টা করেছে, এবং এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, ১৯৬০-এব বিবৃতিতে গৃহীত অবস্থান পরিত্যাগ এবং যুগোস্লাভিয়া ও সমগ্র দুনিয়ার জনগণকে প্রতারণা ক'রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের প্রতি তাদের সহযোগিতার কথাই প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে।

টিটো কি 'তার ভুলগুলি' শুধরে নিয়েছে? না, ক্রুশ্চভ টিটোকে তার শিক্ষক হিসেবে মেনে নিয়েছে?

ক্রুশ্চভ বলছেন, যুগোস্লাভ নেতৃবৃন্দ নাকি ভুল ব'লে বিবেচিত প্রায় সব কিছুই শুধরে নিয়েছে। কিন্তু টিটোপন্থীরা কোনো ভুল করেছে ব'লেই স্বীকার করে না, কাজেই সেগুলি শুধরে নেবার প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না। তারা বলছে, কোনো ভুল শুধরে নেবার 'প্রয়োজনই তাদের নেই',[৪৫] কেননা 'সেটা নিতান্তই সময়ের অপচয় মাত্র হবে'[৪৬] এবং তাদের কাছে সেটা প্রত্যাশা করাটাই হবে 'আজগুবি ও হাস্যকর'[৪৭]।

তথ্যের দিকে তাকানো যাক। টিটোপন্থীরা কি তাদের সংশোধনবাদী কর্মসূচী পাল্টে

৪৫ টিটো: বেলগ্রেড রেল-ষ্টেশনে ভাষণ / ২০. ১২. ৬২

৪৬ ঐ এল. সি. ওয়াই-র সপ্তম কংগ্রেসে ভাষণ/এপ্রিল, ১৯৫৮

৪৭ ঐ বেলগ্রেড রেল-ষ্টেশনে ভাষণ/২০. ১২. ৬২

নিয়েছে ? না, অবশ্যই না। তারা কি ১৯৫৭-র ঘোষণা ও ১৯৬০-এর বিবৃতি মেনে নিয়েছে ? না, অবশ্যই না। তারা কি তাদের সংশোধনবাদী আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পাল্টেছে ? একই উত্তর—না।

যুগোশ্লাভ যুক্তরাষ্ট্রীয় গণপরিষদে ১৯৬৩-র এপ্রিল মাসে গৃহীত নোতুন সংবিধান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা তাদের সংশোধনবাদী অবস্থানের সামান্যতম পরিবর্তনও ঘটায়নি। এই সংবিধানটি হচ্ছে টিটোচক্রের সর্বাত্মক সংশোধনবাদী কর্মসূচীর আইনানুগ মূর্ত প্রকাশ। এডভার্ড কার্দেজ খসড়া সংবিধান সম্পর্কিত তার রিপোর্টে স্বীকার করেছে যে, এই সংবিধানটি হচ্ছে এল. সি. ওয়াই'র কর্মসূচীর ধারণাগুলির 'আইনানুগ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক মূর্ত প্রকাশ'।

ক্রুশ্চভ যে টিটোচক্রের সঙ্গে উষ্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করছেন, তার কারণ এই নয় যে, তারা তাদের ভুলগুলি শুধরে নিয়েছে, বরং তা হচ্ছে ঐ কারণে যে তিনি নিজেই টিটোর পদাংক অনুসরণ করছেন।

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবেচনা করুন :

এক ॥ টিটো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক বিরোধিতার জন্য স্তালিনের বিরোধিতা করছে। ক্রুশ্চভ একই উদ্দেশ্যে স্তালিনকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করছেন।

দুই ॥ টিটো ও ক্রুশ্চভ দু'জনেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক তত্ত্বগুলি প্রত্যাখ্যান করছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দৃঢ়ভাবে অবিচল চীনা ও অন্যান্য কমিউনিষ্টদের দু'জনেই মতান্ধ ব'লে কুৎসা করছে, এবং দু'জনেই তাদের দ্বারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংশোধনকে 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল বিকাশ' বলে বিজ্ঞাপিত করছে।

তিন ॥ টিটো ও ক্রুশ্চভ দু'জনেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পাণ্ডাদের প্রশংসায় মুখর। টিটো বলছে : আইজেনহাওয়ার "হচ্ছেন এমন একজন মানুষ যিনি ক্রমাগতভাবে শান্তিরক্ষা করছেন।[৪৮] কেনেডির প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির ক্ষেত্রে এবং জটিল বিশ্ব-সমস্যাগুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসার ব্যাপারে সহায়ক হবে।"[৪৯] আর ক্রুশ্চভ বলছেন, আইজেনহাওয়ার "শান্তির জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন,"[৫০] "কেনেডি শান্তিরক্ষার ব্যাপারে আন্তরিকতার পরিচয় দিচ্ছেন।"[৫১]

চার ॥ টিটো ও ক্রুশ্চভ দু'জনেই দুনিয়ার জনগণকে ভয় দেখিয়ে বিপ্লবী যুদ্ধ বর্জন

---

৪৮ টিটো : 'নিউইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার / ২৮. ২.৫৮

৪৯ টিটো কেনেডিকে প্রেরিত অভিনন্দনবার্তা /'বোর্বা' পত্রিকা / ২১. ১. ৬১

৫০ ক্রুশ্চভ সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতে ভাষণ/মে, ১৯৬০

৫১ ক্রুশ্চভ কেনেডিকে লেখা চিঠি / ২৭. ১০.৬২

করাবার উদ্দেশ্যে পারমাণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা বাড়িয়ে দেখাচ্ছে। টিটো বলছে, একবার পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে গেলেই, "মানব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।"[৫২] ক্রুশ্চভও একইভাবে বলছে, একবাব পাবমাণবিক যুদ্ধ বেধে গেলে "আমরা আমাদের নোয়া'র নৌকো—পৃথিবীটাকেই—ধ্বংস ক'রে ফেলবো।"[৫৩]

পাঁচ ॥ টিটো ও ক্রুশ্চভ দু'জনেই এই প্রচার করছে যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরাজ করা সত্বেও, অস্ত্রহীন, সৈন্যহীন ও যুদ্ধহীন এক দুনিয়া গড়ে তোলা সম্ভব।

ছয় ॥ টিটোচক্র ঘোষণা করেছে যে, 'সক্রিয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই' হচ্ছে যুগোশ্লাভ পর-রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি।[৫৪] আর ক্রুশ্চভ ঘোষণা কবেছেন যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ লাইন।'[৫৫]

সাত ॥ টিটো ও ক্রুশ্চভ দু'জনেই ঘোষণা কবছে যে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে শান্তি-পূর্ণ উত্তরণেব সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। টিটোচক্র বলছে, "মানবসমাজ বিভিন্ন পন্থায় সমাজতন্ত্রের যুগের এক সুদীর্ঘ পথে প্রবেশ করেছে।"[৫৬] ক্রুশ্চভ বলছেন, 'পার্লামেণ্টারি পথ' অক্টোবর বিপ্লবের পথের স্থান ক'বে নিতে সক্ষম।

আট ॥ টিটো 'শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা'ব মাধ্যমে দুনিয়াব 'রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমন্বয়ে'র পথে এগোনোর পক্ষে ওকালতি করছে।[৫৭] ক্রুশ্চভও 'শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা'র মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 'সর্বাত্মক সহযোগিতার' পক্ষে ওকালতি করছেন।

নয় ॥ টিটোচক্র সব রকমভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি-যুদ্ধের ক্ষতি করছে। "যে কোনো সামান্য 'স্থানীয় যুদ্ধই' একটি বিশ্ব-যুদ্ধের দাবানল সৃষ্টি করতে পারে"[৫৮]—এই অজুহাতে ক্রুশ্চভও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করছেন।

দশ ॥ টিটোচক্র সর্বহারা একনায়কত্বকে বরবাদ করেছে। 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের' স্লোগান তুলে ক্রুশ্চভও সর্বহারা একনায়কত্বকে বরবাদ করছে।

৫২ টিটো : যুগোশ্লাভ গণ-পরিষদে প্রদত্ত রিপোর্ট / ১৯. ৪. ৫৮
৫৩ ক্রুশ্চভ : অষ্ট্রিয়া-সোভিয়েত সমিতির সভায় ভাষণ/২. ৭. ৬০
৫৪ কোকা পোপোভিক : পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত রিপোর্ট/'বোর্বা' পত্রিকা : ২৭. ২. ৫৭
৫৫ ক্রুশ্চভ : সি. পি. এস. ইউ'র বিশতম কংগ্রেসের রিপোর্ট / ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬
৫৬ যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট লীগের কর্মসূচী
৫৭ টিটো : 'বোর্বা' পত্রিকা / ১২. ৪. ৬২
৫৮ ক্রুশ্চভ : ভিয়েনার সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতি/৮.৭.৬০

এগারো ।। টিটোচক্র শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে কমিউনিষ্ট পার্টি'র ভূমিকাকে অস্বীকার করছে। ক্রুশ্চভও বলছেন, সি. পি. এস. ইউ. সমগ্র জনগণের পার্টিতে পরিণত হয়েছে।

বারো ।। টিটোচক্র 'জোটহীনতা'-র সাইনবোর্ড তুলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধিতা করছে। ক্রুশ্চভও বলছেন, 'জোট ইত্যাদি সাময়িক ব্যাপার।' তারা দু'জনেই সমাজতান্ত্রিক শিবির ধ্বংস ক'রে দিতে চাইছে।

এ'সব তথ্য থেকে এ' সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হতে হবে যে, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্রুশ্চভ টিটোকে তার শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করছে এবং টিটোর পিছুপিছু সংশোধনবাদের পথে অধঃপতিত হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের, সোভিয়েত জনগণের এবং সমগ্র দুনিয়ার জনগণের স্বার্থের সম্পূর্ণ হানি ক'রে ক্রুশ্চভ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে পরিত্যাগ করেছে, ১৯৬০-এর বিবৃতিকে ছুঁড়ে ফেলেছে এবং দলত্যাগী টিটোচক্রের সঙ্গে মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছে। মহান সোভিয়েত জনগণ, সি. পি. এস. ইউ'র সদস্যদের ও কর্মীদের সর্বস্তরের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ—যাদের রয়েছে গৌরবময় বিপ্লবী ঐতিহ্য—কিছুতেই এটা সহ্য করবেন না।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি অবিচল ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির বিরোধিতা ক'রে টিটোচক্রের সঙ্গে ক্রুশ্চভের মিলন মহান সোভিয়েত জনগণ ও সি. পি. এস. ইউ'র সদস্যরা কখনোই সমর্থন করবেন না।

সমাজতান্ত্রিক চীন, আলবানিয়া ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের বিরোধিতা ক'রে এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে টিটোচক্রের সঙ্গে ক্রুশ্চভের মিলন ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা মহান সোভিয়েত জনগণ ও সি. পি. এস. ইউ'র সদস্যরা কখনোই সমর্থন করবেন না।

দুনিয়ার জনগণের ও বিপ্লবের বিরোধিতা ক'রে টিটোচক্রের সঙ্গে ক্রুশ্চভের মিলন এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে সহযোগিতা মহান সোভিয়েত জনগণ ও সি. পি. এস. ইউ'র সদস্যরা কখনোই সমর্থন করবেন না।

যুগোশ্লাভ সংশোধনবাদীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পার্টি ও রাষ্ট্রের চরিত্র পাল্টে দেবার জন্য এবং পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করবার জন্য ক্রুশ্চভের প্রচেষ্টা মহান সোভিয়েত জনগণ ও সি. পি. এস. ইউ'র সদস্যরা কখনোই সমর্থন করবেন না।

দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ক্রুশ্চভ ডেকে এনেছে কালো মেঘের ঘনঘটা। কিন্তু সি. পি. এস. ইউ. ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে এটি একটি সাময়িক বিরতি মাত্র। দীর্ঘদিন ধরে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত জনগণ শেষ

পর্যন্ত একদিন উঠে দাঁড়াবেনই। ইতিহাস প্রমাণ ক'রে দিয়েছে এবং এখনও প্রমাণ করবে যে, যে-ই সোভিয়েত জনগণের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করবে, তারই অবস্থা হবে নীতিকথাব সেই গঙ্গাফড়িঙের মতো, যে একটা রথকে থামাতে চেয়েছিলো—কখনোই তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে না।

সংক্ষিপ্ত উপসংহার

যুগোশ্লাভিয়ায় পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সামনে একটি নোতুন ঐতিহাসিক শিক্ষা তুলে ধবেছে।

এই শিক্ষাটি হচ্ছে এই যে, শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করাব পবেও বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম চলতে থাকে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রেব দুই পথের মধ্যে বিজয়ের জন্য সংগ্রাম চলতে থাকে এবং পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার আশংকা থেকেই যায়। যুগোশ্লাভিয়া হচ্ছে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠাব একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

এ থেকে ধরা পডছে যে, শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের আগেই একটি শ্রমিক-শ্রেণীব পার্টির পক্ষে শ্রমিক-অভিজাততন্ত্রের কব্জায় এসে যাওয়া, একটি বুর্জোয়া পার্টিতে অধঃপতিত হওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদেব তাঁবেদারে পবিণত হওয়া সম্ভব নয়, এমনকি ক্ষমতা দখলের পরেও তার পক্ষে নয়া বুর্জোয়া উপাদানগুলির কব্জায় এসে যাওয়া, বুর্জোয়া পার্টিতে অধঃপতিত হওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারে পরিণত হওয়া সম্ভব। যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্ট লীগ এরকম অধঃপতনের দৃষ্টান্ত তুলে ধবছে।

এ থেকে ধরা পড়ছে যে, শুধুমাত্র প্রতিবিপ্লবী সামরিক অভ্যুত্থান বা সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের মাধ্যমেই নয়, এমনকি দেশের নেতৃত্বকারী অংশের অধঃপতনের মাধ্যমেও কোনো দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দুর্গ দখলের সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ভেতর থেকে দখল করা। যুগোশ্লাভিয়া এ'ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করছে।

এ থেকে ধরা পড়ছে যে, সংশোধনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই ফলশ্রুতি। শ্রমিক-অভিজাততন্ত্রকে কিনে নেবার এবং লালন-পালন করার সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই ফলশ্রুতিতে পুরোনো ধরনের সংশোধনবাদের উদ্ভব হয়েছিলো। একইভাবে উদ্ভব ঘটেছে আধুনিক সংশোধনবাদের। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদ আজ তার কাজ-কারবারের পরিধি বিস্তৃততর ক'রে তুলেছে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নেতৃত্বকারী অংশগুলিকে তারা কিনে নিচ্ছে এবং তাদের মাধ্যমেই চালাচ্ছে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত 'শান্তিপূর্ণ বিবর্তন'-এর নীতি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যুগোশ্লাভিয়াকে গণ্য করছে দলের চাঁই হিসেবে, কেননা এ' ব্যাপারে তারাই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

যুগোশ্লাভিয়ায় পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের আরও স্পষ্টভাবে দেখতে সাহায্য করবে এবং আধুনিক সংশোধনবাদকে প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তা ও জরুরীত্ব সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধিতে পৌঁছোতে জনগণকে সমর্থ ক'রে তুলবে।

যতোদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত এ'কথা বলার কোনো ভিত্তি নেই যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশংকা দূর হয়ে গেছে।

সি. পি. এস. ইউ. নেতৃত্ব দাবী করছেন যে, তারা ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশংকা দূর ক'রে ফেলেছেন এবং কমিউনিজম গড়ে তুলছেন। এ'কথা সত্যি হলে নিশ্চয়ই সেটা খুব আনন্দের কথা হতো। কিন্তু বাস্তবতঃ আমরা দেখছি যে, তারা প্রতি পদে যুগোশ্লাভিয়ার অনুকরণ করছেন এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক পথ গ্রহণ করেছেন। এ'ঘটনা আমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যথিত ক'রে তুলেছে।

মহান সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মহান সি. পি. এস. ইউ'র প্রতি আমাদের উষ্ণ ভালোবাসার কারণে সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দের কাছে আমরা আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি: কমরেডগণ ও বন্ধুগণ! যুগোশ্লাভিয়ার পথ অনুসরণ করবেন না। এক্ষুনি ফিরে আসুন। নাহলে বড়ো বেশি দেরি হয়ে যাবে!

নয়া উপনিবেশবাদের ফেরিওয়ালা

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি প্রসঙ্গে মন্তব্য

'পিপলস্ ডেইলি' ও 'রেড ফ্ল্যাগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ

অক্টোবর ২২, ১৯৬৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিরাট এক বিপ্লবী ঝড় এশিয়া, আফ্রিকা, এবং ল্যাটিন আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। এশিয়া আর আফ্রিকার পঞ্চাশটিরও বেশী দেশে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছে। চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া এবং কিউবা সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার চেহারাটাই গেছে প্রচণ্ড ভাবে পাল্টে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের সেবাদাসদের দমন পীড়নের ফলে উপনিবেশ আর আধা-উপনিবেশসমূহের বিপ্লব দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের পরিস্থিতি একেবারে আলাদা। সাম্রাজ্যবাদীদের আজ আর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দাবানলকে নিভিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। তাদের এতদিনকার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙে পড়েছে। তাদের পশ্চাৎভূমিই পরিণত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের জ্বলন্ত রণাঙ্গনে। কয়েকটি ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদী রাজত্ব ইতিমধ্যেই উৎখাত হয়ে গেছে, আর অন্যান্য অনেক দেশে তা আঘাতে আঘাতে টলটলায়মান হয়ে পড়েছে। এর ফলে অনিবার্যভাবেই নিজেদের দেশেও সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়েছে, তার ভিত্তি টলে গিয়েছে।

এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে গণ-বিপ্লবের বিজয় অর্জন, এবং সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুদয়ে আমাদের কালের, আমাদের যুগের বিজয় সঙ্গীত মন্দ্রিত হচ্ছে।

এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকায় গণ-বিপ্লবের এই ঝঞ্ঝামুখর পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক শক্তিকে নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণ করতে হচ্ছে। এই প্রচণ্ড বিপ্লবী ঝড়ের মুখে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদীরা ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপছে আর সারা দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণ পুলকিত হচ্ছেন। সাম্রাজ্যবাদী আর উপনিবেশ-বাদীরা বলছে, "ওঃ। কী ভয়ানক!" আর বিপ্লবী জনগণ বলছেন, "চমৎকার! চমৎকার!" সাম্রাজ্যবাদী আর উপনিবেশবাদীরা বলছে "এটা বিদ্রোহ! এটা নিষিদ্ধ!" বিপ্লবী জনগণ বলছেন "এ হচ্ছে বিপ্লব। এ হচ্ছে জনগণের অধিকার, ইতিহাসের অমোঘ বিধান!"

আমাদের সমকালীন রাজনীতির এই প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে কে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছে, সেটাই হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং আধুনিক সংশোধনবাদীদের মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য-রেখা। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা দৃঢ়ভাবে নিপীড়িত জাতিসমূহের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন এবং সক্রিয়ভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করছেন। আধুনিক সংশোধনবাদীরা কিন্তু কার্যত সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ নিচ্ছে এবং সর্বতোভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা করছে।

সি. পি. এস. ইউ'র নেতাবা এখনো মুখে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থনের কথা পুরোপুরি পরিত্যাগ কবেননি, এমনকি কখনো কখনো, নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা এমন কিছু কিছু কাজও করছেন, যা থেকে মনে হচ্ছে, তাঁবা বুঝি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থক। কিন্তু মর্মবস্তুব গভীবে প্রবেশ ক'বে তাঁদেব গত কয়েক বছরের বক্তব্য ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতঃ ধবা পড়বে যে, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তিসংগ্রামেব প্রতি তাদেব দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে নিষ্ক্রিয়, অবজ্ঞাসূচক বা নেতিবাচক—তারা এখন নয়। উপনিবেশবাদেব ফেবিওয়ালাব ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

সি. পি. এস. ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটিব ১৪ই জুলাইয়েব খোলা চিঠিতে এবং আবো কয়েকটি প্রবন্ধ ও বিবৃতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমবেডবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁদের ভ্রান্ত মতামতগুলিকে সমর্থনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কবেছেন এবং সি. পি. সি-র বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছেন। কিন্তু তাব একমাত্র ফলশ্রুতি হচ্ছে এই যে এব মধ্য দিয়ে সোভিয়েত নেতাদেব মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিবোধী এবং বিপ্লব-বিবোধী দৃষ্টিভঙ্গিই আরো স্পষ্ট ভাবে ধবা পড়েছে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে সি. পি. এস. ইউ'ব নেতাদেব তত্ত্ব ও অনুশীলন কীরকম, এবার সেটা দেখা যাক।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মনীতি পরিহার

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেবিকাব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ইতিমধ্যেই এমন কয়েকটি বিজয় অর্জন কবেছে, যাব ঐতিহাসিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেউই এ ঘটনা অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু কেউ কি একথা বলতে পারেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদেব বিরুদ্ধে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাব জনগণের সংগ্রাম চালিয়ে যাবার প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছে ?

আমাদের উত্তব হচ্ছে—না, শেষ হয়ে যায়নি, এখনো সংগ্রামী দায়িত্ব অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কিন্তু সি. পি. এস. ইউ'ব নেতারা প্রায়ই এই বক্তব্য প্রচাব ক'বে থাকেন যে, উপনিবেশবাদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। তাঁবা বলে থাকেন, "পাঁচ কোটি মানুষ এখনো ঔপনিবেশিক জোয়ালেব নীচে পিষ্ট হচ্ছে,"।[১] উপনিবেশবাদের জের টি'কে আছে

১ তৃতীয় আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধির ভাষণ/ ৫. ২. ৬৩

আফ্রিকার পর্তুগীজ অ্যাঙ্গোলায় এবং মোজাম্বিকে, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান তার 'অন্তিম পর্যায়ে' প্রবেশ করেছে।[২]

কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটি কীরকম ?

প্রথমে এশিয়া এবং আফ্রিকার পরিস্থিতি দেখা যাক। সেখানে অনেকগুলি দেশ তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক দেশই এখনো পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ও দাসত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারেনি, এখনো পর্যন্ত তারা সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও আক্রমণের লক্ষ্য থেকে গিয়েছে, এখনো তারা থেকে গিয়েছে পুরোনো ও নয়া উপনিবেশবাদীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্র হিসেবে।

কতকগুলিতে আবার পুরোনো উপনিবেশবাদীরা রং পাল্‌টে নয়া উপনিবেশবাদীতে পরিণত হয়েছে এবং বশংবদ এজেন্টদের মাধ্যমে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখছে। অন্য অনেক দেশে, নেকড়েটা সামনের দরজা দিয়ে চলে গিয়েছে বটে, কিন্তু বাঘটা ঢুকে পড়েছে খিড়কির দুয়োর দিয়ে, পুরোনো উপনিবেশবাদেব স্থান দখল ক'রে নিয়েছে নয়া উপনিবেশবাদ—আবো প্রচণ্ড, আরো বিপজ্জনক মার্কিন উপনিবেশবাদ। এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতিসমূহের সামনে আজ বিরাজ করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের —নয়া উপনিবেশবাদের—নাগপাশের বিভীষিকা।

এবারে শোনা যাক ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের কণ্ঠস্বর।

দ্বিতীয় হাভানা ঘোষণায় বলা হয়েছে, "ল্যাটিন আমেরিকা আজ এমন এক সাম্রাজ্যবাদের অধীনে, যে সাম্রাজ্যবাদ স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য থেকেও ঢের বেশী হিংস্র, ঢের বেশী পরাক্রান্ত, এবং ঢের বেশী নৃশংস।"

ঐ ঘোষণায় আরো বলা হয়েছে, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে উত্তর আমেরিকার নিনিয়োগের পরিমাণ ১০০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, ল্যাটিন আমেরিকাকে কাঁচামাল সরবরাহ করতে হচ্ছে সস্তায় এবং উৎপন্ন দ্রব্য কিনতে হচ্ছে চড়া দামে।"

ঐ ঘোষণায় আরো বলা হয়েছে, "ল্যাটিন আমেরিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবিরাম টাকার স্রোত বয়ে চলেছে। প্রতি মিনিটে ৪০০০ ডলার, প্রতি দিনে ৫০ লক্ষ ডলার, প্রতি বছরে ২০০ কোটি ডলার আর প্রতি পাঁচ বছরে ১০০০ কোটি ডলার। প্রতি ১০০০ ডলার চলে যাবার সময়ে রেখে যায় একটি ক'রে মৃতদেহ। প্রতি এক হাজার ডলারের বিনিময়ে একটি ক'রে মৃত্যু—এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।"

---

[২] দ্রঃ সূত্র : সি. পি. এস. ইউ'র ২২ তম কংগ্রেসে কর্মসূচী সংক্রান্ত রিপোর্ট অক্টোবর, ১৯৬১

এই হচ্ছে বাস্তব তথ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা নিশ্চয়ই উপনিবেশবাদ ছেড়ে দেয়নি, তারা কেবল তার ধরন বদলে নিয়েছে, যার নাম নয়া-উপনিবেশবাদ। এই নয়া-উপনিবেশবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কিছু কিছু এলাকায় সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের পুরোনো কায়দা ছেড়ে দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের এক নোতুন কায়দা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। এই ব্যাপারে তারা নির্ভর করছে তাদেরই বাছাই করা ও শিক্ষা দেওয়া এজেণ্টদের উপরে। সামরিক জোট গঠন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, 'ফেডারেশন' বা 'কমিউনিটি' প্রতিষ্ঠা, তাঁবেদার রাজত্ব কায়েম ইত্যাদির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীরা ঔপনিবেশিক দেশসমূহকে এবং সদ্য স্বাধীন দেশসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ক্রীতদাসে পরিণত করতে চেষ্টা করছে। অর্থনৈতিক 'সাহায্য' এবং অন্যান্য উপায়ের মারফৎ তারা এই দেশগুলিকে নিজেদের পণ্যের বাজার, কাঁচামালের যোগানদার এবং মূলধন রপ্তানির মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে সংরক্ষিত করছে, এদের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করছে, রক্ত শুষে নিচ্ছে। তা ছাড়া জাতিসংঘকে তারা ব্যবহার করছে এই সমস্ত দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার এবং তাদেরকে সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে আক্রমণ করার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে। যখন তারা 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' এই সব দেশের উপরে তাদের আধিপত্য বজার রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন তারা সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করছে, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ, এমনকি সরাসরি সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

নয়া-উপনিবেশবাদের বিস্তার সাধনে সবচেয়ে ব্যগ্র ও ধূর্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই হাতিয়ারের সাহায্যেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এখন অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে তাদের উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে এবং এই ভাবে স্বপ্ন দেখছে দুনিয়া জুড়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার।

এই নয়া-উপনিবেশবাদ উপনিবেশবাদেরই আরো ধূর্ত ও আরো মারাত্মক রূপ।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারি : কী ক'রে একথা বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান তার 'অন্তিম পর্যায়ে' প্রবেশ করেছে?

এই ধরনের মিথ্যা প্রচারণায় লিপ্ত হয়ে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা এতো দূর গিয়েছেন যে, ১৯৬০ সালের বিবৃতিকেও তাঁরা কাজে লাগাতে চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলছেন, ঐ বিবৃতিতে কি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রবল ভাঙনের প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি? কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রবল ভাঙনের প্রক্রিয়ার এই যে উল্লেখ, তা নিশ্চয়ই তাঁদের উপনিবেশবাদের অদৃশ্য হয়ে যাবার বক্তব্যের সঙ্গে সমার্থক নয়। উক্ত

বিবৃতিতে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, "আজকের দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে উপনিবেশবাদের প্রধান ঘাঁটি", "প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে নোতুন কায়দায় নোতুন ধরনের ঔপনিবেশিক শোষণ বজায় রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীরা মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে," "এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক প্রভাবের চাবিকাঠিগুলির উপরে নিজেদের কব্জা বজায় রাখবার জন্য তারা তৎপর হয়ে উঠেছে।" সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা যে বিষয়গুলি আড়াল ক'রে রাখতে চাইছেন, ঠিক সেই বিষয়গুলিই এই সব বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা আরো একটি তত্ত্ব খাড়া করেছেন। তাঁদের মতে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এক 'নোতুন পর্যায়ে' প্রবেশ করেছে, যে পর্যায়ে অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনই হয়ে উঠেছে এই আন্দোলনের মর্মবস্তু। তাঁরা বলছেন, পূর্বে সংগ্রাম পরিচালনা করা হতো প্রধানত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, আজ কিন্তু অর্থনৈতিক প্রশ্নটিই হয়ে উঠেছে 'কেন্দ্রীয় কর্তব্য' এবং অতঃপর 'বিপ্লবের বিকাশধারার মৌলিক যোগসূত্র'।[৩]

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নিঃসন্দেহে এক নোতুন পর্যায়ে' প্রবেশ করেছে। কিন্তু সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা 'নোতুন পর্যায়' ব'লে যা বোঝাতে চান, তা নয়। এই নোতুন পর্যায়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের রাজনৈতিক চেতনা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিপ্লবী আন্দোলন অভূতপূর্ব বেগে ও ব্যাপকতায় এগিয়ে চলেছে। তাঁরা বজ্রকণ্ঠে দাবি করছেন সাম্রাজ্যবাদের ও তার সেবাদাসদের নিঃশেষে উচ্ছেদসাধন, তাঁরা করায়ত্ত করতে চাইছেন সর্বাঙ্গীন রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এই সমস্ত দেশের প্রথম ও প্রধান কাজ এখনো হচ্ছে সংগ্রাম—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুরোনো ও নোতুন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, তাদের সেবাদাসদের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামই আজ সুতীব্র ভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে। আর এই সমস্ত ক্ষেত্রের সংগ্রাম তাদের সবচেয়ে ঘনীভূত আকারে অভিব্যক্তি পাচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদীরা যখন চেষ্টা করছে এই রাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক দমনপীড়নের সাহায্যে দাবিয়ে দিতে, তখন অনিবার্য ভাবেই তা পরিণতি লাভ করছে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। সদ্য স্বাধীন দেশগুলির পক্ষে তাদের স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এই কাজকে

৩ প্রাভ্দা/সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৬৩

কখনো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নোতুন ও পুরোনো উপনিবেশবাদ ও তাদের সেবাদাসদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর কাজ থেকে আলাদা করা চলে না।

'উপনিবেশবাদেব বিলুপ্ত হয়ে যাবার' তত্ত্বের মতো সি.পি. এস. ইউ'এর 'নোতুন পর্যায়ের' এই যে তত্ত্ব, তারও পরিষ্কার উদ্দেশ্য হচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার উপরে নয়া-উপনিবেশবাদের তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলছে তাকে ঢেকে রাখা, সাম্রাজ্যবাদ আর নিপীড়িত জাতিসমূহের মধ্যকার তীব্র দ্বন্দ্বকে আড়াল করা এবং এই সব মহাদেশের বিপ্লবী সংগ্রামকে নিবীর্য ক'রে দেওয়া। তাঁদের এই তত্ত্ব অনুসারে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুরোনো ও নোতুন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের সেবাদাসদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার আর কোনো দরকার নেই, কেননা উপনিবেশবাদ তো অদৃশ্যই হয়ে যাচ্ছে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কর্তব্য হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক বিকাশসাধনের কাজ। এ থেকে কি এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসছে না যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে পুরোপুরি বরবাদ ক'রে দেওয়া যায়? সুতরাং, সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা যে 'নোতুন পর্যায়ের' কথা বলছেন—যে পর্যায়ের কেন্দ্রীয় কর্তব্য হচ্ছে অর্থনৈতিক দায়িত্ব সম্পাদন, তাব অর্থ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুরোনো ও নোতুন উপনিবেশবাদ এবং তাদেব সেবাদাসদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে না তোলা, কেননা জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এখন আর বাঞ্ছনীয় নয়।

নিপীড়িত জাতিগুলি বিপ্লব বরবাদ করার দাওয়াই

নিজেদের ভুল তত্ত্বগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা নিপীড়িত জাতিদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট নিবাময়ের জন্য কয়েকটি দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

পয়লা নম্বর দাওয়াইটি হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার দাওয়াই। যুদ্ধোত্তব কালে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাব জনগণ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যে বিরাট বিবাট বিজয় অর্জন কবেছেন, সেগুলি নাকি 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' ও 'শান্তিপূর্ণ সহযোগিতাব' অবদান। সি. পি. এস. ইউ'এব 'খোলা চিঠিতে' বলা হয়েছে: 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেব অবস্থায় সাম্প্রতিক কয়েক বছবে সর্বহাবা শ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামে এবং জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিরাট বিরাট জয় অর্জিত হয়েছে। বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া সফলতার পথে অগ্রসর হচ্ছে।'

তাঁরা আরো বলছেন, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং দুটি বিরুদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থাতেই নাকি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটছে।[৪] শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা

---

৪ 'কমিউনিষ্ট' পত্রিকার সম্পাদকীয় / মস্কো: সংখ্যা ১৪, ১৯৬৩

নাকি "বিদেশী একচেটিয়া কারবারগুলির অর্থনৈতিক আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য সংগ্রামরত জনগণের মুক্তিলাভের একটি প্রক্রিয়াকে উন্মোচিত ক'রে দিচ্ছে"[৫] শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা নাকি "পুঁজিবাদী সম্পর্কের গোটা ব্যবস্থার" উপরে 'এক মরণ আঘাত' হানতে পারে।[৬]

বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা-বিশিষ্ট দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনবাদী নীতি সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশেরই অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। প্রত্যেকটি ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশের জনগণের নিজেদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমেই প্রধানত সেই সেই দেশের জাতীয় বিপ্লব জয়লাভ করতে পারে, অন্য দেশের বৈপ্লবিক সংগ্রাম তার স্থান গ্রহণ করতে পারে না।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা কিন্তু মনে করছেন যে, জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের জয়লাভ প্রধানত জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমে ঘটে না, জনগণ নিজেদের মুক্ত করতে পারেন না, তাদের উচিত যে পর্যন্ত না শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ সহ-যোগিতার ফলে সাম্রাজ্যবাদ নিজে নিজেই ভেঙে পড়ে সে পর্যন্ত প্রতীক্ষা ক'বে থাকা। আসলে এর অর্থ হলো নিপীড়িত জাতিদেব এ কথা ব'লে দেওয়া যে তাবা যেন বিপ্লবী প্রতিরোধ গড়ে না তোলে, তারা যেন বিপ্লব সংগঠিত না করে, তারা যেন চিরতরে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও দাসত্ব মেনে নেয়।

দু'নম্বর দাওয়াইয়ের নাম হচ্ছে পশ্চাদপদ দেশগুলিকে সাহায্য দান।

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে তাঁদেব অর্থনৈতিক সাহায্য কতো কাজ করেছে তা নিয়ে সি. পি. এস. ইউ'র নেতাবা প্রায়ই বড়াই ক'রে থাকেন। কমরেড ক্রুশ্চভ বলেছেন, এই সাহায্য নাকি "নোতুন দাসত্বের বিপদ থেকে এই সব দেশকে বাঁচাতে পারে" এই সাহায্য নাকি "তাদের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত ক'রে, এমন কি সেইসব আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে উন্মুক্ত ক'রে দিতে পারে, যার ফলে এই সব দেশ সমাজতন্ত্রের রাজপথে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে।"[৭] সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে আবশ্যিক কর্তব্য। কিন্তু এ কথা কোনোক্রমেই বলা যায় না যে, একমাত্র এই অর্থনৈতিক সাহায্যের কল্যাণেই এদের জাতীয় স্বাধীনতা নিরাপদ এবং সামাজিক অগ্রগতি অবারিত হতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজন নেই।

---

৫ ঐ

৬ 'ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ'/ সংখ্যা ১২, ১৯৬২

৭ ক্রুশ্চভ: 'ওয়ার্ল্ড মার্ক্সিস্ট রিভিউ'/সংখ্যা ৯, ১৯৬২

সোজা কথায় বলা যায়, সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে স্বাধীন দেশগুলিকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা যে নীতি ও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন, তাকে সন্দেহ করার মতো কারণ আছে সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা প্রায়ই বৃহৎ-শক্তিসুলভ দাম্ভিকতা ও জাতিগত অহমিকার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন, সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলিব অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষতিসাধন করেন, আর এই-ভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভাবমূর্তি খারাপ করেন। ভারতকে সাহায্যদানের ব্যাপারে তাঁদের দূরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য তো খুবই পরিষ্কার। যে সব সদ্য-স্বাধীন দেশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়, তাদের তালিকার শীর্ষেই রয়েছে ভারতের নাম। স্পষ্টতঃই এই সাহায্যদানেব উদ্দেশ্য হচ্ছে নেহরু সরকারকে তাদের কমিউনিজম-বিরোধী, জনগণ-বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরোধী নীতিকে উৎসাহ দেওয়া। এমনকি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও বলেছে যে, সোভিয়েত সাহায্য "আমাদের (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের) স্বার্থের খুবই অনুকূল।"[৮] অধিকন্তু সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা এখন 'পশ্চাদৎপদ দেশগুলিকে সাহায্যদানের ব্যাপারে' খোলাখুলিই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতাব প্রস্তাব করেছেন। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ক্রুশ্চভ বলেন, "আপনাদের এবং আমাদের অর্থনৈতিক সাফল্যগুলি গোটা জগতের অভিনন্দন লাভ করবে। সমগ্র দুনিয়া আমাদের কাছে এই প্রত্যাশাই করছে যে, যে সমস্ত জাতি আমাদের তুলনায় শত শত বছর পিছিয়ে আছে, তারা যাতে দ্রুত নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে, আমরা দুটি বৃহৎ শক্তি মিলে তাতে সাহায্য করবো।"

চমৎকার! অধুনিক উপনিবেশবাদের প্রধান স্তম্ভই (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ) নাকি সাহায্য করবে "শত শত বছরের পিছিয়ে থাকা দেশগুলিকে দ্রুত নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে!" এটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর যে, সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা নয়া উপনিবেশবাদীদের অংশীদার হতে কেবল ইচ্ছুকই নন, গর্বিতও বটে।

তিন নম্বর দাওয়াইয়ের নাম হচ্ছে নিরস্ত্রীকরণ।

ক্রুশ্চভ বলেছেন, "নিরস্ত্রীকরণের অর্থ হচ্ছে যুদ্ধেব শক্তিগুলিকে নিরস্ত্র করা, সামরিক-বাদের অবসান ঘটানো কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ বন্ধ করা এবং সব ধরনের উপনিবেশবাদকে নিঃশেষে ও চূড়ান্তভাবে শেষ ক'রে দেওয়া।"[৯]

তিনি আরো বলেছেন, "নিরস্ত্রীকরণের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, যাতে সদ্য-প্রতি-

---

৮ হ্যারিম্যান: রেডিও ও টেলিভিশন সাক্ষাৎকার/৯.১২.৬২

৯ ক্রুশ্চভ: বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি সম্মেলনে বক্তৃতা/১০.৭.৬২

ষ্ঠিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্যদানের পরিমাণ বিপুল ভাবে বাড়ানো সম্ভব হবে। সমগ্র জগতে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় ১২ হাজার কোটি ডলার, এই ব্যয়ের ৮/১০ শতাংশও যদি সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য দিতে ব্যয় করা হয়, তা হলে কুড়ি বছরের মধ্যেই ক্ষুধা, ব্যাধি ও নিরক্ষরতার অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।"[১০]

আমরা বরাবরই বলে আসছি যে সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে—চালিয়ে যেতে হবে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিরোধিতা করার জন্য, তার মুখোস খুলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু একথা সম্ভবত বলা যায় না যে, নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমেই উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ ঘটানো যায়।

ক্রুশ্চেভের কথা কিন্তু শোনাচ্ছে পয়গম্বরের বাণীর মতো। জগতের নিপীড়িত জনগণ, তোমরা আশীর্বাদ-ধন্য! যদি একটু ধৈর্য ধরো, সাম্রাজ্যবাদীরা যতদিন পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র বর্জন না করছে ততোদিন যদি একটু প্রতীক্ষা করো, তা হলে স্বাধীনতা তোমাদের কাছে নেমে আসবে, আর তখন জগতের দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলগুলি রূপায়িত হবে পার্থিব স্বর্গরাজ্যে, সেখানে বয়ে যাবে দুধ আর মধুর অলকনন্দা।

এ কেবল জনগণের মনে মোহ সৃষ্টি করাই নয়, এ হচ্ছে আফিং দিয়ে তাদের আবিষ্ট ক'রে রাখা।

চার নম্বর দাওয়াই হচ্ছে জাতিসংঘের মাধ্যমে উপনিবেশবাদের অবসান ঘটানো।

ক্রুশ্চেভ বলছেন, জাতিসংঘ যদি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের উপযোগী ব্যবস্থাবলী অবলম্বন করে "তা হলে যে জাতিগুলি এখন বৈদেশিক আধিপত্যের তলায় পিষ্ট হচ্ছে, তারা বৈদেশিক অত্যাচারের কবল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে মুক্তি লাভের আশু সম্ভাবনা দেখতে পাবে!"[১১] ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এক ভাষণ প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভ প্রশ্ন করেন, "জাতিসংঘ যদি ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার কণ্ঠ ধ্বনিত না করে, তা হলে আর কে তা করবে?"

এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন! ক্রুশ্চেভের মতে, এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী জনগণ নিজেরাই উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেন না বা পারা উচিত নয়, তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে জাতিসংঘের দিকে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ক্রুশ্চেভ আরো বলেন, "এই জন্যই আমরা আবেদন করছি পশ্চিমী দেশগুলির জনগণের কাছে, তাদের সরকারদের এবং জাতিসংঘে প্রতিনিধিদের

---

১০ ঐ

১১ ক্রুশ্চেভ : রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা / ২৩.৯.৬০

যুক্তিবোধ ও দূরদর্শিতার কাছে। আসুন, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসানের জন্য আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে একমত হয়ে কাজ করি এবং এইভাবে ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করি।"

এটা স্পষ্ট যে, জাতিসংঘের দিকে সাহায্যের জন্য তাকানো মানেই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের দিকে সাহায্যের জন্য তাকানো। বাস্তব অবস্থা কিন্তু উল্টো। জাতিসংঘ এখনো সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণের অধীন, সুতরাং সে কেবল ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে এবং জোরদার করতেই পারে, কখনো তার অবসান ঘটাতে পারে না।

এক কথায় বলা যায়, সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই দাওয়াইগুলো তৈরি করেছেন জনগণের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যে, সাম্রাজ্যবাদ নিজে নিজেই উপনিবেশবাদ পরিত্যাগ করবে এবং নিপীড়িত জাতি ও জনগণকে মুক্তি ও স্বাধীনতা উপহার দেবে। আর সেই কারণেই, যাবতীয় বিপ্লবী তত্ত্ব, দাবি ও সংগ্রাম আজ অচল ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছে—অতএব এ সবই এখন পরিত্যাজ্য।

জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা যদিও মুখে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও মুক্তি যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়ে থাকেন, কাজে কিন্তু তাঁরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে থাকেন এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার জনগণকে তাঁদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে বিরত করতে, কেননা তাঁরা (অর্থাৎ সোভিয়েত নেতারা) নিজেরাই আজ বৈপ্লবিক ঝড়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের একটি বিখ্যাত তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্বটি অনুসারে, "এমনকি সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গই সারা দুনিয়ায় দাবানল জ্বালিয়ে দিতে পারে"[১২] আর সেই বিশ্বযুদ্ধ নাকি অনিবার্যভাবেই হবে পারমাণবিক যুদ্ধ, যার ফলে গোটা মানবজাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সেই কারণেই ক্রুশ্চভ গর্জে ওঠেন: আমাদের যুগে 'স্থানীয় যুদ্ধ' 'অত্যন্ত বিপজ্জনক',[১৩] তাই আমাদের কঠোরভাবে চেষ্টা করতে হবে স্ফুলিঙ্গগুলি নিভিয়ে দেবার জন্য, কারণ 'তা থেকে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে।'[১৪] এখানে ক্রুশ্চভ ন্যায়-যুদ্ধ আর অন্যায় যুদ্ধের মধ্যে কোনো পার্থক্য করছেন না, ন্যায়

---

১২ ক্রুশ্চভ : সুপ্রিম সোভিয়েতে প্রদত্ত রিপোর্ট/অক্টোবর '৫৯

১৩ ঐ ভিয়েনায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা/৮.৭.৬০

১৪ ঐ ওয়াশিংটনে প্রেস ক্লাবে প্রশ্নোত্তর/১৬.৯.৫৯

যুদ্ধ সমর্থন করবার যে দায়িত্ব কমিউনিষ্টদেব আছে, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

যুদ্ধোত্তর আঠারো বছরের ইতিহাস একথাই প্রমাণ কবেছে যে, যতোদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্য-বাদীরা আর তাদের সেবাদাসেবা গুলিগোলাব সাহায্যে তাদের পাশবিক শাসন বজায় রাখতে এবং বল প্রয়োগের সাহায্যে নিপীডিত জাতিদের দমন করতে চেষ্টা করে, ততোদিন পর্যন্ত জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ অপরিহার্য। সাম্রাজ্যবাদী আব তাদের সেবাদাসদের বিরুদ্ধে বড়ো আকারের বা ছোটো আকারের বিপ্লবী যুদ্ধের কোনো দিনই বিবতি ঘটেনি, এই সব বিপ্লবী যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-শক্তিকে দারুণ আঘাত হেনেছে, বিশ্বশান্তির শক্তিকে জোরদার করেছে এবং বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু করাব চক্রান্তকে কার্যকরী করা থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরত রেখেছে। খোলাখুলি ভাবেই বলা যায়, শান্তিরক্ষার স্বার্থে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ 'নিবিয়ে দেবার' জন্য ক্রুশ্চভ যে বব তুলেছেন, তা আসলে শান্তিরক্ষার অছিলায় বিপ্লবের বিরোধিতারই নামান্তর।

এই ভুল মত ও নীতির ভিত্তিতে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা শুধু নিপীড়িত জাতি-গুলির বৈপ্লবিক মুক্তি-সংগ্রাম পরিত্যাগ করার এবং সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিশবাদীদের সঙ্গে 'শান্তিপূর্ণভাবে সহবস্থান' করার দাবীই তুলছেন না, উপরন্তু এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ নিবিয়ে দেবার জন্যও তাঁরা বিভিন্ন চেষ্টা চালাচ্ছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আলজেরিয়ার জনগণের জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের কথাই ধরা যাক। সি. পি. এস. ইউ'র নেতারা যে কেবল দীর্ঘ কাল তাঁদের সমর্থন করা থেকে বিরত ছিলেন তাই নয়, কার্যত তাঁরা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষাবলম্বনও করেছিলেন। আলজেরিয়ার জাতীয় স্বাধীনতাকে ক্রুশ্চভ গণ্য করতেন ফ্রান্সের 'আভ্যন্তরীণ ব্যাপার' হিসেবে। ১৯৫৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে আলজেরিয়ার প্রশ্ন প্রসঙ্গে ক্রুশ্চভ বলেন, "সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনো রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না।" ১৯৫৮ সালের ২৭শে মার্চ 'লা ফিগারো' পত্রিকার প্রতিনিধিকে ক্রুশ্চভ বলেন, "আমরা চাই না যে ফ্রান্স দুর্বলতর হোক, আমরা চাই ফ্রান্স আরো বড়ো হোক।"

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের অনুগ্রহ লাভের জন্য সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা দীর্ঘকাল ধরে আলজেরীয় প্রজাতন্ত্রের সাময়িক সরকারকে স্বীকৃতিদান থেকে বিরত ছিলেন। আলজেরীয় জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধের জয়লাভ যখন স্বত:সিদ্ধ ঘটনা হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং ফ্রান্স যখন আলজেরিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, কেবল তখনি সোভিয়েত নেতারা তাড়াহুড়ো ক'রে আলজেরিয়াকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে

গিয়েছে। এই অশোভন আচরণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির লজ্জার কারণ হয়েছে। সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা কিন্তু এই লজ্জাকর আচরণ নিয়েও গর্ব ক'রে বলছেন, আলজেরিয়ার জনগণ নিজেদের রক্তের বিনিময়ে যে জয় অর্জন করেছেন, তাও নাকি 'সহাবস্থান নীতিরই' দৌলতে।

এবারে কঙ্গোর প্রশ্নে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের ভূমিকা বিচার করা যাক। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে কঙ্গোর জনগণ যে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন, সোভিয়েত নেতারা যে কেবল তার প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানাতে অস্বীকার করেছেন তাই নয়, কঙ্গোর স্ফুলিঙ্গ নিবিয়ে দেবার জন্য তাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে পর্যন্ত 'সহযোগিতা' করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৬০ সালের ১৩ই জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন—যার ফলে কঙ্গোতে জাতিসংঘের ফৌজ পাঠানো হয়। এই ভাবে কঙ্গোর ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাতে জাতিসংঘের পতাকা ব্যবহার করতে পারে, সোভিয়েত নেতারা সে ব্যাপারে সাহায্য করেন। তা ছাড়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন যানবাহন সরবরাহ ক'রেও জাতিসংঘ-বাহিনীকে সাহায্য করে। ১৫ই জুলাই কাসাবুভু আর লুমুম্বার কাছে এক তারবার্তায় ক্রুশ্চভ বলেন, "জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ একটি দরকারী কাজ করেছে।" তারপর থেকে সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে জাতিসংঘের অজস্র প্রশংসা: জাতিসংঘ নাকি "দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের সরকারকে সাহায্য করছে।"[১৫] এবং এই আশা প্রকাশ করে যে, জাতিসংঘ 'কঠোর ব্যবস্থা' অবলম্বন করবে।[১৬] ২১শে আগষ্ট আর ১০ই সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতেও সোভিয়েত সরকার জাতিসংঘের প্রশংসা করেন—যখন জাতিসংঘ বাহিনী কঙ্গোর জনগণের উপরে দমনপীড়ন শুরু ক'রে দিয়েছে।

১৯৬১ সালে জাতিসংঘ বাহিনীর 'রক্ষণাবেক্ষণে' আহুত কঙ্গো-পার্লামেন্টের অধিবেশনে এবং পুতুল সরকারে যোগদানের জন্য সোভিয়েত নেতারা গিজেঙ্গাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করান। সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা এই মিথ্যা দাবী করেন যে, কঙ্গো-পার্লামেন্টের এই অধিবেশন 'নবীন প্রজাতন্ত্রের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা', 'জাতীয় শক্তিসমূহের অন্যতম সাফল্য।'[১৭]

১৫ 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকা/জুলাই ২১, ১৯৬০

১৬ 'কমসোমলস্কায়া প্রাভদা' পত্রিকা/জুলাই, ১৯৬০

১৭ 'প্রাভদা'/জুলাই ১৮, ১৯৬১

স্পষ্টতই বোঝা যায়, সি. পি. এস. ইউ'এর নেতৃত্বের এই সব ভুল নীতি কঙ্গোয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে বিপুলভাবে সাহায্য করে। লুমুম্বা নিহত হলেন, গিজেঙ্গা বন্দী হলেন, অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের উপরে চললো নির্যাতনের তাণ্ডব, কঙ্গোর স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপরে নেমে এলো নিদারুণ আঘাত। এ সব ঘটনার জন্য সি. পি. এস. ইউ' এর নেতারা কি কোনো দায়িত্বই বোধ করেন না?

দুনিয়ার দ্বন্দ্বগুলি যে সব অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও যুদ্ধ সম্পর্কে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদেব কথা ও কাজকে এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ যে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা কিন্তু এ থেকে যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং নিজেদের ভ্রান্ত পথ ও মত পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বরং বিপরীতে, নিজেদের অবমাননায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা সি. পি. সি. এবং অন্যান্য মার্কস্-বাদী-লেনিনবাদী পার্টিদের বিরুদ্ধে এক কুৎসার অভিযান শুরু ক'রে দিয়েছেন।

সি. পি.এস. ইউ'এর কেন্দ্রীয় কমিটি খোলা চিঠিতে সি.পি.সি'র বিরুদ্ধে এক 'নোতুন তত্ত্ব' হাজির করার অভিযোগ তুলেছেন। ঐ খোলা চিঠিতে বলা হয়েছে: "......এই নোতুন তত্ত্ব অনুসারে, আমাদের যুগের প্রধান দ্বন্দ্ব সমাজতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে নয়, প্রধান দ্বন্দ্বটি হচ্ছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। চীনা কমরেডদের মতে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের নির্ধারক শক্তি সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যবস্থা নয়, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামও নয়, তার নির্ধারক শক্তিও হচ্ছে আবার সেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন।"

প্রথমত, এটা একটা বানানো কথা। আমাদের ১৪ই জুনের খোলা চিঠিতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে, আমাদের যুগের মূল দ্বন্দ্বগুলি হচ্ছে: সমাজতান্ত্রিক শিবির আর সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সর্বহারাশ্রেণী আর বুর্জোয়াশ্রেণী মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, নিপীড়িত জাতিসমূহ আর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী জোটগুলির নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। আমরা আরো দেখিয়েছিলাম যে, সমাজতান্ত্রিক শিবির আর পুঁজিবাদী শিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী এই দুটি মূলগত ভাবে ভিন্ন সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব। নিঃসন্দেহে এই দ্বন্দ্বটি অত্যন্ত তীব্র। কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কখনো মনে করেন না যে, বিশ্বের যাবতীয় দ্বন্দ্বই এই একটি মাত্র দ্বন্দ্বের মধ্যেই—সমাজতান্ত্রিক শিবির আর সাম্রাজ্যবাদী শিবির দুইটির দ্বন্দ্বের মধ্যেই—নিঃশেষিত।

আমাদের বক্তব্য স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।

আমাদের ১৪ই জুনের চিঠিতে আমরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী পরিস্থিতি এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য ও ভূমিকা ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম :

এক ॥ "সমকালীন জগতের বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বগুলি এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার বিশাল বিশাল এলাকায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এগুলিই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীনে সবচেয়ে দুর্বল এলাকা এবং সাম্রাজ্যবাদের উপরে প্রত্যক্ষ আঘাতকারী বিশ্ব-বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র।"

দুই ॥ "এই সমস্ত এলাকার জাতীয় গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলন—এই দুটিই হচ্ছে আমাদের কালের মহান ঐতিহাসিক স্রোত।"

তিন ॥ "এই সমস্ত এলাকার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমকালীন সর্বাহারা বিশ্ব-বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।"

চার ॥ "এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রাম পুরোনো ও নোতুন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদেব ভিত্তিমূলের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানছে, তাকে চুরমার ক'রে দিচ্ছে।"

পাঁচ ॥ "এক দিক থেকে তাই বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের সমগ্র আদর্শটি নির্ভর করেছে এই সমস্ত এলাকার জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের ফলাফলের উপরে—এই সমস্ত এলাকার জনগণই বিশ্ব-জনসংখ্যার সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।"

ছয় ॥ "সুতরাং এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রাম নিশ্চয়ই কেবল আঞ্চলিক গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাপার নয়, বরং সর্বহারা বিশ্ব-বিপ্লবের সমগ্র আদর্শের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাপার।"

এই সবই হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব—আমাদের কালের বাস্তব ঘটনাবলীর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপনীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত। কেউই একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে, এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকায় এখন এক অত্যন্ত অনুকূল বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। যে সমস্ত শক্তি আজ সাম্রাজ্যবাদের উপরে প্রত্যক্ষ আঘাত হানছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি বিপ্লবসমূহ। বিশ্বের দ্বন্দ্বগুলি আজ এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকায় কেন্দ্রীভূত। বিশ্ব-দ্বন্দ্বসমূহের তথা বিশ্ব রাজনৈতিক সংগ্রামসমূহের কেন্দ্র এক জায়গায় স্থির থাকে না, আন্তর্জাতিক সংগ্রামসমূহে এবং বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্রও স্থান পরিবর্তন করে। আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিম ইউরোপে এবং উত্তর আমেরিকায় সর্বহারাশ্রেণী আর

বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের বিকাশলাভের ফলে পুঁজিবাদের এই সব বাস্তুভিটাতেও, সাম্রাজ্যবাদের এই পীঠস্থানেও, দেখা দেবে লড়াইয়ের সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ দিনটি। যখন সে দিনটি আসবে, তখন নিঃসন্দেহে পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকাই হয়ে উঠবে বিশ্ব-রাজনৈতিক সংগ্রামের তথা বিশ্ব দ্বন্দ্বসমূহের কেন্দ্র।

১৯১৩ সালে লেনিন বলেন, "......এশিয়ায় উন্মুক্ত হলো বিরাট বিশ্ব ঝড়ের এক নোতুন উৎস!.........এই সমস্ত ঝড় এবং ইউরোপে তার 'প্রতিক্রিয়া'র যুগেই আমরা এখন বাস করছি।"[১৮]

১৯২৫ সালে স্তালিন বলেন, "উপনিবেশগুলি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পশ্চাৎভূমি। এর বৈপ্লবিক রূপায়ণ অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিকে বিপর্যস্ত ক'রে দেবে—কেবল এই অর্থেই নয় যে তা সাম্রাজ্যবাদকে তার পশ্চাৎভূমি থেকে বঞ্চিত করবে, এই অর্থেও যে প্রাচ্যের বৈপ্লবিক রূপায়ণ পাশ্চাত্যে বৈপ্লবিক সংকটকে তীব্রতর ক'রে তুলবার ব্যাপারে শক্তিশালী প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।"[১৯] এটাও কি সম্ভব যে, লেনিন এবং স্তালিনের এই সব উক্তি ভুল? তাঁদের এই বক্তব্য দীর্ঘকাল ধরেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাথমিক জ্ঞানের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, আজ যখন সি. পি. এস. ইউ'র নেতারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে তাচ্ছিল্য করার জন্য জিদ্ ধরছেন, তখন তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও ভুলে যাচ্ছেন এবং তাঁদের নাকের ডগায় যে সব ঘটনা ঘটছে, সেগুলিকেও তুচ্ছ করছেন।

বিপ্লবের নেতৃত্ব সম্পর্কে লেনিনবাদী বক্তব্যের বিকৃতি সাধন

১৪ জুলাইয়ের খোলা চিঠিতে সি. পি. এস. ইউ'এর কেন্দ্রীয় কমিটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সর্বহারা নেতৃত্বের প্রশ্নে সি. পি. সি'র দৃষ্টিভঙ্গিকে আক্রমণ করেছেন।

ঐ চিঠিতে তাঁরা বলেছেন, "......চীনা কমরেডরা লেনিনকে 'শুধরে নিতে' চান এবং প্রমাণ করতে চান যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বসংগ্রামে নেতৃত্ব যাওয়া উচিত পেটি-বুর্জোয়া বা জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে, এমনকি 'কিছু কিছু দেশপ্রেমিক রাজা-রাজড়া ও অভিজাত ব্যক্তির হাতেও', কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর হাতে নয়।"

এটা হচ্ছে সি. পি. সি'র বক্তব্যের এক অভিসন্ধি-প্রণোদিত বিকৃতিসাধন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বের আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সি. পি. সি. তার ১৪ই জুনের চিঠিতে যা বলেছে তা এই: "এই সমস্ত এলাকায়

---

১৮ লেনিন: কার্ল মার্কসের তত্ত্বের ঐতিহাসিক ভবিতব্য

১৯ স্তালিন: 'প্রাচ্যের বিপ্লবী আন্দোলন'/'রচনাবলী' খণ্ড ৭, পৃ ২৩৫

(এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার) সর্বহারা পার্টিগুলির উপরে ইতিহাস এক গৌরবময় দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সে দায়িত্ব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে, নোতুন ও পুরোনো উপনিবেশবাদের বিপক্ষে, জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণতন্ত্রের সংগ্রামের পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরার দায়িত্ব, জাতীয় গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব···সর্বহারা শ্রেণী আর তার পার্টি অবশ্যই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীব ভিত্তিতে যথাসাধ্য সমস্ত স্তরকে ঐক্যবদ্ধ কববে এবং সাম্রাজ্যবাদ আর তার সেবাদাসদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তুলবে। এই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টকে সংহত ও সম্প্রসারিত করবার উদ্দেশ্যে সর্বহাবা পার্টি তার মতাদর্শগত, বাজনীতিগত ও সংগঠনগত স্বাধীনতা বজায় রাখবে এবং বিপ্লবের নেতৃত্ব নিজের হাতে রাখবার জন্য দৃঢভাবে চেষ্টা করবে।”

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী ফ্রন্ট গড়ে তুলবার আবশ্যিকতা সম্বন্ধে আলোচনা কবতে গিয়ে সি. পি. সি'ব কেন্দ্রীয় কমিটি তার ঐ খোলা চিঠিতে বলেছিলেন “এশিয়া, আফ্রিকা আব ল্যাটিন আমেরিকাব নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জনগণ আজ সাম্রাজ্যবাদ আর তার সেবাদাসেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম পবিচালনার জরুরী দায়িত্বের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।......এই সব অঞ্চলে জনসংখ্যাব ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব করতে অস্বীকার কবছে। এই সব অংশের মধ্যে কেবল শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী এবং পেটিবুর্জোয়াবাই পড়েন না, সেই সঙ্গে দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়ারা এবং এমনকি কিছু দেশপ্রেমিক রাজা রাজড়া আর অভিজাত ব্যক্তিও পড়েন।”

আমাদেব বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এক দিকে যেমন প্রয়োজন সর্বহাবা শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অন্য দিকে তেমন প্রয়োজন এক ব্যাপক সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলা। এই বক্তব্যে ভুল কোথায়? সি. পি. এস. ইউ'এর নেতৃত্ব কেন এই নির্ভুল বক্তব্যকে বিকৃত করছেন, এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছেন?

বিপ্লবে সর্বহারা নেতৃত্ব প্রসঙ্গে লেনিনেব বক্তব্যকে আমরা পবিত্যাগ করিনি, পরিত্যাগ করেছেন সি. পি. এস. ইউ'এব নেতারাই।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের ভ্রান্ত কর্মনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব পুরোপুবি পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের বিরোধিতা করা হয়েছে। তার মানে হচ্ছে এই যে, সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা চাইছেন, নিপীড়িত জাতি ও দেশগুলিব সর্বহারা শ্রেণী এবং কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পতাকা গুটিয়ে ফেলুক, এবং তা অন্যান্যদের হাতে ছেড়ে দিক। তাই যদি হয়, তা হলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী

ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলার কিংবা সর্বহারা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কথা কীভাবে বলা যায়?

সি. পি. এস. ইউ'র নেতারা আরেকটি ধারণাও প্রায়ই প্রচার ক'রে থাকেন তা হচ্ছে এই যে, কোনো দেশে নেতৃত্ব যা-ই হোক না কেন, এমনকি নেহরুর মতো প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদীরাও নেতৃত্বে থাকুন না কেন, সেখানে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব। এই বক্তব্য সর্বহারা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব থেকে অনেক দূর।

এক দিকে সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন আর অন্য দিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন—এই দু'য়ের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক হচ্ছে পারস্পরিক সমর্থনের সম্পর্ক। সি. পি. এস. ইউ'এর কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠিতে কিন্তু এই সঠিক সম্পর্কটিকেও ভুল ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। তাঁদের মতে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে 'নেতৃত্ব দেবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনগুলি'। তাঁদের এমন ধৃষ্টতা যে, তারা দাবি করছেন, তাঁদের এই অভিমতও নাকি সর্বহারা নেতৃত্ব সম্বন্ধে লেনিনের বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা স্থূলভাবে লেনিনের ভাবধারাকে বিকৃত ও সংশোধন করছেন। দেখা যাচ্ছে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা তাঁদের নিজস্ব বিপ্লব-অবসানের তত্ত্বটি নিপীড়িত জাতিসমূহের বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপরে চাপিয়ে দিতে চাইছেন।

জাতীয়তাবাদের ও অধঃপতনের পথ

১৪ই জুলাইয়ের খোলা চিঠিতে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা সি. পি. সি'র বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, আমরা নাকি "আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী আর তার সৃষ্টি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে আলাদা ক'রে দিচ্ছি"। তাঁরা আরো অভিযোগ এনেছেন যে, আমরা নাকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলন থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে 'বিচ্ছিন্ন' ক'রে দিচ্ছি এবং প্রথমটির বিরুদ্ধে দ্বিতীয়টিকে খাড়া করছি। ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের মতো আরো কিছু কমিউনিষ্ট আছেন, যাঁরা তারস্বরে সি. পি. এস. ইউ'র নেতাদের এই অভিযোগের প্রতিধ্বনি ক'রে চলেছেন।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কী? সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলনের পাল্টা হিসেবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যাঁরা খাড়া করছেন তাঁরা আর কেউ নন, তাঁরা হচ্ছেন সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা আর তাঁদের অনুগামীরাই। এঁরা যে কেবল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকছেন তা-ই নয়, এঁরা তার বিরোধিতাও করছেন।

সি. পি. সি. বরাবর এই মত পোষণ ক'রে আসছে যে, সমস্ত জাতি ও জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামই পরস্পরের সহায়ক। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে আমরা সব সময়েই দেখে আসছি মার্কসবাদ লেনিনবাদের ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, দেখে আসছি সর্বহারা বিশ্ব-বিপ্লবের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের বিশ্বাস যে, সমাজতান্ত্রিক শিবির, পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিক আন্দোলন এবং বিশ্বশান্তি প্রতি-রক্ষণের পক্ষে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বিজয় অর্জনের গুরুত্ব অত্যন্ত বিরাট।

সি. পি. এস ইউ'এর নেতারা আর তাঁদের অনুগামীরা কিন্তু এই গুরুত্ব মেনে নিতে গররাজী। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যে সমর্থন সমাজতান্ত্রিক শিবির দিয়ে থাকে, এঁরা কেবল সেই সমর্থনের কথাই বলেন, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে যে সমর্থন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দিয়ে থাকে সেই সমর্থনের কথা বলেন না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানবার ব্যাপারে পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা কী—সেটাই কেবল এঁরা বলেন, কিন্তু সে ব্যাপারে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভূমিকা কী, সেটা বলেন না, বা বললেও তার প্রতি গুরুত্ব দেন না। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী, বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী এবং স্বভাবতই ভ্রান্ত। সমাজ-তান্ত্রিক দেশ আর নিপীড়িত জাতির বিপ্লবের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিক আন্দোলন আর নিপীড়িত জাতির বিপ্লবের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন্ মনো-ভাব অবলম্বন করা হবে, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক নীতিগত প্রশ্ন —মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হবে, না পরিহার করা হবে?

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, বিপ্লবে বিজয়ী প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের অবশ্য কর্তব্য হলো নিপীড়িত জাতির মুক্তি সংগ্রামকে সাহায্য করা। সারা দুনিয়া জুড়ে নিপীড়িত জাতি আর জনগণের বিপ্লবকে সাহায্যদান ও বিকশিত ক'রে তুলবার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কাজ করবে ঘাঁটি হিসেবে। তাঁদের সঙ্গে এরা গড়ে তুলবে নিবিড়তম মৈত্রী, আর সর্বহারা বিশ্ববি-প্লবকে পরিচালিত করবে পূর্ণ পরিণতির দিকে।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা কিন্তু মনে করছেন যে, একটি বা কয়েকটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভেই সর্বহারা বিশ্ববিপ্লবের লক্ষ্য সমাধা হয়ে গেছে। জাতীয় মুক্তি বিপ্লবকে এরা দমিয়ে রাখতে চান এঁদের নিজেদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সাধারণ কর্মধারা এবং নিজেদের দেশের জাতীয় স্বার্থের অধীনে।

১৯২৫ সালে স্তালিন যখন ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ প্রমুখ বিলোপবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করছিলেন, তখন তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, বিলোপবাদের একটি

বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য হলো "আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবে আস্থার অভাব, সেই বিপ্লবের জয়লাভে আস্থার অভাব, উপনিবেশ ও পরনির্ভর দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সংশয়ী মনোভাব......আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রাথমিক চাহিদা বুঝবার অক্ষমতা, অর্থাৎ একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভই যে শেষ লক্ষ্য নয়, তা যে অন্যান্য দেশে বিপ্লব বিকাশের ও সমর্থনের একটি উপলক্ষ্য মাত্র—এ কথা বুঝবার অক্ষমতা।"[২০]

তিনি আরো বলেছিলেন, "এটাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের আর অধঃপতনের পথ, সর্বহারা আন্তর্জাতিক কর্মনীতির পুরোপুরি বিলোপ সাধনের পথ, কেননা যে-সব লোক এই ব্যাধিতে আক্রান্ত, তারা আমাদের দেশকে একটি সমগ্রের অংশ হিসেবে অর্থাৎ বিশ্ব বৈপ্লবিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখে না, দেখে সেই আন্দোলনের শুরু ও শেষ হিসেবে, এরা মনে করে, অন্যান্য সমস্ত দেশের স্বার্থ আমাদের দেশের স্বার্থের কাছে বলি দেওয়া উচিত।

বিলোপবাদীদের চিন্তাধারাকে স্তালিন এই ভাবে উপস্থিত করেছিলেন, "চীনের মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন? কিন্তু কেন? তার ফলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে কি আমাদের সংঘাত বেধে যাবে না? তা থেকে কি ঢের ভলো হবে না, যদি অন্যান্য 'অগ্রসর দেশের' সঙ্গে যোগসাজশে আমরাও চীনে আমাদের 'প্রভাবাধীন অঞ্চল' প্রতিষ্ঠা করি এবং আমাদের সুবিধে অনুসারে চীন থেকে কিছুটা কেড়ে নিই? এটা বেশ ফলপ্রদও হবে, আবার নিরাপদও হবে......।"

তিনি শেষ করেছিলেন এই বলে, "এ হচ্ছে নোতুন ছাঁচের জাতীয়তাবাদী 'মনোভাব'। এই মনোভাবই অক্টোবর বিপ্লবের বৈদেশিক নীতির বিলোপ সাধন করতে চেষ্টা করছে। এই মনোভাবই অধঃপতনের ক্ষেত্র রচনা করছে।"

পুরোনো বিলোপবাদীদের তুলনায় সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা আরো অনেক এগিয়ে গিয়েছেন। নিজেদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে গর্বিত এই নেতারা কেবল সেই নীতিই বেছে নিচ্ছেন, যা একই সঙ্গে "ফলপ্রদও হবে, আবার নিরাপদও হবে।" পাছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সংঘাত বেধে যায়, এই ভয়ে তাঁদের প্রাণ উড়ে যায়, আর তাই তাঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতার ভূমিকায়। দুটি 'বৃহৎ শক্তি' কর্তৃক সারা দুনিয়া জুড়ে নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার ধারণা আজ এদের নেশার মতো পেয়ে বসেছে।

বিলোপবাদীদের সম্পর্কে স্তালিনের সমালোচনা সি. পি. এস. ইউ'এর বর্তমান নেতাদের

---

২০ স্তালিন: 'প্রশ্ন ও উত্তর' / 'রচনাবলী': খণ্ড ৭, পৃঃ ১৬৯-১৭২

প্রতি চমৎকারভাবে প্রযোজ্য। বিলোপবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এঁরা অক্টোবর বিপ্লবের বৈদেশিক নীতির বিলোপ ক'রে দিয়েছেন। এঁরা যে পথ দিয়েছেন, তা হচ্ছে জাতীয়তাবাদের আর অধঃপতনের পথ।

স্তালিন সতর্ক করে দিয়েছিলেন, "এটা তো স্পষ্ট যে, কেবল অবিচল আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতেই, কেবল অক্টোবর বিপ্লবের বৈদেশিক নীতির ভিত্তিতেই, সমাজতন্ত্রের প্রথম দেশটি পারে বিশ্ব-বৈপ্লবিক আন্দোলনে তার পতাকাবাহীর ভূমিকাটিকে বজায় রাখতে। এ ছাড়া অন্য যে পথ—বৈদেশিক নীতিতে ন্যূনতম প্রতিরোধ ও জাতীয়তাবাদের পথ —তা তাকে নিয়ে যাবে বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার দিকে।"

সি. পি. এস. ইউ'এর বর্তমান নেতাদের পক্ষে স্তালিনের এই সতর্কবাণীর তাৎপর্য খুবই বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক দাম্ভিকতার (Social-Chauvinism) দৃষ্টান্ত

সর্বহারা আন্তর্জাতিকতা অনুসারে নিপীড়ক জাতির শ্রমিকশ্রেণীর আর কমিউনিষ্ট পার্টির একটি অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে নিপীড়িত জাতির জাতীয় স্বাধীনতার অধিকার এবং তার স্বাধীনতা সংগ্রাম এই উভয়কেই সমর্থন করা। নিপীড়িত জাতির সমর্থনে নিপীড়ক জাতির শ্রমিকশ্রেণীও তার বিপ্লব জয়ের সংগ্রাম আরো ভালো ভাবে লড়তে পারবে।

লেনিন ঠিকই বলেছেন, "পুঁজির দ্বারা নিপীড়িত কোটি কোটি 'ঔপনিবেশিক' ক্রীতদাস যখন পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তখন যদি ইউরোপ আর আমেরিকার শ্রমিকেরা তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ না হয়, তা হলে অগ্রসর দেশগুলির বৈপ্লবিক আন্দোলন পর্যবসিত হবে একটি নিছক ধাপ্পায়।"[২১]

কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেদের জাহির করেন এমন কিছু ব্যক্তি ঠিক এই মৌলিক নীতির ব্যাপারেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পরিত্যাগ করেছেন। এ দিক থেকে ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

দীর্ঘকাল ধরেই ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির এই নেতারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ ছেড়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের উপরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ ও বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে যে দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা সমাজতন্ত্রেঃ ...ক, তা তাঁরা পরিহার ক'রে চলেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফরাসী বিপ্লবকে এরা ...মের পতাকা তাঁরা সঁপে দিয়েছেন গুগলের মতো লোকদের হাতে। অন্য কর্মধারা এবং নিং... শুধু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ১৯২৫ সালে স্তা...

পরিচালনা করছি... নির্বাচিত রচনাবলী' / ইংরাজী, মস্কো, ১৯৫২ / খণ্ড ২

নানাবিধ ছলাকলার আশ্রয় নিচ্ছেন। ফরাসী উপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে, বিশেষ ক'রে জাতীয় বৈপ্লবিক যুদ্ধকে, সমর্থন করতেই তাঁরা শুধু অস্বীকার করছেন না, উপরন্তু সেগুলির বিরোধিতাও করছেন। সামাজিক দাম্ভিকতার চোরা-বালিতে তাঁরা নিমজ্জিত হয়েছেন।

লেনিন বলেছেন, "ইউরোপের লোকেরা প্রায়ই ভুলে যান যে, উপনিবেশের জনগণও জাতি। কিন্তু এই ধরনের ভুলে যাওয়াকে মেনে নেওয়া মানেই হচ্ছে জাতি-দাম্ভিকতাকে মেনে নেওয়া।"[২২] অথচ কমরেড থোরেজ প্রমুখ ফরাসী নেতারা যে কেবল এই ধরনের 'ভুলে যাওয়াকে' মেনে নিচ্ছেন, তাই নয়, তাঁরা খোলাখুলিই বলেছেন যে ফরাসী উপনিবেশের জনগণ হচ্ছেন 'নাগরিকীকৃত ফরাসী মানুষ।'[২৩] ফরাসী উপনিবেশের জনগণের যে ফরাসী দেশ থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনতা ভোগের অধিকার আছে, তা পর্যন্ত তাঁরা অস্বীকার করছেন। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা অনুসৃত 'জাতীয় আত্তীকরণ'-এর নীতিকে তাঁরা প্রকাশ্যেই সমর্থন করছেন।

গত দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক নীতিকে অনুসরণ ক'রে এবং ফরাসী একচেটিয়া পুঁজির লেজুড় হিসেবে কাজ ক'রে আসছেন। ১৯৪৬ সালে যখন 'ফরাসী ইউনিয়নের' প্রস্তাব তুলে ফ্রান্সের একচেটিয়া পুঁজিপতি শাসকগোষ্ঠী একটি নয়া-উপনিবেশবাদী চাল চেলেছিলো, তখন ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারাও তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে ঘোষণা করেছিলেন: "স্বাধীন জাতিদের স্বাধীন ইউনিয়ন হিসেবে ফরাসী ইউনিয়নের এক চিত্র আমরা সব সময়েই এঁকে এসেছি",[২৪] ফ্রান্স এবং সাগরপারের যেসব দেশ অতীতে ফ্রান্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো—এই দু'য়ের সম্পর্ককে এক নোতুন ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করার সুযোগ এই ফরাসী ইউনিয়ন অনুমোদন করবে।"[২৫] ১৯৫৮ সালে যখন 'ফরাসী ইউনিয়ন' ভেঙে পড়লো এবং ফরাসী সরকার 'ফরাসী কমিউনিটি' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তুললো, তখন ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির এই নেতারা আবার সরকারের সুরে সুর মিলিয়ে ঘোষণা করলেন: "আমাদের বিশ্বাস, এক সাচ্চা কমিউনিটির প্রতিষ্ঠা হবে একটি ইতিবাচক ঘটনা।"[২৬]

---

২২ লেনিন: 'মার্কসবাদের বিকৃতি ও "সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ" অংশ ২, পৃষ্ঠা/ ৪৭২-৪৭৩

২৩ মরিস থোরেজ: আলজিয়ার্সে বক্তৃতা/ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

২৪ লিওন ফেই: পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে বক্তৃতা/জুন, ১৯৫৯

২৫ থোরেজ: পার্টি স্কুলের উদ্বোধনী বক্তৃতা/১০.১০.৫৫

২৬ ফেই: ঐ

তা ছাড়া, ফরাসী উপনিবেশগুলির জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার দাবির বিরোধিতা করতে গিয়ে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা তাঁদের এমনকি ভয় দেখাতেও চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, "ফরাসী ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবার যে-কোনো চেষ্টার একমাত্র ফল হবে সাম্রাজ্যবাদকে আরো জোরদার করা—হয়তো স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে, কিন্তু সে স্বাধীনতা হবে সাময়িক, নামসর্বস্ব ও মিথ্যা।" তাঁরা খোলাখুলিই বলেছেন, "প্রশ্নটা হচ্ছে এই : এই অপরিহার্য স্বাধীনতা কি হবে ফ্রান্সের সঙ্গে? নাকি ফ্রান্সের বাইরে? নাকি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে? আমাদের দেশের স্বার্থ দাবি করে যে, এই স্বাধীনতা হবে ফ্রান্সের সঙ্গে।"[২৭]

আলজেরিয়ার প্রশ্নে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের জাতি-দাম্ভিকতা আরো বেশি প্রকট। সম্প্রতি তাঁরা এই ব'লে নিজেদের সাফাই গাইতে চেষ্টা করেছেন যে, অনেক দিন ধরেই তাঁরা "আলজিরিয়ার জনগণের স্বাধীনতার সঠিক দাবিকে স্বীকার ক'রে এসেছেন।" কিন্তু আসল ঘটনা কী?

আলজেরিয়ার স্বাধীনতার অধিকারকে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা অনেকদিন পর্যন্ত স্বীকাব করেননি। তাঁরা ফরাসী একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের অনুসরণ ক'রে এসেছেন এবং তারস্বরে চিৎকাব ক'রে বলেছেন, "আলজেরিয়া ফ্রান্সেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ",[২৮] আর "ফ্রান্সকে হতে হবে আফ্রিকার এক বিরাট শক্তি—আজও, এবং ভবিষ্যতেও।"[২৯] থোরেজ ও অন্যান্যরা এ' ব্যাপারে খুবই চিন্তিত ছিলেন যে, আলজেরিয়া প্রতি বছর ফ্রান্সকে সরবরাহ করতে পারে '১০ লক্ষ ভেড়া' এবং বিপুল পরিমাণ গম, আর এই ভাবে সমাধান করতে পারে ফ্রান্সের 'মাংসের ঘাটতি' এবং 'শস্যের ঘাটতি'।[৩০] একবার দেখুন! ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা কী প্রচণ্ড জাতি-দাম্ভিকতায় ভুগছেন! সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার সামান্যতম প্রমাণও কি তারা দিচ্ছেন? সর্বহারা বিপ্লবীর কোনো গুণই কি আর তাঁদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে? এই জাতি-দাম্ভিকতার পথে গিয়ে তাঁরা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি এবং ফরাসী জাতির প্রকৃত স্বার্থের প্রতি।

---

২৭ রেমণ্ড বার্ব : ডেমোক্র্যাটিক ম্যুভেল পত্রিকা/সংখ্যা ১১, ১৯৫৮

২৮ ফ্রান্সের কনষ্টিটিউয়েন্ট জাতীয় পরিষদের ২৪শে সেপ্টেম্বর '৪৬ তারিখের অধিবেশনের দলিল/পরিশিষ্ট ২, সংখ্যা ১০১৩

২৯ ফ্লরিমণ্ড বন্টি : কনষ্টিটিউয়েন্ট পরিষদের বক্তৃতা/১৯৪৪

৩০ থোরেজ : দশম পার্টি-কংগ্রেসে বক্তৃতা/১৯৪৫

"জাতিগত বিদ্বেষের (Racism) তত্ত্ব" এবং "পীত-বিভীষিকার তত্ত্বের" বিরুদ্ধে

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতায় তাঁদের সর্বরোগহর দাওয়াইয়ের ফুরিয়ে যাবার পর সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা এখন এমন পর্যায়ে নেমে গিয়েছেন যে, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল জাতিগত বিদ্বেষের তত্ত্বটিকেই তাঁরা এখন আঁকড়ে ধরেছেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার যে নির্ভুল নীতি চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি অনুসরণ ক'রে এসেছে, তাকে তাঁরা বর্ণনা করছেন, 'জাতিগত বিদ্বেষের ও ভৌগোলিক প্রাচীর গড়ে তোলার', 'শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির জায়গায় জাতিগত বিদ্বেষের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার' এবং 'এশিয়া ও আফ্রিকাব জনগণের জাতিগত এমনকি জাতিভেদগত সংস্কারগুলিকে পর্যন্ত উত্তেজিত করার' চেষ্টা হিসেবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে যদি কিছু না থাকতো, তা হলে হয়তো এই ধবনের মিথ্যা প্রচার জনগণকে প্রতারিত করতে পারতো, কিন্তু এই মিথ্যা প্রচারকারীদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁরা এমন ভুল এক যুগে বাস করছেন, যেখানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইতিমধ্যেই জনগণের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যে কথা স্তালিন ঠিকই বলেছেন, লেনিনবাদ "সাদা এবং কালোর মধ্যেকার দেয়াল, ইউরোপীয় এবং এশীয়দের মধ্যেকার দেয়াল, সাম্রাজ্যবাদের 'সভ্য' এবং 'অসভ্য' দাসদের মধ্যেকার দেয়াল চুরমার ক'রে দিয়েছে।"৩১ সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা আজ যতোই চেষ্টা করুন না কেন, জাতিগত বিদ্বেষের দেয়াল নোতুন ক'রে গড়ে তুলতে আর তাঁরা সক্ষম হবেন না।

শেষ বিচারে দেখা যাবে সমসাময়িক যুগে জাতীয় প্রশ্নটি হলো শ্রেণীগত সংগ্রামের প্রশ্ন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রশ্ন। বর্তমানে সাদা, কালো, হলদে, বাদামী সমস্ত জাতির শ্রমিক, কৃষক, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানুষ গড়ে তুলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের সেবাদাসদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট। এই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট ক্রমেই আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং শক্তি সঞ্চয় করছে। এখন প্রশ্ন এই নয় যে, সাদা মানুষের পক্ষ নেওয়া হবে, নাকি কালো মানুষের পক্ষ নেওয়া হবে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই নিপীড়িত জাতি ও জনগণের পক্ষ নেওয়া হবে, নাকি মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদেয় পক্ষ নেওয়া হবে?

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে যে, এক দিকে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী আর অন্য দিকে নিপীড়িত জাতি—এই দু'য়ের মধ্যে নিপীড়িত জাতিসমূহকে

---

৩১ স্তালিন: 'লেনিনবাদের ভিত্তি' / 'রচনাবলী': খণ্ড ৬, পৃ ১৪৪

অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে পার্থক্যের সীমারেখা টানতে হবে। এই সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখাকে অস্পষ্ট ক'রে দেবার মানেই হচ্ছে জাতিগত দাম্ভিকতার দৃষ্টিভঙ্গি—যে দৃষ্টিভঙ্গি সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদকে সাহায্য করে।

লেনিন বলেছেন, "ঠিক এই কারণেই আমাদের কর্মসূচীতে নিপীড়ক জাতি আর নিপীড়িত জাতির মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। এই জাতিগত নিপীড়নই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের মর্মবস্তু। কিন্তু সামাজিক দাম্ভিকরা আর কাউটস্কি ঠিক এই পার্থক্যটিকেই মিথ্যা অছিলায় এড়িয়ে যান।"[৩২]

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে এশিয়া আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের এই ঐক্য "জাতিগত বিদ্বেষ ও ভৌগোলিক নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত"—এই কুৎসা রটনা ক'রে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা স্পষ্টতই নিজেদেরকে সামাজিক দাম্ভিকদের ও কাউটস্কির সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন। এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা বর্ণনা করছেন শ্বেতাঙ্গ জাতির বিরুদ্ধে অশ্বেতাঙ্গ জাতির আন্দোলন হিসেবে, আর এইভাবে তাঁরা ফেরি করছেন 'জাতিগত বিদ্বেষের তত্ত্ব' এবং চেষ্টা করছেন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মানুষদের মধ্যে জাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি ক'রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম থেকে বিশ্বের জনগণকে সরিয়ে নিতে এবং আধুনিক সংশোধনবাদ-বিরোধী সংগ্রাম থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীকে নিবৃত্ত করতে।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা 'পীত বিভীষিকা' এবং 'চেঙ্গিস খানের আসন্ন প্রাদুর্ভাব' সম্পর্কেও এক সোরগোল তুলেছেন। এটা এমন ধরনের কুৎসা যার জবাব দেবারও প্রয়োজন নেই। চেঙ্গিস খানের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে কিংবা মঙ্গোলীয়, রুশীয় ও চীনা জাতিত্রয়ের বিকাশ ও রাষ্ট্র হিসেবে তাদের আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও আমরা এই প্রবন্ধে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের আমরা কেবল এই কথাই বলবো যে, এই ধরনের গালগল্প ছড়াবার আগে তাঁরা যেন তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান আরেকবার ঝালিয়ে নেন। চেঙ্গিস খান ছিলো মঙ্গোলিয়ার একজন 'খান' আর তার আমলে চীন এবং রাশিয়া দুই-ই হয়েছিলো মঙ্গোলিয়ার আগ্রাসনের শিকার। ১২১৫ সালে সে আক্রমণ করে চীনের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর অংশে, আর ১২৪০ সালে আক্রমণ করে রাশিয়াকে। তার মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরসূরীরা রাশিয়া দখল করে ১২৪০ সালে, আর তার উনচল্লিশ বছর পরে ১২৭৯ সালে সমগ্র চীন দখল করে।

---

৩২ লেনিন : 'বিপ্লবী সর্বহারা ও জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার'

১৯৩৪ সালে চীনের প্রখ্যাত লেখক লুস্থন তাঁর এক প্রবন্ধে চেঙ্গিস খান সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখেন। আপনাদের উপকাবে লাগতে পারে এই আশায় আমরা এখানে তা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

এ প্রবন্ধ লুস্থন লিখেছিলেন যখন তাঁব বয়স মাত্র কুড়ি বছব।

"শুনছি, 'আমাদের' চেঙ্গিস খান নাকি ইউরোপ জয় ক'রেছিলেন এবং 'আমাদের' ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল যে যুগ সেই যুগটির উদ্বোধন করেছিলেন। আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আমাদের যুগের সবচেয়ে উজ্জ্বল এই যুগটি হচ্ছে আসলে সেই যুগ, যখন মঙ্গোলীয়রা চীনকে জয় ক'রে আমাদের গোলাম বানিয়েছিলো। আর এই আগষ্টের আগে আমি জানতামই না যে, চীনকে জয় করার আগে মঙ্গোলীয়রা জয় কবেছিলো রাশিয়াকে আব আক্রমণ কবেছিলো হাঙ্গেরি এবং অষ্ট্রিয়াকে, আর তখনো চেঙ্গিস খান আমাদের 'খান' হননি। আমবা গোলাম হবাব আগে গোলাম হয়েছিলো রুশরা। স্বভাবতই একথা বলা রুশদেরই সাজে, 'আমাদেব' চেঙ্গিস খান যখন চীন জয় করেছিলেন, তখন তিনি উদ্বোধন কবেছিলেন আমাদেব ইতিহাসেব সবচেয়ে উজ্জ্বল যুগটির।"৩৩

আধুনিক বিশ্ব-ইতিহাস সম্পর্কে যাঁবই এতটুকু জ্ঞান আছে তিনিই জানেন, যে 'পীত বিভীষিকার তত্ত্ব' নিয়ে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা এতো হৈ চৈ করছেন, সেটা জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম-এর কাছ থেকে ধার কবা উত্তরাধিকার। অর্ধশতাব্দী আগে দ্বিতীয় উইলিয়াম বলেছিলো, "আমি পীত-বিভীষিকায় বিশ্বাস করি।"

'পীত বিভীষিকাব তত্ত্ব' প্রচাবেব পেছনে জার্মান সম্রাটের অভিসন্ধি ছিলো চীনকে আরো ভাগ করা, এশিয়াকে আক্রমণ কবা, বিপ্লব থেকে ইউরোপের জনগণের মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া, এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধেব জন্য ও বিশ্বপ্রভুদের প্রতিষ্ঠার জন্য তার সক্রিয় প্রস্তুতিকে আড়াল করবাব উদ্দেশ্যে এই জুজুকে ব্যবহার করা।

দ্বিতীয় উইলিয়াম যখন 'পীত বিভীষিকার তত্ত্ব' প্রচার করে, ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর তখন দারুণ অবক্ষয়ের অবস্থা, তারা তখন চরম প্রতিক্রিয়াশীল। চীন, তুরস্ক, আর পারস্যে তখন বয়ে চলেছিলো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ব্যাপক জোয়ার। ভারতেও লেগেছিলো তার ঢেউ। সময়টা তখন ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের কাছাকাছি। ঠিক সেই সময়েই 'পিছিয়ে-পড়া ইউরোপ আর এগিয়ে-যাওয়া এশিয়া' সম্পর্কে লেনিন তাঁর বিখ্যাত মন্তব্যটি করেন।

দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলো তার যুগের একটা কেউ-কেটা ব্যক্তি। ঘটনা কিন্তু দেখিয়ে দিলো যে, সে আসলে ছিলো রোদের তাপের সামনেকার একটা বরফে গড়া পুতুলের

---

৩৩ লুস্থন: 'সংকলিত রচনাবলী'/পিকিং, ১৯৫৮/খণ্ড ৬, পৃঃ ১০৯

মতো। কিছু দিন যেতে না যেতেই কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াশীল ধুরন্ধর একেবারেই উবে গেলো, আর তারই সঙ্গে সরে গেলো তার উদ্ভাবিত 'পীত বিভীষিকার তত্ত্বটি'। অন্যদিকে মহান লেনিন বেঁচে থাকবেন চিরকাল, আর চিরকাল বেঁচে থাকবে তাঁর ভাস্বর শিক্ষা-সমূহ।

পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে, পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদ হয়েছে আরো মুমূর্ষু, আরো প্রতিক্রিয়াশীল, তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকায় বিপ্লবের ঝড় বহুগুণ তীব্রতর হয়েছে। এটা খুবই অস্বাভাবিক যে, এখনো এমন সব মানুষ আছেন, যাঁরা দ্বিতীয় উইলিয়ামের ছেঁড়া জুতোয় পা গলাতে চান। বস্তুত এটা হচ্ছে ইতিহাসের পরিহাস।

পুরোনো সংশোধনবাদের নোতুন সংস্করণ

জাতীয় ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে সি. পি. এস. ইউ'র নেতৃত্ব যে নীতি অনুসরণ করছেন সে নীতি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদীদের দেউলিয়া নীতির সঙ্গে এক ও অভিন্ন। একমাত্র পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদীরা সেবা করেছে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশবাদকে, আর আধুনিক সংশোধনবাদীরা সেবা করছে সাম্রাজ্য-বাদের নোতুন উপনিবেশবাদকে।

পুরোনো সংশোধনবাদীরা সুর মেলাতো পুরোনো উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে, আর ক্রুশ্চভ সুর মেলাচ্ছেন নোতুন উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে। বার্নস্টাইন, কাউটস্কি প্রমুখ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পাণ্ডারা ছিলো সাম্রাজ্যবাদের পুরোনো উপনিবেশবাদের উকিল, তারা খোলাখুলিই বলতো—ঔপনিবেশিক শাসন হচ্ছে প্রগতিশীল, উপনিবেশের দেশে দেশে তা এনে দিয়েছে উন্নত এক সভ্যতা, বিকশিত করেছে উৎপাদনী শক্তিসমূহ। এমনকি এ কথাও তারা বলতো যে, "উপনিবেশের অবসান মানে বর্বরতার জাগরণ।"[৩৪]

এ ব্যাপারে পুরোনো সংশোধনবাদীদের থেকে ক্রুশ্চভের কিছুটা পার্থক্য আছে। পুরোনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে ধিক্কার জানানোর মতো সাহস অন্তত: তাঁর আছে।

এ সাহস তাঁর এলো কোত্থেকে? কেননা সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সুর পালটে ফেলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর জাতীয় মুক্তি বিপ্লব—এই দু'য়ের তীব্র আঘাতে সাম্রাজ্যবাদীরা এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলো যে, "পশ্চিমী দেশগুলো যদি উপনিবেশবাদকে যথা পূর্বম্ বজায় রাখতে চেষ্টা করে, তা হলে প্রচণ্ড বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।"[৩৫] তাছাড়া, ঔপনিবেশিক শাসনের পুরোনো ধরণ-ধারণ "পুরোনো ঘায়ের

---

৩৪ এডুয়ার্ড ডেভিড: ষ্টুটগার্টে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে বক্তৃতা/১৯০৭

৩৫ জন ফষ্টার ডালেস: 'যুদ্ধ না শান্তি' /ইংরাজী, ১৯৫৭/পৃঃ ৭৬

মতো দগদগ্‌ করতে থাকবে, আর তার ফলে জাতির জীবনের অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয়বিধ শক্তিই বিষাক্ত ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।"[৩৬] এই কারণেই উপনিবেশবাদীদের চেহারায় ও আচরণে পরিবর্তন ঘটাতে হলো, নয়া-উপনিবেশবাদ প্রবর্তন করতে হলো। কাজেই, ক্রুশ্চভও নয়া উপনিবেশবাদীদের সুরে সুর মিলিয়ে নয়া উপনিবেশবাদকে আড়াল করার জন্য হাজির করেছেন 'উপনিবেশবাদের অন্তর্ধানের তত্ত্ব'। শুধু তাই নয়, তিনি চেষ্টা ক'রে চলেছেন, যাতে নিপীড়িত জাতিগুলিও এই নয়া উপনিবেশবাদকে বুকে টেনে নেয়। সক্রিয়ভাবে তিনি এই বক্তব্য প্রচার ক'রে চলেছেন যে, নিপীড়িত জাতিসমূহ ও সভ্য সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' প্রসাদে নিপীড়িত জাতিগুলির "জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ঘটবে," তাদের উৎপাদিকা শক্তিগুলির উন্নতি সাধিত হবে, তাদের আভ্যন্তরীণ বাজার "অতুলনীয়ভাবে বৃদ্ধি লাভ করবে" এবং শিল্পোন্নত দেশগুলির "প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এবং অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদি আরো বেশি পরিমাণে সরবরাহ করতে পারবে,"[৩৭] এবং একই সঙ্গে "উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান বিশেষভাবে উন্নত ক'রে তুলবে।"[৩৮]

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদীদের অস্ত্রাগার থেকে গোটা কয়েক বস্তাপচা হাতিয়ার জোগাড় করতেও ক্রুশ্চভ ভুলে যাননি।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

পুরোনো সংশোধনবাদীরা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করতো এবং এই অভিমত পোষণ করতো যে, জাতীয় প্রশ্নের "মীমাংসা হতে পারে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে।"[৩৯] এ ব্যাপারে ক্রুশ্চভ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদীদের লাইনই গ্রহণ করেছেন এবং "ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে শান্তিপূর্ণভাবে কবর দেবার" পক্ষে ওকালতি করছেন।[৪০] পুরোনো সংশোধনবাদীরা বিপ্লবী মার্কসবাদীদের আক্রমণ করতো এই কুৎসা ছুঁড়ে দিয়ে যে, "বলশেভিকবাদ হচ্ছে মূলতঃ সমাজতন্ত্রের একটি যুদ্ধবাদী রূপ"[৪১] এবং "কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক এই দুরাশা পোষণ করে যে, বিজয়ী লালফৌজের বেয়নেটের

---

৩৬ জন ষ্ট্র্যাচি: 'সাম্রাজ্যের অবসান'/ইংরাজী, ১৯৫৯/ পৃঃ ১১৪

৩৭ ক্রুশ্চভ: রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা/সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৬০

৩৮ 'কমিউনিস্ট' পত্রিকা/মস্কো: সংখ্যা ২, ১৯৬১

৩৯ 'প্রথম ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের তথ্যপঞ্জী' / রুশ সংস্করণ: মস্কো, ১৯২৬/পৃষ্ঠা ৩৮০

৪০ ৩৭ নং টীকার অনুরূপ

৪১ ৩৯ নং টীকার অনুরূপ / পৃঃ ৪৬৮

ভগায় শ্রমিকদের মুক্তি অর্জিত হবে, আর বিশ্ব-বিপ্লবের জন্য দরকার আর একটি নোতুন বিশ্বযুদ্ধ।" তার সঙ্গে তারা এই গালগপ্পোও প্রচাব করতো যে, এই অবস্থানই "নোতুন এক বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে বিপজ্জনক সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।" বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যে ভাষায় পুরোনো সংশোধনবাদীরা কুৎসা করতো, ঠিক সেই একই ভাষায় ক্রুশ্চভ আজ কুৎসা করছেন সি. পি. সি. ও অন্যান্য মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টির বিরুদ্ধে। এ' ব্যাপারে কোনো রকম পার্থক্য খুঁজে পাওয়াটাই হবে খুব কঠিন ব্যাপার।

আর এ'কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ক্রুশ্চভ যেভাবে সাম্রাজ্যবাদেব নয়া উপনিবেশ-বাদের সেবা ক'রে চলেছেন, তা পু'রোনো উপনিবেশবাদেব প্রতি পুবোনো সংশোধন-বাদীদের সেবার তুলনায় এক বিন্দুও কম নয়।

লেনিন দেখিয়েছিলেন, কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের কর্মনীতি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে বিপ্লবী ও সুবিধাবাদী—এই দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে দিয়েছিলো। বিপ্লবী অংশ নিপীড়িত জাতিগুলির পক্ষ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদীদের বিরোধিতা করেছিলো। আর তার বিপরীতে, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির জনগণকে নিঙড়ে সাম্রাজ্যবাদীরা যা কিছু করায়ত্ত করেছিলো, সুবিধাবাদীরা তার উচ্ছিষ্ট পেয়েই পরিতৃপ্ত ছিলো। তারা সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদীদেব পক্ষ নিয়ে মুক্তির জন্য নিপীড়িত জাতিগুলির বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিলো।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লবী ও সুবিধেবাদীদের মধ্যে লেনিনের বর্ণনার মতো ঠিক একই রকম ভাগ আজ রূপ নিচ্ছে—শুধুমাত্র পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যেই নয়, এমনকি সর্বহারাশ্রেণী যেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেই সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলিতেও।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে যদি সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই দৃঢ় মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদীদের সেবাদাস সংশোধনবাদীদের সঙ্গে তাদের সুস্পষ্ট এক পার্থক্য রেখা টানতে হবে, এবং দৃঢভাবে সংশোধনবাদীদের প্রভাব উপড়ে ফেলতে হবে।

সংশোধনবাদীরা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সারিতে ঘাপ্‌টি মেরে-থাকা সাম্রাজ্যবাদের দালাল। লেনিন বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম সুবিধেবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত না হলে তা হয়ে দাঁড়ায় ভুয়া, ধাপ্পাবাজী।"[৪২] কাজেই এটা সুস্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদ এবং পুরোণো ও নয়া উপনিবেশ-

৪২ ঐ: পৃষ্ঠা ৪৭৪

বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অবশ্যই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে হবে নয়া উপনিবেশবাদীদের ফেরিওয়ালাদের বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে।

সাম্রাজ্যবাদীরা যতোই তাদের অভিসন্ধি লুকিয়ে রাখার চেষ্টায় ন'ড়ে-চ'ড়ে বসুক না কেন, তাদের ফেরিওয়ালারা যতোই তাদের চুনকাম ক'রে নয়া উপনিবেশবাদকে সাহায্য করুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ কিছুতেই তাদের ধ্বংস এড়াতে পারবে না। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিজয় হচ্ছে অপ্রতিরোধ্য। আজ হোক আর কাল হোক, নয়া উপনিবেশবাদের ফেরিওয়ালারা অতি অবশ্যই দেউলিয়া হয়ে পড়বে।

দুনিয়ার শ্রমিকেরা এবং নিপীড়িত জাতিগুলি, এক হও!

———

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে দু'টি ভিন্ন লাইন

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি প্রসংগে পঞ্চম মন্তব্য

'পিপলস্ ডেইলি' ও 'রেড ফ্ল্যাগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ
নভেম্বর ১৯, ১৯৬৩

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সারা পৃথিবী জুড়ে আজ আলোচনা চলছে।

সাম্রাজ্যবাদের অপরাধমূলক ব্যবস্থা বিশ্বের জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে দুটি বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ-সহ অসংখ্য যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধগুলি যেমন মানুষের প্রচণ্ড দুর্দশার কারণ হয়েছে, ঠিক তেমনি এগুলি মানুষকে শিক্ষাও দিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মানুষ সর্বত্র প্রচণ্ডভাবে দাবী জানাচ্ছেন বিশ্ব-শান্তির জন্য। ক্রমেই বেশি বেশি মানুষ বুঝতে পারছেন যে বিশ্বশান্তিকে রক্ষা করতে গেলে সাম্রাজ্য-বাদীদের আগ্রাসন ও যুদ্ধের নীতির বিরুদ্ধে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে।

শান্তিকামী জনগণের আবেগকে ভিত্তি ক'রে বিশ্বশান্তির জন্য সংগ্রামের সামনের সারিতে দাঁড়াতে সমগ্র বিশ্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা দায়িত্ববদ্ধ। তাঁরা দায়িত্ববদ্ধ সাম্রাজ্য বাদীদের আগ্রাসন ও যুদ্ধের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং তাদের ধাপ্পাবাজির এবং যুদ্ধের চক্রান্তের মুখোশ খুলে দিতে। তাঁরা দায়িত্ববদ্ধ জনগণকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে, এবং বিশ্বশান্তির জন্য জনগণের সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের বিপরীতে আধুনিক সংশোধনবাদীরা জনগণকে ধোঁকা দিতে, জনগণের মনোযোগকে বিপথগামী ক'রে তুলতে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামকে দুর্বল ও নস্যাৎ ক'রে দিতে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নোতুন একটি বিশ্বযুদ্ধের চক্রান্তকে আড়াল করতে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য ক'রে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়োজনই মিটিয়ে থাকে।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন সংশোধনবাদী লাইনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইনই হচ্ছে সঠিক লাইন, যা বিশ্বশান্তি অর্জনে সাহায্য করতে পারে। সি. পি. সি'-সহ সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি এবং সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই এই লাইনকেই ঊর্ধে তুলে ধরেছেন।

সংশোধনবাদী লাইনটি হচ্ছে একটি ভুল লাইন, যা একটি নোতুন যুদ্ধের বিপদকে বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। বিংশ কংগ্রেস থেকে সি. পি. এস. ইউ'-এর নেতারা এই লাইনেরই বিকাশ ঘটাচ্ছেন।

সি. পি. এস. ইউ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠিতে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে চীনা কম্যু-নিস্টদের সম্পর্কে প্রচুর মিথ্যা কুৎসা রটনা করা হয়েছে, কিন্তু এগুলি দিয়ে বিরোধের মর্মবস্তুকে ঢাকা যাবে না।

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন ও আধুনিক সংশোধনবাদী লাইনের প্রধান পার্থক্যগুলি এবার বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক।

ইতিহাসের শিক্ষা

পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হবার পর থেকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সংশোধনবাদের মধ্যেকার সংগ্রামে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে এসেছে।

আধুনিক যুগে যুদ্ধের উৎস হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদীরা পালাক্রমে কপট শান্তির নীতি ও যুদ্ধের নীতি অনুসরণ করে। প্রায়ই তারা শান্তির সম্পর্কে মিথ্যা বুলি আউড়ে তাদের আক্রমণ ও নোতুন যুদ্ধের প্রস্তুতির অপরাধকে আড়াল করে।

সাম্রাজ্যবাদীদের শান্তির প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য লেনিন ও স্তালিন অক্লান্তভাবে সমস্ত দেশের জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন।

লেনিন বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি "মুখে শান্তি ও সুবিচারের কথা বলে, কিন্তু বাস্তবতঃ পররাজ্যগ্রাসী ও লুণ্ঠনকারী যুদ্ধ চালায়।"[১] স্তালিন বলেছেন, "সাম্রাজ্যবাদীদের শান্তিবাদিতার পথ অবলম্বনের লক্ষ্য একটাই—একটি নোতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য শান্তি সম্পর্কে বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথা দিয়ে জনগণকে প্রতারণা করা।"[২] তিনি আরো বলেছেন: "অনেকে সাম্রাজ্যবাদী শান্তিবাদিতাকে শান্তির একটি হাতিয়ার ভাবেন। সেটা পুরোপুরি ভুল। সাম্রাজ্যবাদী শান্তিবাদিতা হচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়াব এবং এই প্রস্তুতিকে শান্তি সম্পর্কে কপট কথার ছদ্মবেশে আড়াল করার একটি হাতিয়ার। এই শান্তিবাদিতা ছাড়া এবং এর হাতিয়ার লীগ অফ নেশনস ছাড়া, আজকের অবস্থায়, যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়াটাই অসম্ভব হয়ে উঠতো।"[৩]

লেনিন ও স্তালিনের বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীর থেকে দলচ্যুত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদীরা জনগণকে প্রতারণা করবার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করেছিলো এবং দু'টি বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর কাজে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের দোসরে পরিণত হয়েছিলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে, বার্ণষ্টাইন ও কাউট্স্কির নেতৃত্বে সংশোধনবাদীরা কপট শান্তির বুলি আউড়ে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামী মনোভাবকে অসার ক'রে দেবার এবং একটি বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে আড়াল করার চেষ্টা চালিয়েছিলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার মুহূর্তেই পুরোনো সংশোধনবাদীরা দ্রুত তাদের শান্তির মুখোস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষ অবলম্বন করেছিলো, বিশ্বের পুনর্বিভাজনের জন্য আয়োজিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন করেছিলো বাড়তি

---

১ লেনিন: 'নির্বাচিত রচনাবলী'/খণ্ড ২, অংশ ১: পৃঃ ৩৩২

২ স্তালিন: 'রচনাবলী'/খণ্ড ৬, পৃ: ২৯৭

৩ ঐ/খণ্ড ১: পৃঃ ২০৯

সামরিক খরচের পক্ষে সংসদে ভোট দিয়েছিলো এবং মাতৃভূমিকে রক্ষা করার কপট আওয়াজ তুলে তাদের নিজেদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে প্ররোচিত করেছিলো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ও অন্যান্য দেশের শ্রেণী-ভাইদের হত্যা করতে।

যখন সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের স্বার্থে যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন হলো, তখন কাউট্স্কির মতো সংশোধনবাদীরা এ সব কথা ব'লে মানুষের মনকে বিষাক্ত করতে এবং বিপ্লবের বিরোধিতা করাতে চেষ্টা করলো: "বাঁচো এবং বাঁচতে দাও" এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি আপোষমূলক শান্তির চেয়ে আর কিছুই আমাকে বেশি সুখী করতে পারে না।"[৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে দলত্যাগী কাউট্স্কি এবং তার উত্তরসূরীরা আরও বেশি ক'রে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতারণামূলক শান্তিবাণীর সোচ্চার প্রচারক হয়ে উঠেছিলো।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদীরা যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে এক গাদা মিথ্যা রটনা করেছে।

এক ॥ তারা সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে মোহ সৃষ্টি ক'রে মানুষের মনকে সংগ্রাম-বিমুখ ক'রে তুলেছিলো। কাউট্স্কি বলেছিলো, "বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে বিপদ সামান্যই। আরও বড়ো বিপদ আসার সম্ভাবনা রয়েছে প্রাচ্যের জাতীয় আন্দোলনগুলি ও বিভিন্ন ধরনের একনায়কত্ব থেকে।"[৫] এভাবে জনগণকে বিশ্বাস করতে বলা হলো যে, যুদ্ধের উৎস সাম্রাজ্যবাদ নয়, বরং প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলি এবং শান্তির মহান রক্ষী সোভিয়েত রাষ্ট্র।

দুই। তারা নোতুন যুদ্ধের বিপদকে আড়াল করার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করেছে এবং জনগণেব সংগ্রামী চেতনাকে ভোঁতা ক'রে দিয়েছে। ১৯২৮ সালে কাউট্স্কি বলেছিলো, "যদি আজও তোমরা জোর গলায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপদের কথা বলতে থাকো, তাহলে তোমরা একটি গতানুগতিক সূত্রের ওপর বিশ্বাস রাখছো, আজকের বিবেচনার ওপর নয়।"[৬] তার মতো পুরোনো সংশোধনবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেব অনিবার্যতায় বিশ্বাসীদের, "ইতিহাসের অদৃষ্টবাদী ধারণায় বিশ্বাসী"[৭] ব'লে বর্ণনা করতো।[৮]

---

৪ কাউট্স্কি: 'জাতীয় সমস্যা' / রুশ সংস্করণ, ১৯৫৮ / পৃঃ ৮৮

৫ কাউট্স্কি: 'প্রতিরক্ষার প্রশ্ন ও সমাজ-গণতন্ত্র / জার্মান সংস্করণ, পৃ ৩৭

৬ ঐ : পৃ ২৮

৭ হুগো হেসি: 'হ্যাণ্ডবুক অফ দি কংগ্রেস অফ দি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ইন ১৯১০-১৩' / জার্মান সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃঃ ২৩৪

তিন ॥ যুদ্ধ মানবজাতিকে ধ্বংস করবে—এই ধারণা প্রচার ক'রে তারা জনগণকে ভয় দেখাতো। কাউট্‌স্কি বলেছিলো, 'পরবর্তী যুদ্ধ শুধুমাত্র অভাব আর দুর্দশাই বয়ে আনবে না, তা মূলগতভাবে সভ্যতাকেও ধ্বংস করবে। অন্ততঃ ইউরোপে। ধূমায়মান ধ্বংসস্তূপ আর পচা শবদেহ ছাড়া আর কিছুই তা ফেলে যাবে না।[৮] পুরোনো সংশোধনবাদীরা বলতো, 'বিগত যুদ্ধ সারা পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছিলো, পরবর্তী যুদ্ধ একে সম্পূর্ণই ধ্বংস করবে। নোতুন আর একটি যুদ্ধের শুধুমাত্র প্রস্তুতিই পৃথিবীকে ধ্বংস করবে।'[৯]

চার ॥ তারা ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধের মধ্যে কোনো পার্থক্য টানেনি এবং বিপ্লব করতেই নিষেধ করেছিলো। ১৯১৪ সালে কাউট্‌স্কি বলেছিলো, "......আজকের দিনে সাধারণভাবে জাতিগুলির এবং বিশেষভাবে সর্বহারার পক্ষে যুদ্ধের চাইতে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই নেই। কী উপায়ে সম্ভাব্য যুদ্ধ বন্ধ করা যায়, তা নিয়েই আমরা আলোচনা করলাম, কোন্ যুদ্ধ প্রয়োজনীয় আর কোন্ যুদ্ধ ক্ষতিকর তা নিয়ে নয়।'[১০]

সে আরও বলেছিলো, 'চিরস্থায়ী শান্তির স্পৃহা ক্রমেই বেশী বেশী ক'রে অধিকাংশ সুসভ্য জাতিকে প্রেরণা দিচ্ছে। এটা আমাদের সময়কার অত্যাবশ্যক বিরাট সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে।'[১১]

পাঁচ ॥ তারা এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলো যে, অস্ত্রই সবকিছু নির্ধারণ করে, এবং তারা সশস্ত্র বিপ্লবেরও বিরোধিতা করেছিলো। কাউট্‌স্কি বলেছিলো, 'যেমন প্রায়ই বলা হয়েছে, কেন আগামী বিপ্লবী সংগ্রামগুলি ক্রমেই কম কম সামরিকভাবে লড়া হবে, তার একটা কারণ হচ্ছে এই যে, নাগরিকদের কাছে যে সব অস্ত্র আছে, তার তুলনায় আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, যার জন্য এরকম যুদ্ধে নাগরিকদের অবস্থা শুরু থেকেই হতাশাব্যঞ্জক থাকে।'[১২]

ছয় ॥ নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমেই বিশ্বশান্তি রক্ষা করা যেতে পারে এবং জাতিসমূহের মধ্যে সাম্য অর্জিত হতে পারে—তারা এই অবাস্তব তত্ত্ব ছড়াতো। বার্ণষ্টাইন বলেছিলো,

---

৮ কাউট্‌স্কি : 'যুদ্ধ ও গণতন্ত্র'-এর ভূমিকা জার্মাণ সংস্করণ, পৃঃ ৯

৯ 'ম্যাটেরিয়াল অফ দি ফার্স্ট অ্যাণ্ড সেকেণ্ড ইনটারন্যাশনাল' / রাশিয়ান সংস্করণ পৃঃ ৩৭৮

১০ কাউট্‌স্কি : 'যুদ্ধে সমাজ-গণতন্ত্র'

১১ ঐ : ৮নং টীকা দ্রষ্টব্য

১২ ঐ : 'ডেই নিউ জেইট' পত্রিকা / ১৩.১২.১৮৯৩

'বিশ্বে শান্তি আসুক, এবং মানুষের মধ্যে শুভেচ্ছা সঞ্চারিত হোক। আমাদের দ্বিধা ও দেরী না ক'রে, সবার স্বার্থে—আন্তর্জাতিক চুক্তি ও নিরস্ত্রীকরণের মধ্যে দিয়ে—জাতিসমূহের সমান অধিকার অর্জনের জন্য সমাজের অবাধ প্রগতিতে সামিল হওয়া উচিত।'[১৩]

সাত॥ তারা এই ভুল ধারণা প্রচার করেছিলো যে, নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থ পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে সাহায্য করার কাজে লাগানো যেতে পারে। কাউট্‌স্কি বলেছিলো, '......পশ্চিম ইউরোপে সামরিক ব্যয়ের বোঝা যতো কম হবে, চীন, পারস্য, তুরস্ক, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রেল লাইন তৈরীর উপায় ততো বৃদ্ধি পাবে এবং বিধ্বংসী রণতরী তৈরী করার চাইতে এই ধরনের সরকারী গঠনকাজ শিল্পের উন্নতি ঘটানোর ক্ষেত্রে অনেক ফলপ্রসূ উপায়।'[১৪]

আট॥ তারা সাম্রাজ্যবাদীদের শান্তির রণনীতির জন্য পরিকল্পনা হাজির করেছিলো। কাউট্‌স্কি বলেছিলো, 'সভ্য ইউরোপের জাতিগুলি (এবং একইভাবে আমেরিকানরা) লৌহনির্মিত জাহাজ আর উড়োজাহাজের চাইতে অনেক কার্যকরীভাবে নিকট ও দূর প্রাচ্যে শান্তি রক্ষা করতে পারে, তাদের অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত সম্পদের মাধ্যমে।'[১৫]

নয়॥ তারা সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত লীগ অফ্ নেশনস্-এর উচ্চ প্রশংসা করতো। কাউটস্কি বলতো: 'লীগ অফ নেশনস্-এর অস্তিত্বমাত্রই শান্তির পক্ষে একটি বিরাট অবদান। এটি শান্তিরক্ষার জন্য শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে, যা আর কোনো প্রতিষ্ঠানই করতে পারে না।'[১৬]

দশ॥ তারা এই মোহ ছড়াতো যে, বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। কাউটস্কি বলেছিলো: 'আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তি, এবং যখনই সে লীগ অফ নেশনস্-এর মধ্যে বা তার সাথে কাজ করবে, তখনই সে যুদ্ধ রোখার কাজে লীগ অফ নেশনস্-এর গতি অপ্রতিরোধ্য ক'রে তুলবে।'[১৭]

লেনিন নির্মমভাবে কাউটস্কি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের কুৎসিৎ স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত ক'রে

১৩ ৭নং টীকা দ্রষ্টব্য: পৃ: ৯
১৪ কাউট্‌স্কি: 'ডেই নিউ জেইট'
১৫ ঐ: ৫নং টীকা দ্রষ্টব্য / পৃ: ৩২
১৬ ঐ: পৃ: ২৫
১৭ ঐ: 'সমাজতন্ত্রী ও যুদ্ধ' / জার্মান সংস্করণ: পৃঃ ৬৩৯

দিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদীদের শান্তিবাণী "সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে জনগণকে সান্ত্বনা দেবার এবং বশংবদ ক'রে রাখার ব্যাপারে, সরকারগুলিকেই কেবল সাহায্য করেছিলো।"[১৮]

স্তালিন দেখিয়েছিলেন: "এবং এর মধ্যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শান্তিবাদিতা প্রচারের সবচেয়ে ভালো পথ সমাজ-গণতন্ত্র—ফলে, নোতুন যুদ্ধের ও পররাজ্যে হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে পুঁজিবাদের প্রধান খুঁটি এটিই।"[১৯]

যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে কমরেড ক্রুশ্চভের বিবৃতির সাথে বার্ণষ্টাইন, কাউটস্কি ও অন্যান্যদের বিবৃতির একটি এক-নজর তুলনাও দেখিয়ে দেয় যে, তার বক্তব্যের মধ্যে নোতুন কিছু নেই, সেগুলি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদেরই অনুকরণ মাত্র।

মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারণে যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেই যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে ক্রুশ্চভ বার্ণস্টাইন ও কাউটস্কির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ইতিহাস প্রমাণ ক'রে দিয়েছে, এটি বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে একটি প্রচণ্ড বিপজ্জনক পথ।

কার্যকরীভাবে বিশ্বশান্তি রক্ষা করতে হলে এবং একটি নোতুন বিশ্বযুদ্ধকে রুখতে হলে সারা পৃথিবীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এবং শান্তিপ্রিয় জনগণকে অবশ্যই ক্রুশ্চভের ভুল লাইনকে প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা করতে হবে।

সবচেয়ে বড়ো প্রবঞ্চক

বিশ্বশান্তির প্রধান শত্রুকে শান্তির দেবদূত হিসাবে চিত্রিত করার চাইতে বড়ো মিথ্যে আর কিছুই নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, জার্মান, ইতালী ও জাপানী ফ্যাসিস্ত-দের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এক অজ্ঞাতপূর্ব বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'বিশ্বব্যাপী রণনীতি'র উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজ-তান্ত্রিক শিবিরের মধ্যবর্তী অঞ্চল গ্রাস করা এবং সেখানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির বিপ্লব দমন করা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হওয়া—এবং এইভাবে সারা বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আঠারো বছরে তার বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে

---

১৮ লেনিন: 'সংকলিত রচনাবলী' / ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক, ১৯৪২ / খণ্ড ১৯: পৃ ৪৩৫

১৯ স্তালিন: 'রচনাবলী' / খণ্ড ১১: পৃ: ২১০

চরিতার্থ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আগ্রাসী যুদ্ধ ও সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবী হস্তক্ষেপ ঘটাচ্ছে এবং সক্রিয়ভাবে একটি নোতুন বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটা স্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদ আজও আধুনিক যুদ্ধের উৎস এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই সমসাময়িক দুনিয়ার আগ্রাসন ও যুদ্ধের প্রধান শক্তি। ১৯৫৭ সালের ঘোষণা ও ১৯৬০ সালের বিবৃতিতে পরিষ্কারভাবে একথার দৃঢ় সমর্থন করা হয়েছে।

তবুও সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা মনে করছেন যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পাণ্ডারা শান্তিপ্রিয়। তারা বলছেন, এমন একটি 'বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন' অংশের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা ধৈর্য সহকারে অবস্থার মূল্যায়ন করতে পারে। এবং আইজেনহাওয়ার ও কেনেডি এই 'বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অংশেরই' প্রতিনিধি।

ক্রুশ্চভ আইজেনহাওয়ারকে এমন একজন হিসেবে প্রশংসা করেছে, যে "তার দেশের জনগণের সম্পূর্ণ আস্থা ভাজন", যার "শান্তির জন্য আন্তরিক বাসনা রয়েছে," এবং যে "আমাদের মতই, শান্তিকে নিশ্চিত করবার জন্য উদ্বিগ্ন।"

আর কেনেডিকে ক্রুশ্চভ এমন একজন বলে প্রশংসা করছে, যে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিতে আইজেনহাওয়ারের চাইতেও বেশী উপযুক্ত। সে, 'শান্তিরক্ষার জন্য উৎকণ্ঠা'[২০] দেখিয়েছে, এবং সে "শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য এবং সৃজনশীল শ্রমের জন্য পৃথিবীতে একটি আস্থা রাখার মতো অবস্থা তৈরী করবে"[২১] এটা আশা করাটাই যুক্তি-সঙ্গত।

সাম্রাজ্যবাদীদের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলা এবং তাদের প্রশংসা করার কাজে ক্রুশ্চভ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংশোধনবাদীদের মতই কঠিন প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

যাঁরা এইসব মিথ্যায় বিশ্বাস করেন না, তাঁদের কাছে সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠিতে প্রশ্ন রাখা হয়েছে: "তাঁরা কি সত্যিই মনে করেন যে, সমস্ত বুর্জোয়া সরকারগুলি যা কিছুই করে, তার পেছনে কোনো যুক্তি নেই?"

সি. পি. এস. ইউ. নেতারা সুনিশ্চিতভাবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অ-আ-ক-খ-কেই অগ্রাহ্য করছেন। একটি শ্রেণী সমাজে শ্রেণীর উর্ধ্বে কোনো যুক্তি বিচার থাকতে পারে না। সর্বহারাদের রয়েছে সর্বহারা যুক্তিবিচার—বুর্জোয়াদের বুর্জোয়া যুক্তিবিচার। যুক্তিবিচার এটাই বলে যে, প্রত্যেককে তার নিজের শ্রেণীর মৌলিক স্বার্থেই নীতি নির্ধারণ করতে হবে এবং তার মূল শ্রেণীচিন্তা থেকেই কাজ করতে হবে। ক্রুশ্চভ ও তার মতো লোকদের যুক্তিবিচার নিহিত আছে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির মৌলিক

---

২০ ক্রুশ্চভ: কেনেডিকে লেখা চিঠি / ২৭.১০.৬২

২১ ঐ: কেনেডিকে পাঠানো অভিনন্দনবার্তা 'ইজভেস্তিয়া' ৩.১.৬৩

স্বার্থে কাজ করার মধ্যে, এবং এটি সাম্রাজ্যবাদী যুক্তিবিচার। যখন শ্রেণী-শক্তিগুলির আন্তর্জাতিক ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের নীতি ক্রমশই পিছু হটছে, সেই সময়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আরও ঘন ঘন শান্তির আবরণের আড়ালে আত্মগোপন করতে হচ্ছে।

এটা ঠিক যে, শান্তির বুলি আওড়ানো এবং শান্তির কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে কেনেডি বেশ চালাক। কিন্তু তার যুদ্ধনীতির মতোই কেনেডির প্রতারণামূলক শান্তির নীতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'বিশ্বজোড়া রণনীতির'ই স্বার্থসিদ্ধ করছে।

কেনেডির 'শান্তির রণনীতি'-র লক্ষ্য হচ্ছে সারা বিশ্বকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী 'আইন ও ন্যায়নীতি'র উপর প্রতিষ্ঠিত 'স্বাধীন জাতিগুলির বিশ্বসম্প্রদায়ে' ঐক্যবদ্ধ করা।

কেনেডির শান্তির রণনীতির মূল বিষয়গুলি হচ্ছেঃ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে মার্কিন নয়া উপনিবেশবাদের প্রসার ঘটানো,

'শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অনুপ্রবেশ করা ও আধিপত্য বিস্তার করা;

'শান্তিপূর্ণ উত্তরণের' যুগোশ্লাভীয় পথ গ্রহণ করতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে উৎসাহিত করা,

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের জনগণের সংগ্রামকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দুর্বল করা এবং গোপনে ধ্বংস করা।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে তার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তিস্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তগুলির কথা উদ্ধতভাবে ঘোষণা করেছেঃ (১) গণপ্রজাতান্ত্রিক জার্মানীকে পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (২) সমাজতান্ত্রিক কিউবার অস্তিত্ব রাখা চলবে না। (৩) পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে 'মনোনয়নের স্বাধীনতা' দিতে হবে—অর্থাৎ সে বোঝাতে চাইছে যে, এইসব দেশে পুঁজিবাদকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। (৪) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের বিপ্লবী সংগ্রামকে সমর্থন করা চলবে না।

যেখানেই সম্ভব সেখানেই 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে' তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদীদের একটি প্রচলিত কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাদের শাসন বজায় রাখার জন্য বৈদেশিক শোষণ বাড়ানোর জন্য, প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি সবসময় দু'টি কৌশলের উপর নির্ভর করে। একটি হলো পুরোহিত-সুলভ ভণ্ডামির কৌশল আর অন্যটি হলো কসাই-সুলভ দমনের কৌশল। সাম্রাজ্যবাদ সবসময় তার শান্তির প্রতারণামূলক নীতি প্রচার করে ও যুদ্ধ করে একটি নীতি দ্বারা অন্যটিকে জোরদার করার জন্য—সেগুলি হচ্ছে পরস্পরের পরিপূরক। মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির প্রতি-

-নিধি কেনেডির যুক্তি এই দুটি কৌশলকে আরও ধূর্ততার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে মাত্র।

হিংসাত্মক কার্যকলাপ সবসময়েই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলির প্রধান কৌশল। যাজক সুলভ ভণ্ডামি পরিপূরকের ভূমিকা পালন করে মাত্র। সাম্রাজ্যবাদীরা প্রভাবাধীন এলাকা তৈরীর কাজে শক্তিগত অবস্থানের উপর নির্ভর করে। কেনেডি এই বিষয়টি খুব পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে। সে বলেছে, "শেষ পর্যন্ত শান্তি বজায় রাখার একমাত্র উপায় হলো আমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করতে একেবারে চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত থাকা—এবং এটাকে অর্থবহ করা।"[২২] কেনেডি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই 'নমনীয় প্রতিবেদনশীলতার নীতি' অনুসরণ করেছে—যার জন্য তার দরকার হয়েছে দ্রুত 'বহুমুখী ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক বাহিনী' গঠন করা ও 'সর্বাত্মক ক্ষমতাকে' শক্তিশালী করা, যাতে ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুশীমতো যে কোনো ধরনের যুদ্ধ করতে পারে—সাধারণ যুদ্ধ বা সীমিত যুদ্ধ, পারমাণবিক যুদ্ধ বা প্রচলিত যুদ্ধ এবং বড়ো যুদ্ধ বা ছোটো যুদ্ধ। কেনেডির এই উন্মত্ত পরিকল্পনা মার্কিন অস্ত্র সম্প্রসারণ ও যুদ্ধ-প্রস্তুতিকে অভূতপূর্ব একটি শিখরে নিয়ে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী সূত্র থেকে প্রকাশিত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি দেখা যাক :

এক ॥ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সামরিক ব্যয় ১৯৬০ সালের আর্থিক বছরে ৪৬৭০ কোটি ডলার থেকে ১৯৬৪ সালের সরকারী বছরে আনুমানিক ৬০০০ কোটি ডলারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সর্বাধিক এবং কোরিয়া য় যুদ্ধের সময়ের চাইতেও বেশী।

দুই ॥ সম্প্রতি কেনেডি ঘোষণা করেছে যে গত দুবছরেরও বেশী সময়ে মার্কিন রণনীতিগত যুদ্ধ-তৎপর বাহিনীর পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা শতকরা ১০০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে, এবং লড়াই করতে প্রস্তুত সেনাদলের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে ৪৫ শতাংশ, বিমান বাহিত যুদ্ধবিমানের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে ১৭৫ শতাংশ, এবং 'বিশেষ গেরিলা এবং বিদ্রোহ দমনকারী বাহিনী' প্রায় পাঁচগুণ বাড়ানো হয়েছে।[২৩]

তিন ॥ মার্কিন রণনীতিগত লক্ষ্য নির্ধারক সেনাধ্যক্ষগণ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধের পরিকল্পনা স্থির ক'রে ফেলেছে। মার্কিন সামরিক সচিব রবার্ট এস ম্যাকনামারা এ'বছরের শুরুতে ঘোষণা করেছে—'বেশ কিছুদিন ধরে আমরা অর্জন করেছি সোভিয়েত দেশের সমস্ত 'দুর্বল' (মাটির ওপরের) এবং 'আধা-শক্ত' (আধাসংরক্ষিত) সামরিক লক্ষ্যগুলিকে এবং তাদের দুর্ভেদ্য ক্ষেপণাস্ত্র

---

২২ কেনেডি : অষ্টম বার্ষিক প্রাক্তন সেনাবাহিনী দিবসে বক্তৃতা / ১১.১১.৬১
২৩ কেনেডি : ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তহবিল সংগ্রহ ডিনারে বক্তৃতা / ৩০.১০.৬৩

এলাকাগুলির একটি বিরাট অংশকে ধ্বংস ক'রে দেওয়ার মতো দক্ষতা, এবং সেই সঙ্গে রয়েছে সংরক্ষিত শক্তিরূপে বাড়তি ক্ষমতা, যা প্রয়োগ করা চলতে পারে বা সংরক্ষণ করা যেতে পারে শহরাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য।"[২৪]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে লক্ষ্যবদ্ধ পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি-গুলির ব্যবস্থাপনা শক্ত করছে এবং বিদেশে তার ক্ষেপণাস্ত্র সমৃদ্ধ পারমাণবিক সাবমেরিন-গুলির বিন্যাস আরও জোরদার করেছে।

একই সাথে, মার্কিন কর্তৃত্বে ন্যাটোজোটের সেনাবাহিনীগুলি এবছর পূর্বদিকে সরে গেছে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমার কাছে পৌছে গেছে।

চার ॥ কেনেডি প্রশাসন এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় তার সামরিক বিন্যাস আরও শক্তিশালী করেছে এবং ঐ সমস্ত এলাকায় জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে তাল রাখতে তার স্থল, জল ও বিমান বিভাগের 'বিশেষ বাহিনী'টির সম্প্রসারণের জন্য বিরাট প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামকে তার 'বিশেষ যুদ্ধ-বিগ্রহের' পরীক্ষাগারে পরিণত করেছে এবং সেখানে তার সৈন্যসংখ্যা ষোল হাজারের চাইতেও বাড়িয়েছে।

পাঁচ ॥ পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যুদ্ধের প্ররোচনা দেওয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ পাঠানো যেতে পারে এমন একটি 'মার্কিন ষ্ট্রাইক কম্যাণ্ড' সে তৈরী করেছে, যা শান্তির সময়েও প্রতিরোধক্ষম একটি যৌথ স্থল ও বিমান বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে মাটির ওপর ও নীচে জাতীয় সামরিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে, এবং যুদ্ধবিমান থেকে পরিচালিত একটি বিমানবাহিত জরুরী নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ও যুদ্ধ জাহাজ থেকে পরিচালিত একটি জরুরী নৌ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সংগঠিত করেছে।

এই তথ্যগুলি প্রমাণ করে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আধুনিক যুগের হিংস্রতম যুদ্ধবাজ, নোতুন বিশ্বযুদ্ধের উন্মত্ততম চক্রান্তকারী, এবং বিশ্বশান্তির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, ক্রুশ্চভের বাইবেল-পাঠ ও স্তবগান সত্ত্বেও মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীরা সুন্দর দেবদূতে পরিণত হয়নি, ক্রুশ্চভের প্রার্থনা এবং ধূপ-ধুনো দেওয়া সত্ত্বেও তারা করুণাময় বুদ্ধে পরিণত হয়নি। ক্রুশ্চভ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সেবায় যতোই কঠোর পরিশ্রম করুক না কেন, তারা সামান্য পাত্তাও তাকে দেয়নি। তারা অসংখ্য নোতুন নোতুন আগ্রাসন ও যুদ্ধের কার্যকলাপ দিয়ে নিজেরাই নিজেদের শান্তির ছদ্মবেশ উদঘাটন করছে, ক্রুশ্চভের গালেই চড় মারছে, সাম্রাজবাদকে সুন্দর ক'রে দেখানোর জন্য

---

২৪ ম্যাকনামারা : মার্কিন সংসদীয় সেনাবাহিনী সংক্রান্ত কমিটির কাছে প্রদত্ত বিবৃতি ৩০.১.৬৩

তার হাস্যকর তত্ত্বের দেউলিয়াপনা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ফেরিওয়ালাদের পরিণতি সত্যিই দুঃখজনক।

একটি নোতুন বিশ্বযুদ্ধ রোধের সম্ভাবনার প্রশ্ন

এটা ঘটনা যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা সক্রিয়ভাবে একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এরকম একটি যুদ্ধের বিপদ এখনও বিরাজ করছে। জনগণের সামনে এই ব্যাপারটা আমাদেব স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরা উচিত।

কিন্তু একটা নোতুন বিশ্বযুদ্ধ রোধ করা যেতে পারে কি?

এই প্রশ্নে চীনা কম্যুনিষ্টদেব অভিমত সবসময়ই খুব পরিষ্কার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কমরেড মাও সে তুং যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পবিস্থিতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কবেন ও এই অভিমত রাখেন যে, একটি নোতুন বিশ্বযুদ্ধ রোধ করা যায়।

১৯৪৬ সালে আমেরিকান সাংবাদিক অ্যানা লুই ষ্ট্রং এর সঙ্গে তাঁব বিখ্যাত আলোচনায় তিনি বলেন: "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে-পরেই রুশ-মার্কিন একটি যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের সোচ্চার প্রচার এবং একটি বিষাক্ত আবহাওয়া তৈরীর প্রচেষ্টা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখতে আমাদের বাধ্য করছে। এটা প্রমাণিত যে, সোভিয়েত বিরোধী শ্লোগানের আড়ালে তারা যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের এবং গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে মরিয়া হয়ে আক্রমণ করছে এবং মার্কিন বৈদেশিক সম্প্রসারণের লক্ষ্য সমস্ত দেশগুলিকে মার্কিন নির্ভরশীল দেশে পরিণত করছে। আমার মনে হয়, মার্কিন জনগণ এবং মার্কিন আক্রমণে বিপন্ন সমস্ত দেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করা উচিত মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদেব এবং এই সব দেশে তাদের পা-চাটা কুকুরদের আক্রমণের বিরুদ্ধে। কেবলমাত্র এই সংগ্রামে বিজয় অর্জনের মাধ্যমেই তৃতীয় একটি বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো সম্ভব, অন্যথায় এটা অবশ্যম্ভাবী।"[২৫]

কমরেড মাও সে তুং-এর মন্তব্যগুলি তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির একটি হতাশা-ব্যঞ্জক মূল্যায়নের বিরোধিতা করেছিলো। মার্কিন নেতৃত্ব পুষ্ট সাম্রাজ্যবাদীরা, অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে, প্রতিদিনই তাদের সোভিয়েত বিরোধী, কমুনিষ্ট-বিরোধী ও জনমত-বিরোধী কার্যকলাপ বাড়িয়ে চলেছে এবং সোচ্চার প্রচার করছে যে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য" এবং "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য।"

---

২৫ মাও সে তুং: 'নির্বাচিত রচনাবলী'/ইংরাজী সংস্করণ, পিকিং. ১৯৬১/খণ্ড ৪, পৃঃ ১০০

চীনা জনগণকে আতঙ্কিত করার জন্য চিয়াং কাই শেক প্রতিক্রিয়াশীলরা ব্যাপক-ভাবে এই প্রচার চালিয়েছিলো। এতে ভয় পেয়ে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সমর্থনপুষ্ট চিয়াং কাই শেক প্রতিক্রিয়াশীলদের সশস্ত্র আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু কমরেড দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং একটি বিপ্লবী যুদ্ধ দিয়ে প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের দৃঢ় বিরোধিতা করার সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। কমরেড মাও সে তুং কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করে-ছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ় কার্যকরী সংগ্রাম চালিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রোধ করা যায়।

চীন বিপ্লবের মহান বিজয় তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবটিকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে।

চীন বিপ্লবের বিজয় আন্তর্জাতিক শ্রেণীশক্তির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বিরাট এক পরিবর্তন এনেছে। ১৯৫১ সালের জুন মাসে কমরেড মাও সে তুং বলেছিলেন: "সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বারা যুদ্ধের বিপদ এখনও রয়েছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা এখনও রয়েছে। কিন্তু যে শক্তিগুলি যুদ্ধের বিপদকে ব্যর্থ করতে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধ করতে পারে, সেগুলি দ্রুত বিকাশলাভ করছে, বিশ্বের ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুনিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি যদি সম্ভাব্য সমস্ত শান্তি ও গণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও জোরদার ক'রে চলে, তবে নোতুন একটি বিশ্বযুদ্ধ রোধ করা যায়।"[২৬]

১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সভায় কমরেড মাও সে তুং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিবর্তনের একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন এবং দেখান যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এক নোতুন পরিবর্তনের মুখে পৌছেছে। তিনি এই পরিস্থিতিটি পরিষ্কারভাবে চিত্রিত করেছেন প্রাচীন চীনা উপন্যাস থেকে নেওয়া একটি রূপক দিয়ে—"পূবের হাওয়া পশ্চিমের হাওয়াকে হারিয়ে দেয়।" তিনি বলেছিলেন: "আমি বিশ্বাস করি, আজকের পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, পূবের হাওয়া পশ্চিমের হাওয়াকে হারিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের শক্তি সাম্রাজ্যবাদের শক্তির চাইতে অনেক অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ।"[২৭]

আন্তর্জাতিক শ্রেণীসম্পর্কের বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে 'পূবের হাওয়া'র পক্ষে দাঁড় করিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক শিবির, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী, কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি, নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহ এবং

---

২৬ 'পিপলস ডেইলি' পত্রিকা: ১৩. ৬. ৫৫

২৭ 'সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা কাগুজে বাঘ' প্রসংগে কমরেড মাও সে তুং / ইংরাজী সংস্করণ পিকিং ১৯৬৩ / পৃঃ ৩৫

শান্তিপ্রিয় জনগণ ও দেশগুলিকে। অন্যদিকে 'পশ্চিমের হাওয়া' বলতে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়ার যুদ্ধবাজ শাক্তিগুলিকেই তিনি বুঝিয়েছিলেন। এই রূপকের রাজনৈতিক অর্থ খুবই পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট। সি. পি. এস. ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং তাদের অনুগামীরা এই রূপককে ভৌগোলিক, জাতিতত্ত্বগত এবং আবহাওয়া বিদ্যাগত ধারণা আখ্যা দিয়ে বিকৃত করছেন এবং তা এটাই কেবল দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তারা সাম্রাজ্য-বাদীদেরকে খুশী করতে চাইছে এবং ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় উৎকট জাতীয়তা-বাদ জাগিয়ে তুলতে চাইছে এবং সেজন্যই নিজেদেরকে 'পশ্চিম' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবার মতলব আঁটিছে। "পূবের হাওয়া পশ্চিমের হাওয়াকে হারিয়ে দিচ্ছে"—কমরেড মাও সে তুং-এর এই কথাটি বলার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো নোতুন একটি বিশ্বযুদ্ধ রোধ-করার এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিব পক্ষে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গঠনকাজ চালানোর ক্রম-বর্ধমান সম্ভাবনাটিকে দেখানো।

কমরেড মাও সে তুং-এর এই প্রস্তাবগুলিই সি. পি. সি'র অভিমত ছিলো, এবং এখনও আছে।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, সি. পি. সি. "নোতুন একটি বিশ্বযুদ্ধ রোধের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে না"—সি. পি. এস. ইউ. নেতাদের উত্থাপিত এই অভিযোগটাই সম্পূর্ণ মিথ্যে।[২৮]

তাছাড়াও, এটাও পরিষ্কার যে, একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রোধের সম্ভাবনার তত্ত্ব মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা অনেক আগেই দিয়েছিলেন, এটা সি. পি. এস. ইউ'র বিংশ কংগ্রেসেই প্রথম আনা হয়নি, বা এটি ক্রুশ্চভের 'সৃষ্টি'ও নয়।

তাহলে কি এটাই সত্যি যে, ক্রুশ্চভ আদৌ কিছু সৃষ্টি করেন নি? না, কিছু সৃষ্টি তিনি করেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই 'সৃষ্টিগুলি' কোনোমতেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নয়, বরং সেগুলি হচ্ছে সংশোধনবাদী।

প্রথমতঃ, ক্রুশ্চভ ইচ্ছাকৃতভাবে নোতুন একটি বিশ্বযুদ্ধ রোধের সম্ভাবনাকেই একমাত্র সম্ভাবনা বলে ব্যাখ্যা করেছে, এবং এই মত প্রকাশ করেছে যে, নোতুন একটি বিশ্ব-যুদ্ধের আশংকাই নেই।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মতে, নোতুন একটি বিশ্বযুদ্ধ রোধের সম্ভাবনা দেখিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার সম্ভাবনার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। কেবলমাত্র দু'টি সম্ভাবনাকেই দেখিয়ে, সঠিক নীতি অবলম্বন ক'রে এবং উভয় পরিণামের জন্য প্রস্তুতি নিয়েই আমরা বিশ্বশান্তি রক্ষার সংগ্রাম চালানোর জন্য জনগণকে কার্যকরীভাবে প্রস্তুত করতে পারি। শুধুমাত্র এভাবেই

---

২৮. সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি। ১৪. ৭. ৬৩

সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার জনগণের ওপর একটি বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দিলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও জনগণ এবং অন্যান্য দেশগুলি ও জনগণ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যাবেন না।
যাই হোক, ক্রুশ্চভ এবং অন্যান্যরা সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পিত নোতুন একটি বিশ্বযুদ্ধের আশংকা প্রকাশ ক'রে দেওয়ারই বিপক্ষে। তাদের মতে, সাম্রাজ্যবাদ আসলে শান্তিপ্রিয় হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিকল্পিত নোতুন যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে জনগণের সতর্ক প্রহরা ক্ষুণ্ন করার জন্য জনগণকে মোহগ্রস্ত ক'রে এবং তাঁদের লড়াকু মনোভাবকে শিথিল ক'রে এটা সাম্রাজ্যবাদকেই সাহায্য করছে।
দ্বিতীয়তঃ ক্রুশ্চভ ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি নোতুন বিশ্বযুদ্ধ রোধের সম্ভাবনাকে সমস্ত যুদ্ধ রোধের সম্ভাবনা ব'লে ব্যাখ্যা করছে এই ধারণার ভিত্তিতে যে, যতোদিন সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য—এই লেনিনীয় স্বতঃসিদ্ধ অচল হয়ে গেছে।
একটি নোতুন বিশ্বযুদ্ধ রোধের সম্ভাবনা একটি জিনিস, আর বিপ্লবী যুদ্ধ-সহ সমস্ত যুদ্ধই রোধের সম্ভাবনা হচ্ছে আর একটি জিনিস। এ দু'টিকে গুলিয়ে ফেলা সম্পূর্ণ ভুল।
যতোদিন সাম্রাজ্যবাদ এবং মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের ব্যবস্থা থাকবে, ততোদিন যুদ্ধের ভিত্তিও থাকবে। এটি একটি বাস্তব নিয়ম, যা লেনিন গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরেই আবিষ্কার করেছিলেন।
একটি নোতুন বিশ্বযুদ্ধ রোধের সম্ভাবনার কথা ব'লেও ১৯৫২ সালে স্তালিন বলেছিলেন, "যুদ্ধের অনিবার্যতা দূর করতে হলে, সাম্রাজাবাদের বিলোপ সাধন প্রয়োজন।"২৯
লেনিন ও স্তালিনই সঠিক, এবং ক্রুশ্চভ হচ্ছেন ভুল।

ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদীরা দুইটি বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে পেরেছে এবং অসংখ্য অন্যান্য ধরনের যুদ্ধ বাধিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের আগ্রাসন ও যুদ্ধের নীতি অনুসরণ করে অবিরাম স্থানীয় যুদ্ধ ও অন্যান্য প্রকার সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিয়েছে অনেক জায়গাতেই, বিশেষতঃ এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায়। এটা পরিষ্কার যে, সাম্রাজ্যবাদীরা, এবং বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত বা এর সমর্থক নিপীড়িত জাতিগুলি ও দেশগুলির উপর রক্তাক্ত দমনপীড়ন চালানোর জন্য তাদের সৈন্য পাঠাচ্ছে বা তাদের দালালদের ব্যবহার করছে, তখন জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ছে।
লেনিন বলেছেন: "সাম্রাজ্যবাদের অধীনে জাতীয় যুদ্ধের সমস্ত সম্ভাবনাকে অস্বীকার

---

২৯ স্তালিন: 'সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী' ইংরাজী, মস্কো/পৃ ৪১

করা তত্ত্বগতভাবে ভুল, স্পষ্টতঃই ঐতিহাসিকভাবে ভুল, এবং বাস্তবতঃ ইউরোপীয় উগ্র জাতীয়তাবাদের সমার্থক।"[৩০] এটাও সমানভাবে পরিষ্কার যে, যখন বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা জনগণকে তাদের নিজেদের দেশে অস্ত্রবলে দমন করে রাখছে, তখন বিপ্লবী গৃহযুদ্ধও হয়ে পড়ছে অনিবার্য।

লেনিন বলেছেন: "গৃহযুদ্ধও যুদ্ধই। যে-ই শ্রেণী-সংগ্রামকে স্বীকার করে সে গৃহযুদ্ধকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না, যা হচ্ছে শ্রেণী-সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামেরই স্বাভাবিক, কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় অনিবার্য ধারাবাহিকতা, বিকাশ ও তীব্রতা বৃদ্ধি। সমস্ত মহান বিপ্লব এটাই প্রমাণ করেছে গৃহযুদ্ধকে অস্বীকার করা কিংবা এসম্বন্ধে ভুলে যাওয়ার অর্থই হবে প্রচণ্ড সুবিধাবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকেই অস্বীকার করা।"[৩১]

ইতিহাসের প্রায় সবকটি মহান বিপ্লবই হয়েছে বিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমে। আমেরিকান স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধ উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। ফরাসী বিপ্লব আরেকটি উদাহরণ। রুশ বিপ্লব এবং চীনবিপ্লব তো অবশ্যই উদাহরণ। ভিয়েতনাম, কিউবা, আলবানিয়া প্রভৃতির বিপ্লবও সুবিদিত উদাহরণ।

প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার সপ্তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় প্যারী কমিউনের শিক্ষার সার-সংকলন করতে গিয়ে মার্কস্ শ্রেণী-আধিপত্য ও শ্রেণী-নিপীড়ন দূর করার শর্তগুলি উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "......এরকম একটি পরিবর্তন ঘটাতে পারার আগে প্রয়োজন সর্বহারার একনায়কত্বের এবং এর প্রথম ধাপই হলো সর্বহারাদের একটি সেনাবাহিনী। শ্রমিকশ্রেণীকে তার মুক্তির অধিকার অর্জন করতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রেই।"[৩২]

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী কমরেড মাও সে তুং ১৯৩৮ সালে রুশ ও চীন বিপ্লবের শিক্ষা আলোচনা করতে গিয়ে উপস্থাপিত করেন "রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকে উৎসারিত হয়।" এই তত্ত্বটিও এখন সি. পি. এস. ইউ. নেতাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তারা বলছে, এটাই নাকি চীনের 'যুদ্ধমুখী' হওয়ার প্রমাণ।

মাননীয় বন্ধুগণ, তোমাদের এরকম অপবাদ পঁচিশ বছর আগেই কমরেড মাও সে তুং খণ্ডন করেছিলেন: "রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুসারে, সেনাবাহিনীই রাষ্ট্র-

---

৩০ লেনিন: 'নির্বাচিত রচনাবলী'। খণ্ড ১: অংশ ২: পৃঃ ৫৭১

৩১ লেনিন: 'নির্বাচিত রচনাবলী'। খণ্ড ১: অংশ ২, পৃঃ ৫৭১

৩২ মার্কস্ এঙ্গেলস্: 'রচনাবলী'/জার্মাণ সংস্করণ; বার্লিন, ১৯৬২ / খণ্ড ১৭, পৃঃ ৪৩৩

ক্ষমতার প্রধান উপাদান। যে-ই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে বা দখলে রাখতে চায়, তারই একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকতে হবে। কিছু লোক আমাদের 'যুদ্ধের অসীম শক্তিময়তার প্রবক্তা' বলে উপহাস করে। হ্যাঁ, আমরা বিপ্লবী যুদ্ধের অসীম শক্তিময়-তার প্রবক্তা। সেটা ভালোই, খারাপ নয়, এটাই মার্কসীয়।"[৩৩]

কমরেড মাও সে তুঙের বক্তব্যে কী ভুল রয়েছে? যারা গত কয়েকশো বছরেরও বেশী সময়ে অর্জিত বুর্জোয়া ও সর্বহারা বিপ্লবের সমস্ত ঐতিহাসিক শিক্ষাকে বর্জন করে, কেবলমাত্র তারাই তাঁর এই মতকে বর্জন করবে।

তাঁদের বন্দুক দিয়ে চীনা জনগণ তৈরী করেছেন একটি সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা, সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের পদলেহীরা ছাড়া বাকী সবাই সহজেই উপলব্ধি করছেন যে, এটি একটি সুন্দর জিনিস, বিশ্বশান্তি সুরক্ষিত করার জন্য ও একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ রোধের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কখনোই তাঁদের অভিমত গোপন করেন না। আমরা প্রত্যেকটি জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। যেমনটি লেনিন বলেছেন এইসব বিপ্লবী যুদ্ধ সম্পর্কে: "ইতিহাসের সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে এটিই একমাত্র আইনসম্মত, ন্যায়সংগত, সঠিক ও সত্যিকারের মহান যুদ্ধ;"[৩৪] যদি আমরা শুধু এই কারণেই 'যুদ্ধবাদী' বলে অভিযুক্ত হই, তবে সেটা শুধু একথাই প্রমাণ করে যে, আমরা প্রকৃতই নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের পাশে দাঁড়াই এবং আমরাই প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী।

সাম্রাজ্যবাদী এবং সংশোধনবাদীরা সবসময়েই বলশেভিকদের এবং লেনিন স্তালিনের মত বিপ্লবী নেতাদের 'যুদ্ধবাদী' বলে অভিযুক্ত করেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এবং সংশোধন-বাদীরা যে আজ একইভাবে আমাদের গালাগাল দিচ্ছে, তা এ কথাই প্রমাণ করছে যে, আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরছি।

ক্রুশ্চভ এবং অন্যান্যরা প্রচণ্ডভাবে এই অভিমত ফেরি করছে যে, সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব বজায় থাকার অবস্থাতেই সমস্ত যুদ্ধ রোধ করা সম্ভব এবং "অস্ত্রবিহীন, সৈন্যবাহিনী-বিহীন ও যুদ্ধবিহীন একটি দুনিয়া গড়ে তোলা" সম্ভব। এটা কাউটস্কির "উগ্র সাম্রাজ্যবাদের" তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই না—যা অনেকদিন আগেই দেউলিয়া ব'লে প্রমাণিত হয় গেছে। তাদের উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার: এটা মানুষকে বিশ্বাস করানো যে, সাম্রাজ্যবাদের অধীনেই চিরস্থায়ী শান্তি অর্জন করা সম্ভব, এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ

৩৩ মাও সে তুঙ: 'যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা'

৩৪ লেনিন: 'রচনা-সংকলন'। খণ্ড ৮, পৃঃ ১০৭

ও তার পদলেহীদের বিরুদ্ধে ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ এবং বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের বিলোপসাধন করা এবং বস্তুতঃ নোতুন একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করা।

পারমাণবিক অন্ধভক্তি ও পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল হচ্ছে আধুনিক সংশোধনবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও পরিচালিকা নীতি

যুদ্ধ ও শান্তির উপর সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের তত্ত্বটির মর্মবস্তু হলো তাদের এই বক্তব্য যে, পারমাণবিক অস্ত্রের আবির্ভাব শ্রেণী-সংগ্রামের নিয়ম-সহ সব কিছুই পরিবর্তিত ক'রে দিয়েছে।

সি. পি. এস. ইউ' এর কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি বলছে, "এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সৃষ্ট পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে পুরোণো সমস্ত ধারণা পাল্টে দিয়েছে।" কীভাবে তারা পাল্টে গেলো?

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা মনে করেন যে, পারমাণবিক অস্ত্রের আবির্ভাবের সাথে সাথে ন্যায় আর অন্যায় যুদ্ধের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নেই। তারা বলছেন, "আণবিক বোমা শ্রেণী-বৈষম্য মেনে চলে না।", "আণবিক বোমা সাম্রাজ্যবাদী ও মেহনতী জনগণের মধ্যে তফাত করে না, তা' বিরাট এলাকার ওপর আঘাত হানে, এবং সেকারণেই এক একজন একচেটিয়া পুঁজিপতি পিছু লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ধ্বংস হয়।"[৩৫] তারা মনে করছেন, পারমাণবিক অস্ত্রের আবির্ভাবের সাথে সাথে নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের অবশ্যই বিপ্লব পরিত্যাগ করা উচিত এবং ন্যায়সংগত ও স্থানীয় বিপ্লবী যুদ্ধ ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ থেকে বিরত থাকা উচিত, নাহ'লে এধরনের যুদ্ধ মানবজাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। তারা বলছেন, "যে কোনো ছোটো 'স্থানীয় যুদ্ধ' বিশ্বযুদ্ধের দাবানল সৃষ্টি করতে পারে," এবং "আজ যে কোন যুদ্ধ, সাধারণ অপারমাণবিক যুদ্ধ হিসাবে শুরু হলেও, তা বিধ্বংসী পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের যুদ্ধে পরিণত হতে পারে।"[৩৬] এই ভাবে, "আমরা আমাদের নোয়ার নৌকা, এই পৃথিবীকে, ধ্বংস ক'রে ফেলবো।"

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা মনে করেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল ও যুদ্ধের ভীতি-প্রদর্শনের প্রতিরোধ নয়, বরং তার কাছে বশ্যতাই স্বীকার করা উচিত। ক্রুশ্চভ বলেছেন, "এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যদি সাম্রাজ্যবাদী উন্মত্ততা বিশ্ব পারমাণবিক যুদ্ধের সূচনা করে, তবে সে যুদ্ধ অনিবার্য ভাবেই যুদ্ধের জন্মদাতা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন ডেকে আনবে। কিন্তু

---

৩৫ সি. পি. এস. ইউ'এর খোলা চিঠি/১৪. ৭. ৬৩

৩৬ ক্রুশ্চভ : রেডিও ও টেলিভিশন বক্তৃতা। ১৫.৬.৬১

এই পারমাণবিক ধ্বংসলীলা থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ও সমাজতন্ত্র কী সুফল অর্জন করবে? কেবলমাত্র যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনা থেকে তাদের চোখ ফিরিয়ে রাখে তারাই এরকম ভাবতে পারে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কথা বলতে গেলে, তারা বিশ্বের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির ধ্বংসের উপর, পারমাণবিক বিক্রিয়ায় বিনষ্ট ও দূষিত ভূমির উপর সাম্যবাদী সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করতে পারেন না। আমাদের এটা বলার প্রায় কোনো দরকারই নেই যে, অনেক জাতির ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন সম্পূর্ণই বাতিল হয়ে যাবে, কারণ তারা আমাদের এই গ্রহ থেকে শারীরিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"[৩৭]

সংক্ষেপে, সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের কথা অনুসারে, পারমাণবিক অস্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, নিপীড়িত জাতিসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব—সব উঠে গেছে। জগতে আর কোন শ্রেণী-দ্বন্দ্বও নেই। তাদের মতে, বর্তমান জগতের সব দ্বন্দ্ব একটি মাত্র একক দ্বন্দ্বে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আর সে দ্বন্দ্বটি হচ্ছে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলি ও জাতিসমূহের সাধারণভাবে টিকে যাওয়া ও অপরদিকে তাদের সামগ্রিক ধ্বংস—এদের মধ্যেকার অলীক দ্বন্দ্ব।

সি. পি. এস. ইউ-নেতাদের সম্পর্কে বলা যায়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ঘোষণা ও বিবৃতি, সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম—সবকিছুই তারা খারিজ ক'রে দিয়েছে।

কী স্পষ্টভাবেই না 'প্রাভ্দা' একে উপস্থাপিত করেছে: "কারো মুণ্ডুটাই যদি কাটা যায়, তবে নীতি দিয়ে হবেটা কী?"[৩৮]

একথা বলার মানে দাঁড়ায় এই যে, রুশ বিপ্লব ও অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় অর্জনের জন্য যে বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীলদের তরবারিতে প্রাণ দিয়েছেন, ফ্যাসিস্ত বিরোধী যুদ্ধে যে সব যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, যে বীরেরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের রক্ত ঝরিয়েছেন, এবং যুগ যুগ ধরে বিপ্লবের জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বিরাট বোকা। নীতি আঁকড়ে ধ'রে তাঁদের প্রাণ দেওয়ার কী দরকার ছিলো?

এ হলো সম্পূর্ণ দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকের দর্শন। এ এক নির্লজ্জ বিবৃতি, যা কেবল দলত্যাগীদের স্বীকারোক্তিতেই পাওয়া যায়।

---

৩৭ ক্রুশ্চভ: জার্মানীর ষষ্ঠ পার্টি-কংগ্রেসে বক্তৃতা/১৬.১.৬৩

৩৮ 'প্রাভ্দা': ১৬. ৮. ৬৩

পারমাণবিক অন্ধভক্তি ও পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলের এই তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত সি. পি. এস. ইউ. নেতারা এই মত পোষণ করছেন যে, বিশ্বশান্তির পক্ষের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা নয়, বরং দুনিয়ার সমস্যার সমাধানের জন্য দুই পারমাণবিক শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিনের মধ্যে সহযোগিতাই হচ্ছে বিশ্বশান্তি রক্ষার পথ।

ক্রুশ্চভ বলছেন: "আমরা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ, আমরা যদি শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হই, তবে কোনো যুদ্ধই হতে পারে না। তখন যদি কোনো উন্মাদ যুদ্ধ চায়, তাকে সতর্ক ক'বে দিতে আমাদের অঙ্গুলি হেলনই হবে যথেষ্ট।"৩১

তাহলে এটা প্রত্যেকের কাছে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে, শত্রুকে তাদের বন্ধু হিসেবে গণ্য করার ব্যাপাবে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা কত দূরে নেমেছেন।

তাদের ভুল ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা সি. পি. সি.'র সঠিক লাইনকে মিথ্যা ও কুৎসা দিয়ে আক্রমণ করতে সামান্যতম দ্বিধাও করেননি। তারা জোর গলায় বলছেন—জনগণেব জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ ও বিপ্লবী গৃহযুদ্ধগুলির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ক'রে সি. পি. সি. একটি পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে চাইছে।

এ এক মজাব মিথ্যে। সি. পি. সি. সর্বদাই এই অভিমত পোষণ করেছে যে, সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলিকে অবশ্যই জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ ও বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ সহ, জনগণের সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করা উচিত। তা না করলে সেটা হবে তাঁদের সর্বহারা আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন করতেই অস্বীকার করা। একই সময়ে, আমরা এই অভিমত পোষণ করি যে, নিজেদের অবিচল বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমেই কেবল নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহ মুক্তি অর্জন করতে পারে, এবং এটা তাদের হয়ে অন্য কেউ করে দিতে পারে না।

আমরা সব সময়েই মনে করি যে, জনগণের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ ও বিপ্লবী গৃহযুদ্ধকে সমর্থন করার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অবশ্যই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না, এবং তার কোন দরকারও নেই।

আমরা সব সময়েই এই অভিমত পোষণ ক'রে এসেছি যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে অবশ্যই পারমাণবিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে ও বজায় রাখতে হবে। কেবলমাত্র এটাই সাম্রাজ্যবাদীদের পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে, এবং পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

---

৩১ ক্রুশ্চভ: 'প্রাভদা'/১০. ৯. ৬১

আমরা সবসময়ই মনে করে এসেছি যে, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র সবসময়েই হয়ে দাঁড়াবে সাম্রাজ্যবাদী পারমাণবিক আতঙ্ক রোধ করার একটি প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র। একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ কখনো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম হবে না, আবার তাদের সেগুলি নিয়ে খেলা করা বা পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল ও পারমাণবিক জুয়াখেলায় প্রবৃত্ত হওয়াটাও উচিত হবে না।

আমরা সি. পি. এস. ইউ. নেতাদের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার ভুল কাজ এবং পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতি তাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি—এ দু'য়েরই বিরোধিতা করি। নিজেদের ভুল বিশ্লেষণ না ক'রে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'মুখোমুখি সংঘর্ষের'[৪০] আশা পোষণ করার জন্য এবং একে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য আমাদের দোষারোপ করছে।

আমাদের উত্তর হচ্ছে : না, বন্ধুগণ ! হৈ চৈ তোলা, কুৎসা প্রচার থেকে তোমরা বরং ক্ষান্ত দাও। সি. পি. সি. সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক 'মুখোমুখি সংঘর্ষ'-এর ঘোর বিরোধী, এবং তা কেবলমাত্র কথায় নয়, কাজেও সে তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রাম এড়াবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। এর উদাহরণ হচ্ছে কোরিয়ার যুদ্ধ, যাতে আমরা কোরীয় কমরেডদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছি, এবং তাইওয়ান প্রণালীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। আমরা বিরাট বিরাট আত্মত্যাগগুলি কাঁধে বহন করা প্রয়োজনীয় ও শ্রেয় ব'লে মনে করেছি, এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রতিরক্ষার প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েছি, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় সারিতে থাকতে পারে। এই ধরনের মিথ্যা উদ্ভাবন ক'রে সি. পি. এস. ইউ. নেতারা কি সর্বহারা নৈতিকতার সামান্যতম প্রমাণও বহন করছেন ?

প্রকৃতপক্ষে, আমরা নই, বরং সি. পি. এস. ইউ. নেতারাই বার বার গর্ব ক'রে বলেছেন যে, তারা কোনো না কোনো দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে সাহায্য করার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবেন।

প্রত্যেকেই জানেন, নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নেই এবং বিপ্লব করার জন্য তারা সেগুলিকে ব্যবহার করতে পারে না, তাদের তা করার কোনো দরকারও নেই। সি. পি. এস. ইউ. নেতারাও স্বীকার করেন যে, জাতীয় মুক্তি-যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে প্রায়ই কোনো পরিষ্কার পার্থক্যরেখা থাকে না, এবং সেই জন্যই পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাই সি. পি. এস. ইউ. নেতাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন : কোনো নিপীড়িত জাতি বা জনগণের বিপ্লবী

৪০. 'কমিউনিষ্ট' পত্রিকা : মস্কো / সংখ্যা ১৪, ১৯৬৩

সংগ্রামকে কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা প্রয়োজনটা কি?

তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন: একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ একটি নিপীড়িত জাতি বা জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র কীভাবে ব্যবহার করবে? সে কি যে এলাকায় জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ বা বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ এগিয়ে চলেছে, সেখানে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে বিপ্লবী জনগণ ও সাম্রাজ্যবাদী উভয়কেই পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাত হানবে? নাকি যে সাম্রাজ্যবাদী দেশ অন্যত্র আগ্রাসী প্রচলিত যুদ্ধ শুরু করছে, তার ওপর পারমাণিক অস্ত্র প্রয়োগ করার কাজে প্রথম হবে? স্পষ্টতঃই, এর যে কোনো ক্ষেত্রেই একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা কখনোই চলতে পারে না।

প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, যখন সি. পি. এস. ইউ'র নেতারা পারমাণবিক অস্ত্র ঘোরাচ্ছেন, তখন মোটেই জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য তারা সেটা করছেন না।

কখনো কখনো, সস্তা হাততালি কুড়োবার জন্য তারা ফাঁকা বিবৃতি দিচ্ছেন, যা তারা কখনোই পালন করছেন না।

আবার অনেক সময়, যেমন ক্যারিবিয়ান সংকটের সময়, তারা দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ফাটকাবাজী, সুবিধাবাদী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন পারমাণবিক জুয়াখেলায় ব্যস্ত থেকেছেন।

তাদের পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল ধরা পড়ে যেতে এবং প্রতিহত হতেই, তারা ধাপে ধাপে পিছিয়ে আসতে শুরু করেছিলো, হঠকারিতা থেকে শর্তাধীন আত্মসমর্পণের পথে চলে এসেছিলো, এবং এভাবে পারমাণবিক জুয়াখেলায় তাদের সর্বস্ব হারিয়েছিলো।

আমরা একথাই বলতে চাই যে, মহান সোভিয়েত জনগণ ও লালফৌজ ছিলো, এবং এখনও রয়েছে বিশ্বশান্তি রক্ষার এক মহান শক্তি। কিন্তু পারমাণবিক অন্ধভক্তি ও পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলের উপর প্রতিষ্ঠিত ক্রুশ্চভের সামরিক ধারণাগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণ ভুল।

ক্রুশ্চভ কেবলমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রই চোখে দেখেন। তার কথা অনুযায়ী বর্তমানে সামরিক কলাকৌশলের যে স্তর, তাতে বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী তাদের পূর্বতন গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এই হাতিয়ারগুলি হ্রাস পাচ্ছে না, বরং প্রতিস্থাপিত হচ্ছে।"[৪১]

---

৪১ ক্রুশ্চভ: সুপ্রিম সোভিয়েতে প্রদত্ত রিপোর্ট / জানুয়ারী, ১৯৬০

অবশ্যই স্থলযুদ্ধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সমস্ত ইউনিটগুলি ও লোকজনদের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। তার মতে, "আমাদের কালে একটি দেশের প্রতিরক্ষাশক্তি তার সশস্ত্র, ও ইউনিফর্মধারী লোকের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয় না……একটি দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা মূলতঃ নির্ভর করে, তার বিস্ফোরকশক্তি ও তার প্রয়োগের উপায়ের উপর।"[৪২] সেনাবাহিনী ও মিলিশিয়ার কথা বলতে গেলে, তাদের গুরুত্ব আরো কম। ক্রুশ্চভ তার এই বিখ্যাত মন্তব্য করেছেন যে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যাদের হাতে আছে, তাদের কাছে সেনাবাহিনী আর সেনাবাহিনী নয়, বরং তা হচ্ছে মানুষের মাংস মাত্র।[৪৩]

ক্রুশ্চভের সমস্ত সামরিক তত্ত্ব যুদ্ধ ও সেনাবাহিনী সম্পর্কিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। তার এই ভুল তত্ত্ব অনুসরণ করার মানেই দাঁড়াবে সেনাবাহিনীকে ভেঙে ফেলা এবং নিজেকে নৈতিকভাবে নিরস্ত্র ক'রে ফেলা।

স্পষ্টতঃই, কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ যদি ক্রুশ্চভের ভুল সামরিক রণনীতি গ্রহণ করে, তবে অনিবার্যভাবেই সে প্রচণ্ড এক বিপজ্জনক অবস্থানে চলে যাবে।

ক্রুশ্চভ নিজেকে 'শান্তির এক মহান রক্ষী' খেতাবে ভূষিত করতে পারে, নিজেকে শান্তিপুরস্কার প্রদান করতে পারে, এবং নিজের শরীরে বীরের পদকও লাগাতে পারে, কিন্তু নিজের যতো প্রশংসাই করুক না কেন, সে কখনোই তার পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে হঠকারী খেলার বিপজ্জনক অনুশীলন বা সাম্রাজ্যবাদী পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলের সামনে তার লেজ-নাড়া আনুগত্য ঢাকতে পারবে না।

লড়াই, না আত্মসমর্পণ ?

সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ভিক্ষা ক'রে নয়, কেবলমাত্র সমস্ত দেশের জনগণের সংগ্রামের মাধ্যমেই বিশ্বশান্তি অর্জন করা যায়। কেবলমাত্র ব্যাপক জনগণের উপর নির্ভর ক'রেই এবং আগ্রাসন ও যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত সংগ্রামের মাধ্যমেই কার্যকরীভাবে বিশ্বশান্তিকে সুরক্ষিত করা যেতে পারে। এটাই হচ্ছে সঠিক নীতি।

যথোপযুক্ত সংগ্রাম হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও তার পদলেহীদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সুদীর্ঘ সংগ্রামলব্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

কমরেড মাও সে তুং বলেছেন, "চিয়াং কাই শেক সর্বদা জনগণের কাছ থেকে ক্ষমতার এবং তাঁদের প্রাপ্তির প্রতিটি কণা লুটে নিতে চেষ্টা করে। আর আমরা? আমাদের

৪২ ক্রুশ্চভ: ঐ

৪৩ ক্রুশ্চভ: বুখারেষ্টে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের সভায় বক্তৃতা/ ২৪.৬.৬০

নীতি হলো তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া এবং প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করা। আমরা তার পদ্ধতিরই অনুসরণ করছি।"[৪৪]

তিনি আরও বলেছেন: "বাঁ হাতে একটা আর ডান হাতে আরেকটা তরবারি নিয়ে সে সব সময়ই জনগণের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তার উদাহরণ অনুসরণ ক'রে আমরাও তরবারি হাতে তুলে নিচ্ছি।"[৪৫]

১৯৪৫ সালে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ক'রে কমরেড মাও সে তুং বলেছিলেন: "কিভাবে 'উচিত শিক্ষা' দেবো, তা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। অনেক সময়ে আপোষে না যাওয়াটা উচিত শিক্ষা, অনেক সময় আপোষে যাওয়াটাই উচিত শিক্ষা।...যদি তারা লড়াই শুরু করে, আমরা শান্তি অর্জনের প্রত্যুত্তর দিই লড়াই দিয়েই। প্রতিক্রিয়াশীলরা, যারা মুক্ত এলাকাগুলি আক্রমণ করতে সাহস দেখাচ্ছে, যতক্ষণ না আমরা তাদের উপর কঠিন আঘাত হানি, ততোক্ষণ শান্তি আনবে না।"[৪৬]

১৯২৪—২৭ সালের চীন বিপ্লবের ব্যর্থতা থেকে তিনি নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক শিক্ষাগুলি উপস্থাপিত করেন: "জনগণের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে, চেন তু শিউ সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার ও প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করার নীতি অনুসরণ করেন নি, ফলে ১৯২৭ সালে কয়েক মাসের মধ্যেই জনগণ তাঁদের অর্জিত সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেলেন।'[৪৭] চীনের কমুনিষ্টরা সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার নীতি বোঝেন এবং অবিচলভাবে তা' অনুসরণ করেন। আমরা আত্মসমর্পণ-বাদ ও দুঃসাহসিকতাবাদ উভয়েরই বিরোধিতা করি। এই সঠিক নীতিই চীন বিপ্লবের বিজয় এবং চীনা জনগণের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরবর্তী বিরাট সাফল্য-গুলিকে সুনিশ্চিত ক'রে দিয়েছে।

চীনের কমুনিষ্টদের দ্বারা উপস্থাপিত এই সঠিক নীতিকে সমস্ত বিপ্লবী জনগণই অনুমোদন করছেন ও স্বাগত জানাচ্ছেন। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা এই নীতিকে ভয় পায় ও ঘৃণা করে।

সি. পি. সি. কর্তৃক উপস্থাপিত এই উচিত শিক্ষাদানের নীতিকে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা তীব্রভাবে আক্রমণ করছেন। এটা একথাই প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে যে, তারা

৪৪ মাও সে তুং: 'নির্বাচিত রচনাবলী' / ইংরাজী, পিকিং, ১৯৬১/খণ্ড ৪, পৃঃ ১৪

৪৫ ঐ

৪৬ ঐ: পৃঃ ৫৬

৪৭ ঐ: পৃ ১৬

সাম্রাজ্যবাদের একটুও বিরোধিতা করতে চাইছেন না। সমুচিত শিক্ষাদানের নীতিকে আক্রমণ ও কুৎসা করার পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন মেটানোব ও তার কাছে আত্মসমর্পণ করার ভুল লাইনকে আড়াল করা। সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা দাবী করছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি উচিত শিক্ষাদানের সংগ্রাম আন্তর্জাতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। কী ভয়ঙ্কর কথা।

তাদের যুক্তি অনুসারে, সাম্রাজ্যবাদীরা আগ্রাসন ও অন্যদের ভীতি প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের যারা শিকার, তারা সংগ্রাম করতে পারবে না, সাম্রাজ্যবাদীরা অন্যদের নিপীড়িত করতে পারে, কিন্তু নিপীড়িতরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। সাম্রাজ্যবাদীদেরকে তাদের আগ্রাসনের অপরাধ থেকে রেহাই দেবার এটি একটি নগ্ন প্রচেষ্টা। এটা হচ্ছে পুরোপুরি ও নির্ভেজাল জংগলের দর্শন।

আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধেরই নীতির ফলশ্রুতি। জাতিগুলির অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী অগ্রাসন ও ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে এক দৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া উচিত। অভিজ্ঞতাই প্রমাণ ক'রে দিয়েছে যে, কেবলমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করা যায় এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রকৃত প্রশমন ঘটানো যায়। সাম্রাজ্যবাদের সামনে অবিরাম পশ্চাদপসরণ উত্তেজনা প্রশমনের দিকে নিয়ে যেতে পারে না, বরং তা আগ্রাসনকেই শুধু উৎসাহিত করে।

আমরা সর্বদাই সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক উত্তেজনা সৃষ্টির বিরোধিতা করেছি এবং এই ধরনের উত্তেজনার প্রশমনের পক্ষে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বদাই আগ্রাসন করতে ও সর্বত্র উত্তেজনা সৃষ্টি করতে তৎপর, এবং তারা যা চায় তার বিপরীত ফলই কেবল সৃষ্ট হতে পারে।

কমরেড মাও সে তুং বলেছেন: 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বাস করে যে, উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সর্বদাই তাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে, কিন্তু ঘটনা হলো এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সৃষ্ট উত্তেজনার ফল তারা যা চায় তার বিপরীতই হয়েছে। এটা মার্কিন আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতেই সাহায্য করেছে।'[৪৮]

তিনি আরো বলেছেন "যদি মার্কিন একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি তাদের আগ্রাসন ও যুদ্ধের নীতি বজায় রেখে চলে, তাহলে এমন একটি দিন আসতে বাধ্য যেদিন দুনিয়ার জনগণ তাদের ফাঁসি কাঠে ঝোলাবেন।"[৪৯] ১৯৫৭ সালের ঘোষণাতে সঠিকভাবেই

পিপলস্ ডেইলি/১.১.৫৮

বলা হয়েছে : "এই নীতির দ্বারা এই সমস্ত জনগণ-বিরোধী আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের ধ্বংস ডেকে আনছে, তাদের নিজেদের কবর খননকারীদেরই তারা সৃষ্টি করছে।"

এটা হচ্ছে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের মহিমান্বিত ব'লে মনে করে, তারা এই সত্য প্রায় কিছুই উপলব্ধি করতে পারবে না।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা জোর দিয়ে ঘোষণা করছেন যে, উচিত শিক্ষাদানের সংগ্রাম প্রচার ক'রে সি. পি. সি. আপোষ-আলোচনাকে বাতিল ক'রে দিচ্ছে। এটা নিতান্তই বাজে কথা।

আমরা সর্বদাই একথা মনে করি যে, যে কোনো অবস্থাতেই যারা আপোষ-আলোচনা প্রত্যাখ্যান করে, তারা অবশ্যই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নয়।

বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় চীনের কম্যুনিষ্টরা কুয়োমিণ্টাংদের সঙ্গে বহুবার আপোষ আলোচনা চালিয়েছেন। তাঁরা এমন কি দেশব্যাপী মুক্তির প্রাক্কালেও আপোষ-আলোচনা প্রত্যাখ্যান করেন নি।

১৯৪৯-এর মার্চে কমরেড মাও সে তুং বলেছিলেন : "শান্তির জন্য আপোষ-আলোচনা, সামগ্রিকই হোক, বা স্থানীয়ই হোক, সেই সম্ভাব্যতার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঝামেলার ভয়ে বা জটিলতা এড়িয়ে চলার জন্য আমাদের আপোষ-আলোচনায় যোগ দিতে অস্বীকার করা উচিত নয়, আবার স্পষ্ট ধারণা না নিয়েও আমাদের আপোষ-আলোচনায় আসা উচিত নয়। নীতিতে আমাদের দৃঢ় হওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের নীতিকে কার্যকরী করার জন্য অনুমোদনযোগ্য প্রয়োজনীয় সব নমনীয়তাই আমাদের থাকা উচিত।"[৫০] আন্তর্জাতিকভাবেও সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, চীনের কম্যুনিষ্টরা আপোষ-আলোচনার প্রতি এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসরণ করেন।

১৯৫২-র অক্টোবরে কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতির আপোষ-আলোচনা সম্পর্কে কমরেড মাও সে তুং বলেছিলেন, "আমরা অনেক আগে থেকেই ব'লে আসছি যে, শান্তিপূর্ণ উপায়েই কোরিয়া সমস্যার মীমাংসা হওয়া উচিত একথা আজও প্রযোজ্য। যতোক্ষণ পর্যন্ত মার্কিন সরকার একটি ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটির সমাধান করতে চাইছে এবং আগেকার মতো আপোষ-আলোচনার অগ্রগতিকে ধ্বংস করার ও বাধা দেওয়ার সমস্ত নির্লজ্জ প্রচেষ্টা বন্ধ করছে, ততোক্ষণ কোরীয় যুদ্ধবিরতির আপোষ-আলোচনার সাফল্য সম্ভব। অন্যথায়, হয়ে পড়বে অসম্ভব।"[৫১]

---

৫০ মাও সে তুং : ঐ / পৃ ৩৭২

৫১ মাও সে তুং : 'পিপলস্ ডেইলি' / ২৪. ১০. ৫১

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামই তাদেরকে আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে কোরীয় যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য করেছে।

আমরা ১৯৫৪ সালে জেনেভা সম্মেলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলাম এবং ইন্দোচীনে শান্তি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম।

যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের তাইওয়ান এলাকা দখল ক'রে রেখেছে, এমনকি তাদের সাথেও আমরা আপোষ-মীমাংসার পক্ষে। আট বছরেরও বেশী সময় ধরে চীন-মার্কিন রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে আলোচনা চলছে।

আমরা ১৯৬১ সালের লাওস প্রশ্নে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলাম এবং লাওসের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি স্বীকৃতিজ্ঞাপক জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম। চীনের কম্যুনিষ্টরা কি কেবল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে নিজেদের আপোষ-আলোচনাকেই অনুমোদন করে, আর সি. পি. এস. ইউ-এর নেতাদের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনার বিরোধিতা করে? না, অবশ্যই না।

বস্তুতঃ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের, বিশ্বশান্তি রক্ষার পক্ষে সহায়ক, ক্ষতিকর নয়, এমন সমস্ত আপোষ-আলোচনাকেই আমরা সর্বদা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছি।

১৯৬০-এর ১৪ই মে কমরেড মাও সে তুং বলেছিলেন: "আমরা সর্বদাই শীর্ষ সম্মেলনকে সমর্থন করি, তা সেই সম্মেলন তার অবদান রাখুক বা না রাখুক, বা সে অবদান বড়ো হোক বা ছোটো হোক। কিন্তু, বিশ্বশান্তি অর্জন প্রাথমিকভাবে সমস্ত দেশগুলির জনগণের দৃঢ় সংগ্রামের ওপরেই নির্ভর করে।"[৫২] (Renmin, Ribao, May 15, 1960)

আমরা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে আপোষ-আলোচনার পক্ষে। কিন্তু আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি অর্জনের আশা পোষণ করা, সে বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং এভাবে জাতিগুলির লড়াকু মনোভাবকে পঙ্গু ক'রে দেওয়া—ঠিক যেমনটি করেছেন ক্রুশ্চভ একেবারেই অনুমোদন করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে, আপোষ-আলোচনার প্রতি ক্রুশ্চভের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি আপোষ-আলোচনার পক্ষেই ক্ষতিকর। সাম্রাজ্যবাদের কাছে ক্রুশ্চভ যতো পিছু হটবেন, তিনি ভিক্ষে চাইবেন, সাম্রাজ্যবাদীদের লোভও ততোই বাড়বে। আপোষ-আলোচনার সবচেয়ে বড়ো প্রবক্তা ব'লে নিজেকে যিনি দাবী করেন, সেই ক্রুশ্চভ হচ্ছেন সব সময়েই

---

৫২ মাও সে তুং: 'পিপলস্ ডেইলি' / ১৫. ৫. ৬০

একজন ব্যর্থ প্রেমিক, এবং প্রায়শঃই হাসির খোরাক। অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াশীলরা কখনোই আত্মসমর্পণকারীদের মুখ রক্ষা করার কথা ভেবে দেখে না।

শান্তিরক্ষার পথ এবং যুদ্ধের পথ

সংক্ষেপে, সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের সাথে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে আমাদের বিরোধ হলো দু'টি ভিন্ন লাইনের বিরোধ—সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা বা না করার, বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করা বা না করার, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বের জনগণকে পরিচালিত করা বা না করার, এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদে অবিচল থাকা বা না থাকার বিরোধ। অন্যান্য সব প্রকৃত বিপ্লবী পার্টিগুলির মতোই সি. পি. সি. সর্বদাই বিশ্বশান্তির জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামনের সারিতে থেকেছে। আমরা মনে করি যে, বিশ্বশান্তি রক্ষা করতে হ'লে সবসময়েই সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে, জনগণের সংগ্রাম জাগিয়ে তোলা এবং সংগঠিত করা প্রয়োজন এবং আস্থা রাখা প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তি বৃদ্ধির ওপর, সর্বহারাদের এবং সমস্ত দেশের মেহনতী মানুষের বিপ্লবী সংগ্রামের ওপর, নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তিসংগ্রামের ওপর, সমস্ত শান্তিপ্রিয় জনগণের সংগ্রামের উপর, এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের ওপর।

আমাদের এই লাইন ১৯৫৭ সালের ঘোষণায় এবং ১৯৬০ সালের বিবৃতিতে উপস্থাপিত সমস্ত কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির সাধারণ লাইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই লাইনের সাহায্যে অবিরামভাবে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও বিশ্বশান্তির জন্য আন্দোলনকে সঠিক দিকে পরিচালিত করা সম্ভব। এই লাইনের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে মূল কেন্দ্র ক'রে বিশ্বশান্তির পক্ষের শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করা এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ শক্তিগুলিকে আঘাত হানা ও দুর্বল করা সম্ভব।

এই লাইনের সাহায্যে ক্রমাগতভাবে জনগণের বিপ্লবগুলির প্রসার ঘটানো এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রসার বন্ধ করা সম্ভব।

এই লাইনের সাহায্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বন্দ্বসহ সমস্ত সম্ভাব্য উপাদানকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব।

এই লাইনের সাহায্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পারমাণবিক ভীতি প্রদর্শন ধ্বংস করার এবং তার নোতুন একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার চক্রান্ত ব্যর্থ করা সম্ভব।

এই লাইনটি সমস্ত দেশের জনগণের বিপ্লবে বিজয় অর্জনের ও বিশ্বশান্তি অর্জনের লাইন, এটিই বিশ্বশান্তি রক্ষার কাজে নিশ্চিত ও কার্যকরী লাইন। আর সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের দ্বারা অনুসৃত লাইনটি হচ্ছে আমাদের লাইনের, সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও বিপ্লবী জনগণের সাধারণ লাইনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা তাদের আন্দোলনের বর্শামুখ নিবদ্ধ করেছে বিশ্বশান্তির শত্রুদের দিকে নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দিকে। এই ভাবে তারা যে শক্তি বিশ্ব-শান্তি রক্ষা করে, তার ভরকেন্দ্রকেই দুর্বল ও নস্যাৎ ক'রে দিচ্ছেন।

তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণকে আতঙ্কিত ক'রে তোলার জন্য পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলকে ব্যবহার করছেন এবং নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাতে তাদের নিষেধ করছেন। এইভাবে তারা সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলতে এবং জনগণের বিপ্লব দমন করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করছেন। তারা নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলিকে আতঙ্কিত ক'রে তোলার জন্য এবং তাদের বিপ্লব করা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলকে ব্যবহার করছেন, এবং বলপূর্বক বিপ্লবের 'স্ফুলিঙ্গ' নেভানোর কাজে সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করছেন। এই ভাবে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যবর্তী এলাকায় মার্কিন আগ্রাসন ও যুদ্ধের নীতি চালিয়ে যেতে সাহায্য করছেন।

তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেরও ভয় দেখাচ্ছেন, এবং তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া মার্কিন নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তাদের বাধা দিচ্ছেন, এবং এইভাবে এই সব দেশকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে ও নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে তারা সাহায্য করছেন।

এই কর্মনীতির মধ্য দিয়ে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন।

এই কর্মনীতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের পদলেহীদের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য যুক্তফ্রন্টকে অস্বীকার করছে।

বিশ্বশান্তির প্রধান শত্রুদের উপর নয় বরং শান্তির পক্ষাবলম্বী শক্তিগুলির উপরই এটা সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্নতা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন এবং এর মানে হচ্ছে বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সংগ্রামী দায়িত্বের বিলোপসাধন।

এটি এমন একটি লাইন, যা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'বিশ্ব-রণনীতি'কেই সিদ্ধ করছে।

এটি বিশ্বশান্তির পথ নয়, বরং আরও বেশী যুদ্ধের বিপদের এবং খোদ যুদ্ধেরই পথ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পৃথিবী যা ছিলো, আজ আর তা নেই। আজকে রয়েছে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জাতীয়

মুক্তি আন্দোলন উত্তাল গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপ্লবী জনগণের শক্তি অনেক প্রবলতর হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এবং সারা বিশ্বের জনগণ কখনোই তাঁদের ভাগ্যকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদী শক্তিগুলি ও তাদের ভেরীবাদকদের স্বার্থে নিয়োজিত হতে দেবেন না।

সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের আগ্রাসন ও যুদ্ধবাদী কার্যকলাপ বিশ্বের জনগণকে ক্রমাগত তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষিত ক'রে তুলছে। সামাজিক প্রয়োগই সত্যবিচারের একমাত্র মানদণ্ড। আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে, সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের এই ধরনের শিক্ষাদানের ফলে অনেক লোক, যাঁরা এখন যুদ্ধ ও শান্তিব প্রশ্নে ভুল অভিমত পোষণ করছেন, তাঁদের মনোভাব পাল্টে ফেলবেন। এ ব্যাপারে আমাদের রয়েছে গভীর প্রত্যাশা।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, কম্যুনিষ্টরা এবং বিশ্বের জনগণ যদি সাম্রাজ্যবাদী প্রতারণার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন, সংশোধনবাদী মিথ্যা বুলির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি কবেন, এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন, তবে তারা অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী-দের নোতুন একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধানোর চক্রান্তকে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে বিশ্বশান্তিকে সুরক্ষিত ক'রে তুলতে পারবেন।

———

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঃ দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি প্রসঙ্গে ষষ্ঠ মন্তব্য

'পিপলস্ ডেইলি' ও 'রেড ফ্ল্যাগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ
ডিসেম্বর ১২, ১৯৬৩

সি. পি. এস. ইউ'এর বিংশ কংগ্রেসের পর থেকে ক্রুশ্চভ ও অন্য কমরেডরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশ্নটির কথাই অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশী ক'রে ব'লে আসছেন।
সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা বারবার দাবি করছেন যে, লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে তারা অবিচল থেকেছেন এবং সৃজনশীলভাবে বিকশিত করেছেন। বহু দীর্ঘ বৈপ্লবিক সংগ্রামে দুনিয়ার জনগণ যে সব বিজয় অর্জন করেছেন, তা তাঁদেরই 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' নীতির ফল ব'লে সোভিয়েত নেতারা দাবি করছেন।
তাঁরা এই ধারণা প্রচার করছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ ক'রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে সমর্থন করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সি. পি. সি. এবং সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিব বিরুদ্ধে উন্মত্তের মতো এই ব'লে কুৎসা গাইছেন যে, তারা নাকি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিরোধী। সি. পি. এস. ইউ'এর কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠিতে এমন কি এ কথাও তারা বলতে দ্বিধা করেননি যে, চীন নাকি 'যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার জন্য' সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে 'প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।'
তাদের যে সব কথাবার্তা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সর্বহারা বিশ্ব-বিপ্লব এবং নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির বিপ্লবী আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, সেগুলিকেই তারা লেনিনেব শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব'লে জাহির করছেম।

কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' কথাটি সত্যিই কি সি. পি. এস. ইউ'এর নেতৃবৃন্দের রক্ষাকবচের কাজ করতে পারে? না কিছুতেই পারে না। আমরা এখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত নীতির সম্মুখীন হয়েছি।

একটি হচ্ছে, লেনিন ও স্তালিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি, যা চীনের কমি-উনিষ্টবা-সহ সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই অনুসরণ ক'রে চলেছেন।
অপরটি হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লেনিনবাদ-বিরোধী নীতি, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সেই তথাকথিত সাধারণ নীতি, ক্রুশ্চভ প্রমুখেরা যার প্রবক্তা।

এখন লেনিন ও স্তালিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিটিকে এবং ক্রুশ্চভ প্রমুখ কথিত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সাধারণ নীতি নামক বস্তুটিকে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক।

লেনিন ও স্তালিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি

ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থা বিশিষ্ট দেশগুলি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দেশকে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি অনুসরণ ক'রে চলতে হবে, লেনিনই এই ধারণার প্রবক্তা। লেনিন ও

স্তালিনের নেতৃত্বে সি. পি. এস. ইউ. ও সোভিয়েত সরকার দীর্ঘকাল ধরে এই সঠিক নীতি অনুসরণ ক'রে এসেছেন।

সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রশ্নটি অক্টোবর বিপ্লবের আগে উত্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিলো না, কারণ তখন কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশই ছিলো না। তবুও সাম্রাজ্যবাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে লেনিন ১৯১৫-১৬ সালেই তাঁর দূরদৃষ্টির মাধ্যমে বুঝেছিলেন যে, একই সঙ্গে "সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্র জয়ী হতে পারে না। সে প্রথমে জয়ী হবে একটি বা কয়েকটি দেশে, এবং বাকী দেশগুলি বুর্জোয়া অথবা প্রাক্-বুর্জোয়া অবস্থায় আরো কিছুকাল থাকবে।"[১] অর্থাৎ, কিছুকাল ধরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পুঁজিবাদী বা প্রাক-পুঁজিবাদী দেশগুলির পাশাপাশি থাকবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতিই এইরকম যে, তাকে শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতেই হবে। লেনিন বলেছেন, "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই শুধু কথায় নয়, কাজেও শান্তির নীতি অনুসরণ ক'রে চলতে পারে।"[২] লেনিনের এই বক্তব্যকেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি বলা চলে।

অক্টোবর বিপ্লবে বিজয় অর্জন করার পর লেনিন দুনিয়ার সামনে বহুবার ঘোষণা করেছেন যে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে শান্তির নীতি। কিন্তু সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক 'প্রতিবেশীটিকে' সূতিকাগারেই হত্যা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা বদ্ধপরিকর হয়েছিলো। লেনিন ঠিকই বলেছিলেন যে, "এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে আমরা যদি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রটিকে অস্ত্রের সাহায্যে রক্ষা না করি, তাহলে আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না।"[৩]

১৯২০ সাল নাগাদ সোভিয়েত জনগণ সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে পরাজিত ক'রে ফেলে। সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে তখন একটা আপেক্ষিক শক্তির ভারসাম্য এসেছে। কয়েক বছর ধরে শক্তিপরীক্ষার পর সোভিয়েত রাষ্ট্র তখন নিজেকে টিকিয়ে দাঁড় করাতে পেরেছে। সে তখন যুদ্ধ থেকে শান্তিপূর্ণ গঠনকাজে মনোনিবেশ করতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই লেনিন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সেই সময় থেকেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে 'সহ-অবস্থান' করা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদীদের আর কোনো উপায় ছিলো না।

লেনিনের জীবদ্দশায় এই ভারসাম্য বরাবরই অত্যন্ত অস্থিতিশীল অবস্থায় ছিলো—এবং

---

১ লেনিন : 'নির্বাচিত রচনাবলী' / ইংরাজী : মস্কো : ১৯৫০ / খণ্ড ১ : অংশ ২ : পৃঃ ৫৭৮

২ লেনিন : 'রচনা-সংকলন'/রুশ সংস্করণ, মস্কো, ১৯৪৮/খণ্ড ২৫ : পৃঃ ২৯১-৯২

৩ লেনিন : 'সি. পি. এস. ইউ. (বি)-র অষ্টম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট'

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের চারপাশ ঘিরে ছিলো কঠোর পুঁজিবাদী বেষ্টনী। বারবার লেনিন বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী প্রকৃতির ফলেই দীর্ঘকাল ধরে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার কোনো গ্যারান্টি নেই।

পৃথক সমাজব্যবস্থা বিশিষ্ট দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সারবস্তু কী হবে, তা বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা তখনকার অবস্থায় তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রথম রাষ্ট্রের পক্ষে সঠিক পররাষ্ট্র নীতি কী হবে, মহান লেনিনই তা' স্থির ক'রে গিয়েছিলেন, এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির মূল তত্ত্বগুলিও তিনি বিবৃত ক'রে গিয়েছিলেন।

এই নীতি সম্পর্কে লেনিনেব মূল ধারণাগুলি কী ছিলো? প্রথমতঃ, লেনিন দেখিয়ে দেন যে, সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে চলেছে। যদিও সে তার শান্তির পররাষ্ট্রনীতি অবিচলভাবে অনুসরণ ক'রে চলেছে, তবু তার সঙ্গে শান্তিতে বসবাস কবাব ইচ্ছা সাম্রাজ্যবাদীদেব নেই, এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধিতা, এমন কি, তাকে ধ্বংস করার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সবই তারা করবে, কোনো সুযোগই ছেড়ে দেবে না। লেনিন বলেছিলেন, "আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে···পাশাপাশি······বাস করতে পারে না—পারে না তার বাস্তব অবস্থানের জন্য এবং সেই অবস্থানের মধ্যে পুঁজিবাদী শ্রেণীর যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিহিত রয়েছে তার জন্য।"[৪]

তিনি আরো বলেছেন, "সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র দীর্ঘ-কাল অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে—একথা ভাবাই যায় না। শেষ পর্যন্ত একে অপরের উপর জয়ী হবেই। কিন্তু এই শেষ যতোদিন না আসছে, ততোদিন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একের পর এক বহু ভীষণ সংঘর্ষ অনিবার্য হবে।"[৫]

এই জন্যই তিনি বার বার বলে গেছেন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সব সময়েই সজাগ প্রহরা বজায় রাখতে হবে। "...সমস্ত শ্রমিক ও কৃষককে এই শিক্ষাই আয়ত্ত করতে হবে যে, আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে, কেননা এমন সব মানুষ, শ্রেণী ও সরকার দ্বারা আমরা বেষ্টিত রয়েছি, যারা প্রকাশ্যেই আমাদের বিরুদ্ধে তীব্রতম ঘৃণা প্রকাশ করছে।"[৬]

---

৪ লেনিন: 'নির্বাচিত রচনাবলী'/খণ্ড ২: অংশ ১/পৃঃ ৪২২

৫ লেনিন: ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য

৬ ঐ : 'রচনা সংকলন'/খণ্ড ৩৩: পৃঃ ১২২

দ্বিতীয়ত, লেনিন ব'লে গেছেন যে একমাত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই সোভিয়েত রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারে।

এ হলো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের মধ্যে বারংবার শক্তি পরীক্ষার ফল। এই শক্তিপরীক্ষায় সোভিয়েত রাষ্ট্র সঠিক নীতিই গ্রহণ করেছিলো, অর্থাৎ সে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর ও নিপীড়িত জাতিসমূহের সমর্থনের উপর নির্ভর করেছিলো এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার অন্তর্বিরোধকে কাজে লাগিয়েছিলো।

১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে লেনিন বলেছিলেন, "চিরকাল এটাই হয়ে থাকে যে, শত্রু যখন পর্যুদস্ত হয়, তখনই সে শান্তির কথা বলতে শুরু করে। বার বার ঐ ভদ্রলোকদের, ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের, আমরা বলেছি যে, আমরা শান্তি স্থাপনে রাজি আছি, কিন্তু তারা তখন রাশিয়াকে শৃঙ্খলিত করার স্বপ্ন দেখেই চলেছে। কিন্তু আজ তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের স্বপ্ন সফল হবার নয়!"[৭]

১৯২১ সালে তিনি বলেছিলেন, ..."সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি তাদের সমস্ত ঘৃণা এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সমস্ত বাসনা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এই চিন্তা ত্যাগ করতে হয়েছে, কারণ পুঁজিবাদী দুনিয়ার অবক্ষয় ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে, তার ঐক্য ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে, তার উপর ১০০ কোটিরও বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট নিপীড়িত ঔপনিবেশিক জনগণের শক্তির চাপ প্রতি বছরে, প্রতি মাসে, এমনকি প্রতি সপ্তাহেই বেড়েই চলেছে।"[৮]

তৃতীয়ত: শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে লেনিন পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিভিন্ন ধরনের দেশের প্রতি বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি সেই সব দেশের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, যাদের উপর সাম্রাজ্যবাদীরা চাপ দিচ্ছিলো ও পীড়ন করছিলো। তিনি বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল কাঁধে চেপে রয়েছে যে-সব জাতির, তাদের সকলের মৌলিক স্বার্থ অভিন্ন" এবং "সাম্রাজ্যবাদ যে বিশ্বনীতি অনুসরণ করে চলেছে তার ফলে সমস্ত নিপীড়িত জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক, মৈত্রী ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে চলেছে।" তিনি বলেন যে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের শান্তির নীতির ফলে আর. এস. এফ. আর. এস. (রাশিয়ান সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হবে।"[৯]

৭ লেনিন : 'শ্রমিক কৃষক মৈত্রী'/ইংরাজী সংস্করণ মস্কো, ১৯৫৯ / পৃঃ ৩২৬

৮ ঐ : 'নির্বাচিত রচনাবলী' / খণ্ড ৩২ : পৃঃ ৪১২—১৩

৯ লেনিন : ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য / পৃঃ ২৫১-২৫২

লেনিন আরো বলেছিলেন, "আমাদের এখন প্রধান কাজ হবে: শোষকদের পরাজিত করা এবং দ্বিধাগ্রস্তদের আমাদের দিকে টেনে আনা। এই দ্বিধাগ্রস্তরা হচ্ছে এমন বহু বুর্জোয়া রাষ্ট্র, যারা বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের ঘৃণা করে, আবার নিপীড়িত রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়।"[১০]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে তিনি বলেছিলেন, "মার্কিন পুঁজিবাদীরা যেন আমাদের গায়ে হাত না দেয়।" "এই ধরনের শান্তির পথে বাধা কোথায়? আমাদের তরফ থেকে কোনো বাধাই নেই। আমেরিকান ও অন্যান্য সমস্ত পুঁজিবাদীদের তরফ থেকে বাধা সাম্রাজ্যবাদ।"[১১]

চতুর্থতঃ, ক্ষমতাধিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে পৃথক সমাজব্যবস্থার দেশগুলির প্রতি অনুসরণের জন্য লেনিন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি কখনো তাকে কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের পররাষ্ট্রনীতির সবটুকু ব'লে ঘোষণা করেননি। বারবার তিনি স্পষ্ট ক'রে বলে গেছেন যে, এই পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি হচ্ছে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ।

তিনি বলেছিলেন, "পুঁজিবাদেব উচ্ছেদ কল্পে তাদের দুরূহতম সংগ্রামে সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের সাহায্য করতে পারাকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মহত্তম গর্ব বলে মনে করে।"[১২]

অক্টোবর বিপ্লবের পর প্রচারিত শান্তির ঘোষণাবাণীতে সমস্ত যুধ্যমান দেশের প্রতি বিনা ক্ষতিপূরণে অবিলম্বে শান্তিস্থাপনের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে লেনিন সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, শান্তিস্থাপনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সংগ্রামে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকারের দাসত্ব ও সর্বপ্রকারের শোষণ থেকে মেহনতী ও শোষিত জনগণকে মুক্ত করার সংগ্রামে ব্যাপক, দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ এবং প্রচণ্ডতম অভিযানের মাধ্যমে সাহায্য করার।"[১৩]

রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসের জন্য লেনিন পার্টির. খসড়া যে কর্মসূচী রচনা করেছিলেন, তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন যে "অগ্রসর দেশগুলির সমাজতন্ত্রী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন" এবং "সাধারণভাবে সমস্ত দেশের এবং বিশেষভাবে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি

---

১০ লেনিন: 'রচনা সংকলন'/খণ্ড ৩০: পৃ ২৯৯

১১ লেনিন: পৃ ৩৪০

১২ লেনিন: ঐ খণ্ড ৩৩: পৃ ২৭৯

১৩ লেনিন: 'নির্বাচিত রচনাবলী'/খণ্ড ২: অংশ ১/পৃ ৩৩১

সমর্থন" পার্টির আন্তর্জাতিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক।"[১৪]

পঞ্চমতঃ, লেনিন অবিচলভাবে এই মত ঘোষণা ক'রে গেছেন যে, নিপীড়িত শ্রেণী ও জাতিগুলির পক্ষে নিপীড়ক শ্রেণী ও জাতিগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহ-অবস্থান করা অসম্ভব।

কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের মূল কর্তব্যাবলী সম্পর্কিত বক্তব্যে, তিনি বলেন : ..."বুর্জোয়ারা, এমনকি সবচেয়ে শিক্ষিত ও গণতান্ত্রিক বুর্জোয়ারাও, উৎপাদনের উপকরণ সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানাকে রক্ষার জন্য যে কোনো শঠতা ও পাপ করতে, কোটি কোটি শ্রমিক ও কৃষককে হত্যা করতে, এখন আর দ্বিধা করে না।"[১৫]

পরিশেষে লেনিন এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন : 'সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিতের ইচ্ছার কাছে পুঁজিবাদীদের শান্তিপূর্ণভাবে নতিস্বীকার করবার এবং শান্তিপূর্ণভাবে সংস্কারের পথে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের চিন্তা শুধু যে চরম দৃষ্টিহীন নির্বুদ্ধিতা তাই নয়, শ্রমিকদের নির্লজ্জ প্রতারণা, পুঁজিবাদী মজুরিদাসত্বের গায়ে পলেস্তরা লাগানো, সত্যকে ঢেকে রাখাও বটে।"[১৬]

সাম্রাজ্যবাদীরা মাঝে মাঝে সমস্ত জাতির সমানাধিকারের যে বুলি আওড়ায়, তার কপটতার প্রতি বারংবার তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, "লীগ অব নেশনসের এবং আঁতাতের সমগ্র যুদ্ধোত্তর নীতি ক্রমেই অধিকতর স্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে এই সত্যকেই প্রতিভাত করছে যে সর্বত্রই তারা অগ্রসর দেশের শ্রমিকশ্রেণীর এবং উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মেহনতী জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে তীব্রতর ক'রে তুলছে, এবং পুঁজিবাদীদের আওতায় বিভিন্ন জাতি শান্তিতে ও সমানাধিকার নিয়ে পাশাপাশি বাস করতে পারে—এই পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী মোহ ভেঙে যাবার দিন এগিয়ে আসছে।"[১৭]

এই হলো শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পর্কে লেনিনের মূল তত্ত্ব।

লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিকেই দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছিলেন স্তালিন। ত্রিশ বছর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। তখন তিনি অবিচলভাবে এই নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। যখন সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াপন্থীরা

১৪ লেনিন : 'নির্বাচিত রচনাবলী'/ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক : ১৯৪৩/খণ্ড ৮ : পৃ: ৩৩৪

১৫ লেনিন : ঐ / খণ্ড ১০ : পৃ: ১৬৮

১৬ ঐ

১৭ লেনিন : 'নির্বাচিত রচনাবলী'/মস্কো : ১৯৫২/খণ্ড ২ : অংশ ২ পৃ: ৪৩৪

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রয়োচনা সৃষ্টি করে, অথবা আক্রমণ চালায়, কেবলমাত্র তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন 'মহান দেশরক্ষার যুদ্ধে' অবতীর্ণ হয় এবং আত্ম-রক্ষার প্রতিরোধ সংগ্রাম চালায়।

স্তালিন বলেছিলেন, "দুই বিপরীত ব্যবস্থার সহ-অবস্থান সম্ভব, এই ধারণার উপর ভিত্তি ক'রেই পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরিচালিত," এবং "পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলা আমাদের পক্ষে অবশ্যকরণীয় কাজ।"[১৮] তিনি আরো বলেছিলেন, "পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পূর্ণ সম্ভব, অবশ্য যদি উভয় পক্ষেরই ইচ্ছা থাকে সহযোগিতা করার, আগ্রহ থাকে প্রতিশ্রুতি পালন করার এবং উভয় পক্ষই প্রত্যেকের সমানাধিকার মেনে চলার এবং একে অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার নীতি মেনে চলে।"[১৯] স্তালিন একদিকে যেমন লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি অবিচল ভাবে অনুসরণ করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের খুশী করার জন্য অন্যান্য জনগণের বিপ্লবের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারেরও বিরোধিতা ক'রে গেছেন। তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলে গেছেন যে, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দুইটি বিপরীত পন্থা আছে, যাদের 'যে কোনো একটিকেই' অনুসরণ করতে হবে।

একটি পন্থা ছিলো এই যে, "সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনে সমস্ত দেশের শ্রমিকদের ও নিপীড়িতদের জমায়েত করার যে বৈপ্লবিক নীতি আমরা অনুসরণ ক'রে আসছি, সেই নীতিকে আমরা চালিয়ে যাবো—এবং সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা করবে।" অন্য পন্থাটি ছিলো এই যে, "আমাদের বৈপ্লবিক নীতি আমরা পরিহার করবো এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিপতি শ্রেণীকে বেশ কিছু মৌলিক সুবিধা দেবো এবং সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিশ্রেণী নিশ্চয়ই আমাদের সমাজতান্ত্রিক দেশকে একটা 'ভালো বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে' পরিণত করতে আমাদের সাহায্য করায় বিমুখ হবে না।" স্তালিন একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। আমেরিকা দাবি করছে যে, অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থনের নীতি আমরা নীতি হিসাবে পরিহার করি। সে বলছে, যদি এই সুবিধাটুকু আমরা দিই, তাহলে সব কিছুই ভালোভাবে চলবে। এই সুবিধা সম্ভবতঃ আমাদের দেওয়া উচিত, তাই না?"

এই প্রশ্নের জবাব দেন তিনি নেতিবাচক ভাষায়, "...এইসব সুবিধা অথবা এই ধরনের

---

১৮ স্তালিন: 'রচনাবলী'/ইংরাজী, মস্কো: ১৯৫৪/খণ্ড ১০: পৃঃ ২৯৬

১৯ ঐ 'প্রাভদা'/২.৪.৫২

অন্ত কোনো সুবিধা আমরা দিতে পারিনা, যদি দিই, তবে আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবো।"[২০]

স্তালিনের এই কথাগুলির আজও প্রচণ্ড ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে। সত্যিই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত পররাষ্ট্রনীতি অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি আছে। এদের দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করা, লেনিন ও স্তালিনের নীতিকে তুলে ধরা, এবং বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মসমর্পণ, বিপ্লবের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার ও সমাজতান্ত্রিক দেশটিকে একটা 'ভালো' বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার নীতির—অর্থাৎ যে সব নীতি স্তালিন প্রণয়ন করেছিলেন সেই সব নীতির—দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করা সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সি. পি. সি. লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে অবিচল রয়েছে

সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠিতে বলা হচ্ছে যে, "শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের 'সম্ভাবনায়' সি. পি. সি'র আস্থা নাই" এবং তার বিরুদ্ধে এই কুৎসাপূর্ণ অভিযোগ করা হয়েছে যে, সে নাকি লেনিনেব শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির বিরোধিতা করছে।

এ কথা কি সত্য? না, নিশ্চয় না। ঘটনাকে মান্য করে, এমন যে কোনো ব্যক্তিই স্পষ্টই দেখতে পাবে যে, সি. পি. সি. এবং চীনা জনগণেব প্রজাতান্ত্রিক সরকার অবিচল-ভাবে এবং বিপুল সাফল্যের সঙ্গে লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি অনুসরণ ক'রে চলেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শ্রেণীশক্তিসমূহের আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেকগুলি দেশেই সমাজতন্ত্র বিজয় অর্জন করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত অনেকগুলি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদী শিবির বহুল পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্তর্বিরোধ ক্রমেই তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতির ফলে, পৃথক সমাজ ব্যবস্থা বিশিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে আরও অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এক নোতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সি. পি. সি. ও চীনা সরকার লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিকে প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে আরো সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে।

---

২০ স্তালিন: ঐ। খণ্ড ১১: পৃষ্ঠা ৫৮—৬০

চীনা জনগণের প্রজাতন্ত্রের জন্মলাভের ঠিক পূর্বাহ্নে মাও সে তুং বলেছিলেন, "সারা দুনিয়ার উদ্দেশে আমরা ঘোষণা করছি যে, একান্তভাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার এবং চীনা জনগণের বিরুদ্ধে তার সমস্ত চক্রান্তের আমরা বিরোধিতা করি। সমানাধিকার, পারস্পরিক সুবিধা এবং ভূখণ্ডগত সংহতি ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক মর্যাদাদানের ভিত্তিতে যে কোনো বিদেশী সরকারের সঙ্গে আমরা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা করতে আগ্রহী, অবশ্য যদি সেই সরকার চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করা বা তাদের সাহায্য করা বন্ধ করেন, এবং গণ-প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রতি এমন বন্ধুত্বের মনোভাব গ্রহণ করেন যা প্রকৃতই বন্ধুত্ব, কপট বন্ধুত্ব নয়। সমস্ত দেশের জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করতে এবং উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিকাশসাধনের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালু করতে এবং বাড়িয়ে তুলতেও চীনের জনগণ আগ্রহশীল।" ২১

কমরেড মাও সে তুং নির্দেশিত এই নীতিগুলি অনুসারে আমরা স্পষ্ট ভাষায় আমাদের শান্তিমূলক পররাষ্ট্রনীতি রূপায়িত করি প্রথমে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শমূলক সম্মেলনে গৃহীত 'সাধারণ কর্মসূচী'র মধ্যে দিয়ে এবং পরে ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণ-কংগ্রেসে গৃহীত চীন গণ-প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের মধ্যে দিয়ে।

১৯৫৪ সালে চীন সরকার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বিখ্যাত পঞ্চশীল নীতির প্রবর্তন করেন! এই পঞ্চশীল নীতি হচ্ছে পরস্পরের ভূখণ্ডগত সংহতি ও সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দান, পারস্পরিক অনাক্রমণ, একে অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সমানাধিকার ও পারস্পরিক উপকার, এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে মিলে আমরা ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে এই পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতেই দশটি নীতি প্রণয়ন করি।

১৯৫৫ সালে মাও সে তুং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতার সার-সংকলন করেন এবং আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ সূত্রগুলির আরও ব্যাখ্যা করেন: "স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আমাদের আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং সমস্ত শান্তিকামী দেশের সঙ্গে সংহতি দৃঢ়তর করতে হবে। আমাদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে আগ্রহী এমন সমস্ত দেশের সঙ্গেই পরস্পরের ভূখণ্ডগত সংহতি ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদাদান এবং সমানাধিকার ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে আমাদের স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

---

২১ মাও সে তুং: 'নির্বাচিত রচনাবলী' / খণ্ড ৪: পৃঃ ৪০৮

করার চেষ্টা করতেই হবে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনকে, শান্তি আন্দোলনকে এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত দেশের সমস্ত ন্যায্য সংগ্রামকে আমাদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন করতেই হবে।"[২২]

১৯৫৭ সালে তিনি বলেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের ঐক্য দৃঢ়তর করা এবং সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে আমাদের ঐক্য দৃঢ়তর করা—এটাই আমাদের মৌলিক নীতি, এখানেই আমাদের মৌলিক স্বার্থ নিহিত। তারপর আছে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি, আর আছে সমস্ত শান্তিকামী দেশ ও জনগণ। তাদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য আরো দৃঢ় ও বিকশিত ক'রে তুলতে হবে।"

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সম্পর্কে আমাদের নীতি হচ্ছে, তাদের জনগণের সঙ্গেও আমাদের ঐক্য স্থাপন করতে হবে এবং এই সব দেশের সঙ্গে শান্তিতে সহ-অবস্থানের জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং যে কোনো সম্ভাব্য যুদ্ধকে ঠেকাতে হবে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমরা যেন তাদের সম্পর্কে কোনো অবাস্তব ধারণা পোষণ না করি।"[২৩]

গত ১৪ বছর ধরে পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের দেশের সঙ্গে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ ক'রে আসছি এবং একই ধরনের দেশগুলির বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী আমাদের নীতিও পরিবর্তন ক'রে আসছি।

এক ॥ সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলিকে আমরা পৃথক ক'রে দেখি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য দানের সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার নীতি আমরা মেনে চলি। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমস্ত দেশের ঐক্য রক্ষা করা ও দৃঢ়তর করাকে আমরা আমাদের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মৌলিক নীতি বলে মনে করি।

দুই ॥ সদ্য-স্বাধীন জাতীয়তাবাদী দেশগুলিকে আমরা পৃথক ক'রে দেখি। জাতীয়তাবাদী দেশগুলি যদিও সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে মূলতঃ পৃথক, তবুও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের রয়েছে গভীর বিরোধের সম্পর্ক। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তাদের সমস্বার্থ রয়েছে—সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, জাতীয় স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং বিশ্বশান্তিকে রক্ষা করা। অতএব, এই সব দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে অবশ্যই সম্ভব এবং তা করা উচিত। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত জনগণের অভিন্ন সংগ্রামের অগ্রগতির পক্ষে এই সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

---

২২ মাও সে তুং : 'সি. পি. সি-র অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণ'

২৩ ঐ : 'জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সঠিক সমাধান প্রসঙ্গে'

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা সংহত ও দৃঢ়তর করার নীতিতে আমরা বরাবর অবিচল থেকেছি। সঙ্গে সঙ্গে যে সব দেশ পঞ্চশীল নীতি লঙ্ঘন বা ধ্বংস করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যথাযোগ্য ও প্রয়োজনীয় সংগ্রাম চালিয়ে আসছি।

তিন ।। সাধারণ পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে আমরা পৃথক ক'রে দেখি, আবার বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকেও একটিকে অন্যটির থেকে পৃথক ক'রে দেখি। শ্রেণী-শক্তিসমূহের আন্তর্জাতিক ভারসাম্য যতোই বেশী ক'রে সমাজতন্ত্রের অনুকূল হচ্ছে এবং যতোই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে, এবং যতোই তাদের মধ্যকার অন্তর্বিরোধ দিনের পর দিন তীব্রতর হচ্ছে, ততোই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে নিজেদের ক্রমবর্ধমান শক্তি, বিভিন্ন দেশের জনগণের বৈপ্লবিক শক্তির বিস্তৃতি, জাতীয়তাবাদী দেশগুলিব সঙ্গে ঐক্য স্থাপন এবং সমস্ত শান্তিকামী জাতীয় সংগ্রামের উপর নির্ভর ক'রে এবং সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধকে কাজে লাগিয়ে কোনো না কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশকে তাদের সঙ্গে কোনো না কোনো ধরনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য কবা সম্ভব হয়ে উঠছে।

পৃথক সমাজব্যবস্থা বিশিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অবিচলভাবে আমাদের সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য পালন ক'রে চলেছি। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনকে, পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে এবং বিশ্বশান্তির জন্য পররাজ্য আক্রমণ ও যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সমস্ত সংগ্রামকে আমরা সক্রিয়ভাবে সমর্থন ক'রে আসছি।

এসব কিছুই আমরা করছি একটিমাত্র লক্ষ্য সামনে রেখে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও আন্তর্জাতিক সর্বহারা শ্রেণীকে কেন্দ্রবিন্দু ক'রে যাদের ঐক্যবদ্ধ করা যায় এমন সমস্ত শক্তিকেই ঐক্যবদ্ধ করার জন্য।

গত দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে চীন সরকার পৃথক সমাজব্যবস্থা বিশিষ্ট বহু দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় করছে। ইয়েমেন, বর্মা, নেপাল, আফগানিস্তান, গিনি, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ঘানার সঙ্গে চীন মৈত্রীর, শান্তি ও মৈত্রীর অথবা মৈত্রী, পারস্পরিক সাহায্য করার ও পারস্পরিক হস্তক্ষেপ না করার চুক্তি করেছে। বর্মা, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সে সাফল্যের

সঙ্গে সীমান্ত সমস্যারও সমাধান করেছে। এই সমস্যাগুলি ছিলো ইতিহাসের ফেলে-রেখে যাওয়া সমস্যা।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানেব লেনিনীয় নীতিকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সি. পি. সি. ও চীন সরকারের বিপুল সাফল্যগুলিকে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। চীন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বিরোধী—সি. পি. এস. ইউ'এর নেতৃবৃন্দের এই মিথ্যা রটনা দুরভিসন্ধি প্রণোদিত। খোলাখুলি বলতে গেলে বলতে হয়, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার প্রতি নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিজেদের আঁতাতের কুৎসিত রূপটি ঢেকে রাখা।

সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সাধারণ লাইন

আমরা নই, বরং সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারাই আসলে লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিকে লঙ্ঘন ক'রে চলেছেন।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা তাঁদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ধারণাটিকে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে প্রশংসা করেছেন। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রশ্নে তাদের প্রধান বক্তব্যগুলি কী ?

এক ।। সি. পি. এস. ইউ'এর নেতৃবৃন্দ মনে করেন, সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানই চরম ও পরম নীতি। তাঁরা দৃঢভাবে ব'লে থাকেন যে, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানই হচ্ছে "বর্তমান কালের অবশ্যপালনীয় চরম ও চূড়ান্ত বিবেক-বাণী" এবং "যুগের অপ্রতিরোধ্য দাবি।"[২৪] তাঁরা বলেন, "শুধু শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানই হচ্ছে মানব সমাজের একান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র গ্রহণীয় পথ,"[২৫] এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিকেই "সমগ্র বর্তমান সমাজের জীবনযাত্রার মূল নিয়ম"[২৬] ক'রে তুলতে হবে।

দুই ।। তাঁরা বলছেন, সাম্রাজ্যবাদ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি মেনে নেবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এবং আর তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করছে না। তাঁরা বলছেন, "যে সব পশ্চিমী দেশগুলির সরকার ও রাষ্ট্রনেতারা শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পক্ষে

---

২৪ পোনোমরিয়ভ : 'প্রাভ্‌দা / ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬২

২৫ রুমিয়ান্তসেভ : 'প্রবলেমস অব পীস অ্যাণ্ড সোশ্যালিজম' / ১ নং সংখ্যা : ১৯৬২

২৬ ক্রুশ্চভ : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা/২৩শে, সেপ্টেম্বর ১৯৬০

এসে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের সংখ্যা মোটেই কম নয়,"[২৭] "শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রয়োজন ক্রমেই তাঁরা বেশী ক'রে বুঝতে পারছেন।"[২৮] বিশেষ করে তারা বড়ো গলায় ঘোষণা করছেন "পৃথক সমাজ ব্যবস্থার দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের যৌক্তিকতা ও বাস্তব সম্ভাব্যতা" একজন মার্কিন রাষ্ট্রপতির "মেনে নেবার কথা।"[২৯]

তিন ॥ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তারা 'সর্বাঙ্গীন সহযোগিতার' কথা বলেছেন। তারা বলেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের জন্য যুক্তভাবে কাজ করার ও যুক্তভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার একটি ভিত্তি বের করতে পারবে,"[৩০] এবং শান্তিকে সংহত করার এবং সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে প্রকৃত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থে পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারবে।"[৩১]

চার ॥ তাঁরা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করছেন যে, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানই হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্যান্য দেশের পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ নীতি।"[৩২]

পাঁচ ॥ তাঁরা ঘোষণা করছেন যে, "শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ লাইন নিরূপণ করছে।"[৩৩] এবং আজকের দুনিয়ায় শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানই "কমিউনিজমের রণনীতির ভিত্তি" এবং সমস্ত কমিউনিষ্টরাই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য সংগ্রামকে তাদের "কর্মনীতির সাধারণ লাইন হিসাবে গ্রহণ করেছে।"[৩৪]

ছয় ॥ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে তারা জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের পূর্বশর্ত ব'লে মনে করেন। তাদের মতে, পৃথক "সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের"

---

২৭ ক্রুশ্চভ: গাজদামাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া) ভাষণ/২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

২৮ ক্রুশ্চভ: সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট / ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬০

২৯ 'ইজভেস্তিয়া'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ / ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬১

৩০ কেনেডির প্রতি ক্রুশ্চভ ও ব্রেজনেভের অভিনন্দন-বার্তা / ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬১

৩১ ক্রুশ্চভ: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা/২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

৩২ ক্রুশ্চভ: সোভিয়েত ইউনিয়নে কোরিয়ার গণতান্ত্রিক জনগণের প্রজাতন্ত্রের দূতাবাসের সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা/৫ই, জুলাই ১৯৬১

৩৩ পোনোমারিয়ভ: 'প্রব্লেমস্ অব পীস অ্যাণ্ড সোস্তালিজম।/ ১২ নং সংখ্যা, ১৯৬২

৩৪ 'কমিউনিষ্ট' (মস্কো)। ২য় সংখ্যা/১৯৬২। পৃঃ ৮৯

অবস্থাতেই বিভিন্ন দেশের জনগণের পক্ষে বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।[৩৫] তাঁরা বলে থাকেন যে, "বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অবস্থা বিদ্যমান ছিলো ব'লেই কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হয়েছে, আলজেরীয় জনগণ জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে, চল্লিশটিরও বেশী দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির সংখ্যা ও শক্তি বেড়েছে এবং বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।"[৩৬]

সাত ॥ তাঁদের মতে, "আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক সর্বহারা আন্দোলনকে তার মূল শ্রেণীগত লক্ষ্যলাভে সাহায্যদানের প্রকৃষ্টতম উপায়"[৩৭] শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। তাঁরা ঘোষণা করেছেন, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অবস্থায় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণেব সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। তাছাড়া তাদেব বিশ্বাস, 'অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্র জয়ী হলে' সমগ্র পুঁজিবাদী সম্পর্কেব ব্যবস্থা প্রচণ্ড আঘাত খাবে।[৩৮]

তাঁরা বলছেন, "সোভিয়েত জনগণ যখন কমিউনিজমের ফল ভোগ করতে থাকবে, তখন দুনিয়ার কোটি কোটি লোক বলবে, 'আমরা কমিউনিজমের পক্ষে।' তখন হয়তো দেখা যাবে, পুঁজিবাদীরাও কমিউনিষ্ট পার্টিতে চলে আসছে।"[৩৯]

একবার ভেবে দেখুন! লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সঙ্গে এসব মতামতের মিল কোথায়?

লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি হচ্ছে পৃথক সমাজ ব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ যে নীতি অনুসবণ করবে সেই নীতি, আর ক্রুশ্চভ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে বর্ণনা করেছেন বর্তমান সমাজের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণকাবী চরম ও পরম নীতি বলে। লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি ছিলো ক্ষমতাধিষ্ঠিত সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিক নীতির একটি দিক, কিন্তু ক্রুশ্চভ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে টেনে সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির পররাষ্ট্রীয় নীতির সাধারণ লাইনে, এমন কি সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ লাইনে পরিণত করেছেন। লেনিনেব শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি চালিত

---

৩৫ পোনোমারিয়ভ : 'প্রাভ্দা, / ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

৩৬ সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি / ৩০শে মার্চ, ১৯৬৩

৩৭ সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠি / ১৪ই জুলাই, ১৯৬৩

৩৮ : বি. এন. পোনোমারিয়ভ : 'শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলী' / ১২ নং সংখ্যা : ১৯৬২

৩৯ দ্বাবিংশ কংগ্রেসে গৃহীত সি. পি. এস. ইউ'এর কর্মসূচী।

ছিলো সাম্রাজ্যবাদের পররাজ্য আক্রমণ ও যুদ্ধেব নীতির বিরুদ্ধে, কিন্তু ক্রুশ্চভের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি সাম্রাজ্যবাদেরই স্বার্থ সিদ্ধ করে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পররাষ্ট্র আক্রমণ ও যুদ্ধের নীতির সহায়তা করে।

আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রামের অবস্থানই ছিলো লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির ভিত্তি। কিন্তু ক্রুশ্চভের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রামের স্থলে আন্তর্জাতিক শ্রেণী সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা।

আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্তব্য থেকেই আসছে লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি, তাই এই নীতি অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে দৃঢ় সমর্থন জানাতে হবে সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও জাতির বৈপ্লবিক সংগ্রামেব প্রতি। ক্রুশ্চভের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি চায় বিশ্ব সর্বহাবা বিপ্লবের স্থলে শান্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে এবং এইভাবে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাকে বর্জন কবতে।

ক্রুশ্চভ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিকে পাল্‌টে এক শ্রেণীগত আত্ম সমর্থনের নীতিতে পরিণত কবেছেন। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নামে ১৯৫৭ সালের ঘোষণা ও ১৯৬০ সালের বিবৃতির নীতিগুলি বর্জন করেছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে তার বৈপ্লবিক মর্মবস্তুটুকু ছেঁটে বাদ দিয়েছেন এবং তাকে এমনভাবে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ করেছেন যে, তাকে আর চেনাই যায় না।

এটা হচ্ছে মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রতি এক নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা!

তিনটি নীতিগত মতপার্থক্য

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রশ্নে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির এবং সমস্ত মার্কসবাদী লেনিনবাদীর-ই বিরোধ সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি অনুসরণ করবে কিনা, তাই নিয়ে নয়—বিরোধ হচ্ছে লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি সম্পর্কে সঠিক মনোভাব কী হবে—সেই নীতিগত প্রশ্নে।

এর সঙ্গে প্রধানতঃ তিনটি প্রশ্ন জড়িত।

প্রথম প্রশ্ন: শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান অর্জন করতে হলে, সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার প্রয়োজন আছে কি? শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে শত্রুতা ও সংগ্রামের অবলুপ্তি ঘটানো সম্ভব কি?

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা অবিচলভাবে এই মতই পোষণ ক'রে থাকেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দিক থেকে পৃথক সমাজব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি অনুসরণ ক'রে যাবার কোনো বাধা নেই—বাধা বরাবরই আসে সাম্রাজ্যবাদীদের ও বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের দিক থেকে।

পররাজ্য-আক্রমণ ও যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে প্রতিরোধ করার জন্যই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পঞ্চশীল নীতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এই নীতিগুলি অনুসারে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য দেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ ও সার্বভৌমত্বে হামলা করা চলবে না, তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না, তার স্বার্থ ও সম-মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা চলবে না, কিংবা তার বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধ করা চলবে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতিই হচ্ছে অন্য দেশেব ও জাতির বিরুদ্ধে পররাজ্যগ্রাসী আক্রমণ চালানো ও তাদের পরাধীন করা। সাম্রাজ্যবাদ যতোদিন থাকবে, ততোদিন তার প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হবে না। তার প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত এই কাবণের জন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের এই পঞ্চশীল নীতিকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। যেখানেই সম্ভব সেখানেই তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও তাদের ধ্বংস করতে চেষ্টা করে এবং অন্যান্য দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে ও তাদের পরাধীন করতে চেষ্টা করে।

ইতিহাসে দেখা গেছে, প্রতিকূল বাস্তব কারণেব জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিব বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাতে সাম্রজ্যবাদীরা সাহস করেনা, এমনকি কখনো কখনো যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হতে ও কোনো এক ধরনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান মেনে নিতেও তারা বাধ্য হয়।

ইতিহাসে এও দেখা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে তীব্র ও জটিল সংগ্রাম বরাবরই চলে আসছে, যা কখনো কখনো প্রত্যক্ষ সামরিক সংঘর্ষে বা যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। যখন গরম লড়াই হচ্ছেনা, তখন সাম্রাজ্যবাদীরা ঠাণ্ডা লড়াই চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সমানে এই ঠাণ্ডা যুদ্ধই চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াইয়ে সহ-অবস্থানের সম্পর্কই চলে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদীরা মারণাস্ত্র নির্মাণ সক্রিয়ভাবে বাড়িয়ে চলেছে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই রাজনীতি, অর্থনীতি ও মতাদর্শগত সমস্ত ক্ষেত্রেই সর্বতোভাবে তারা সামাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরোধিতা করছে, এমনকি তাদের বিরুদ্ধে সামরিক প্ররোচনা ও যুদ্ধের হুমকিও দিয়ে যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের ঠাণ্ডা লড়াই এবং সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক তার প্রতিরোধ আন্তর্জাতিক শ্রেণী সংগ্রামেরই প্রকাশ।

শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধেই নয়, সারা পৃথিবীতেই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের

পররাজ্য আক্রমণ ও যুদ্ধের চক্রান্ত নিয়ে এগিয়ে চলেছে। নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের বৈপ্লবিক আন্দোলন তারা দমন করার চেষ্টা করছে।

এই পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে অন্য সমস্ত দেশের জনগণের সঙ্গে একত্রে পররাজ্য আক্রমণের ও যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর' লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। অনিবার্যভাবে এই শ্রেণী সংগ্রাম চলছে, কখনও তীব্রভাবে, কখনও শিথিলভাবে।

কিন্তু এই অমোঘ ঘটনাবলী ক্রুশ্চভের চোখে পড়ছেনা। তিনি সর্বত্র প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ইতিমধ্যেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ও তুনিয়ার জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সঙ্গে খাপ খায় না বলেই তাঁর ধারণা।

ক্রুশ্চভের মতে, সমাজতান্ত্রিক দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের ও বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের একের পর এক সুবিধা দিয়ে যেতে হবে, এমনকি যখন তারা সামরিক হুমকি দেখাচ্ছে এবং সশস্ত্র আক্রমণ চালাচ্ছে, কিংবা এমন সব অপমানজনক দাবী করছে যাতে আসলে সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদা বিসর্জন দিতে হয়, তখনও। এই যুক্তি অনুসারেই ক্যারিবিয়ান সংকটের সময় নিজের ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ, নীতি বিসর্জন এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবমাননাকর দাবীগুলিকে সুবোধ বালকের মতো মেনে নেওয়াকে ক্রুশ্চভ 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জয়' বলে ঘোষণা করেছেন।

মাঝে মাঝে ক্রুশ্চভ তুই পৃথক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের কথা বলেন। কিন্তু তাঁর চোখে এই সংগ্রামের রূপটি কী? তিনি বলেছেন, "তুই ব্যবস্থার মধ্যে অনিবার্য সংগ্রামকে একান্তভাবে কতকগুলি ধারণার সংগ্রামে পরিণত করতে হবে।"[৪০] রাজনৈতিক সংগ্রাম এখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তিনি আরো বলেছেন, "পৃথক সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লেনিনবাদী নীতি বলতে যুদ্ধ না হওয়া এবং অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির একটি সাময়িক অবস্থা বোঝায় না, বোঝায় এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা, এবং এই নীতির লক্ষ্য ও বিশ্বাস হচ্ছে এই যে বিভিন্ন রূপের শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পত্তন হবে ও তার বিকাশ ঘটতে থাকবে।"[৪১]

---

৪০ ক্রুশ্চভ : 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনের রিপোর্ট'/ ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৬০।

৪১ ক্রুশ্চভ : 'অষ্ট্রিয়ান অধ্যাপক হান্‌স্‌ থিরিং-এর প্রশ্নের জবাব' / ৩রা জানুয়ারী, ১৯৬২।

এখানে সংগ্রাম একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছে !

যাদুকরের মতো ক্রুশ্চভ একের পর এক খেলা দেখিয়ে চলেছেন। প্রথমে বড়ো প্রশ্নগুলিকে ছোটো ক'রে ফেলছেন, পরে সেই ছোটো প্রশ্নগুলিকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন। সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল বিরোধকে তিনি মানছেন না, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মৌলিক বিরোধকে তিনি মানছেন না, এবং আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্বকে তিনি মানছেন না। এইভাবে তিনি দুই ব্যবস্থার ও দুই শিবিরের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায়' পরিণত ক'রে ফেলছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে কি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ লাইনে পরিণত করা চলতে পারে ?

আমরা মনে করি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ লাইনের মধ্যে থাকবে পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি এবং এই সাধারণ নীতি হবে পররাষ্ট্রনীতির মূল অন্তর্বস্তু।

এই মূল নীতিটি কি ? সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ। লেনিন বলেছিলেন, "প্রতিটি এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর দেশগুলির বিপ্লবীদের সঙ্গে এবং সমস্ত নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে মৈত্রী—এই হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিক নীতি।"[৪২] লেনিন কর্তৃক প্রবর্তিত এই সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার নীতি অনুসারেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতি চালিত হওয়া উচিত। সামাজতান্ত্রিক শিবির গঠিত হবার পর থেকে প্রত্যেক সমাজতান্ত্রিক দেশকে তার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিন ধরনের সম্পর্কের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক, পৃথক সমাজব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক, নিপীড়িত জনগণ ও জাতি-গুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক।

অতএব, আমাদের মতে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ লাইনের অন্তর্বস্তু হওয়া উচিত : সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার নীতি অনুসারে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা গড়ে তোলা ; পৃথক সমাজব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য চেষ্টা করা এবং পররাজ্য আক্রমণ ও যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরোধিতা করা ; সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও জাতির বৈপ্লবিক সংগ্রামকে সমর্থন ও সাহায্য করা। এই তিনটি দিক পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং এদের কোনো একটিকেও বাদ দেওয়া চলে না।

---

৪২ লেনিন : 'রচনা সংকলন' / খণ্ড ২৫, পৃঃ ৮৭

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ লাইনকে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা একপেশেভাবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে পরিণত করেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই : কোনো একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কীভাবে চালনা করবে? শুধু কি সে তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সম্পর্কই রক্ষা ক'রে যাবে?

অবশ্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পঞ্চশীল নীতি মেনে চলতেই হবে। কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে কোনো ক্রমেই অন্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের ভূখণ্ডগত সংহতি লংঘন করা, তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ণ করা, তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা, সেই দেশের ভেতরে নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালানো, অথবা সমানাধিকার বা পারস্পরিক উপকারের নীতি লংঘন করা কিছুতেই চলবে না। কিন্তু শুধুমাত্র এই নীতিগুলি পালন করাই আদৌ যথেষ্ট নয়। ১৯৫৭ সালের বিবৃতিতে বলা হয়েছে : "এগুলি একান্ত জরুরী নীতি। কিন্তু তাদের সম্পর্কের সারবস্তু এইটুকুই নয়। ভ্রাতৃত্বমূলক পারস্পরিক সাহায্য দান এই সম্পর্কের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সাহায্য দানই সমাজতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিকতার প্রকৃষ্ট প্রকাশ।"

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিকে পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ লাইনে পরিণত ক'রে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা আসলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভেতরকার পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার সর্বহারা, আন্তর্জাতিকতাবাদী সম্পর্কগুলিকে তুলে দিয়েছেন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে পুঁজিবাদী দেশগুলির সমপর্যায়ে ফেলেছেন। এটা সমাজতান্ত্রিক শিবিরকেই বিলুপ্ত ক'রে দেওয়ারই সামিল।

সমাজতান্ত্রিক দেশের পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ লাইনকে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা প্রকাশ্যভাবেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে পরিণত করেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই : কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের সঙ্গে তার সম্পর্ক কীভাবে চালনা করবে? ক্ষমতাধিষ্ঠিত সর্বহারা এবং তাদের সেইসব শ্রেণী-ভ্রাতারা যাঁরা এখনো নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়নি, এদের মধ্যে সম্পর্ক অথবা ক্ষমতাধিষ্ঠিত সর্বহারাশ্রেণী এবং সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও জাতির মধ্যে সম্পর্ক কি শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সম্পর্কই হবে? পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্ক হবে না?

অক্টোবর বিপ্লবের পর লেনিন বারবার বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রের 'দেশ' যেখানে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই দেশ, বিশ্ব-সর্বহারা বিপ্লব গড়ে তোলার একটি ঘাঁটি। স্তালিনও বলেছিলেন, "যে বিপ্লব একটি দেশে জয়ী হয়েছে, সে বিপ্লব যেন কিছুতেই নিজেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা বলে মনে না করে, নিজেকে যেন সে সমস্ত

দেশের সর্বহারা শ্রেণীর বিজয়কে ত্বরান্বিত করার সাহায্য ও উপায় ব'লেই মনে করে।"[৪৩]

তিনি আরো বলেছিলেন, "এ হচ্ছে বিশ্ববিপ্লবকে আরো বিস্তৃত করার একটি শক্তিশালী ঘাঁটি।"[৪৪]

অতএব, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে শুধু পৃথক সমাজব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক চালনায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না, নিজেদের মধ্যেকার এবং নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির সঙ্গে সম্পর্কও সঠিকভাবে চালনা করতে হবে। নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে সমর্থন করাকে নিজেদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য এবং পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব'লে অবশ্যই তাদের মনে করতে হবে। লেনিন ও স্তালিনের বিপরীত পথই গ্রহণ করেছেন ক্রুশ্চভ। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে তিনি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ নীতি ক'রে তুলেছেন এবং তা করতে গিয়ে নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে সাহায্য করার সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী দায়িত্বটিকে এই নীতি থেকে বাদ দিয়েছেন। অতএব, সেটা শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান-নীতির 'সৃজনশীল বিকাশ' মোটেই নয়, বরং তা হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অজুহাতে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

তৃতীয় প্রশ্ন: সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি কি সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টির এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাধারণ নীতি হতে পারে? এই নীতি কি জনগণের বিপ্লবের স্থান গ্রহণ করতে পারে?

আমরা মনে করি, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান হচ্ছে পৃথক সমাজ-ব্যবস্থার দেশগুলির মধ্যে, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক। বিপ্লব বিজয় অর্জন করার পরেই শুধু সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি অনুসরণ করা সম্ভব ও প্রয়োজন। নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের কাজ হচ্ছে নিজেদের মুক্তির জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের শাসন উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করা। সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের তাঁবেদারদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি অনুসরণ করা তাদের উচিত নয়, এবং তাদের পক্ষে তা সম্ভবও নয়।

অতএব, নিপীড়িত ও নিপীড়কশ্রেণীর এবং নির্যাতিত ও নিপীড়ক জাতির মধ্যে সম্পর্কের

৪৩ স্তালিন: 'রচনাবলী' / খণ্ড ৬: পৃ: ৪১৫
৪৪ ঐ: পৃ: ৪১৯

ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান প্রয়োগ করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিকে টেনে পুঁজিবাদী দুনিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির ও বিপ্লবী জনগণের নীতিতে পরিণত করা, অথবা নিপীড়িত জনগণের ও জাতিসমূহের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে এই নীতির অধীনস্থ ক'রে তোলা অন্যায়।

আমরা বরাবরই বলে আসছি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সঠিক প্রয়োগ তাদের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে, আক্রমণ ও যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী নীতিব মুখোস খুলে দেয়, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণ ও দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে সহায়তা কবে। সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও আক্রমণ যুদ্ধ ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হেনে ও দুর্বল ক'বে বিশ্বশান্তি ও মানব-প্রগতিব সংগ্রামকে সাহায্য করে, অতএব সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিকেও পৃথক সমাজব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সংগ্রামে সাহায্য করে। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সঠিক প্রয়োগ সমস্ত দেশেব জনগণেব বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কিন্তু পৃথক সমাজ ব্যবস্থার দেশগুলিব সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অব-স্থানের সংগ্রাম এবং বিভিন্ন দেশে জনগণের বিপ্লব দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

সি. পি. এস. ইউ. কেন্দ্রীয় কমিটির জবাবে সি. পি. সি.'র কেন্দ্রীয় কমিটি ১৪ই জুনের চিঠিতে লিখেছিলো: "পৃথক সমাজব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বজায় রাখা এক ব্যাপার। যে সব দেশ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি মেনে চলবে, তাদের পক্ষে একে অপরের সমাজব্যবস্থার কেশাগ্র স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ ও অসম্ভব। আর শ্রেণী-সংগ্রাম, বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রাম সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। এই সব সংগ্রামগুলি হচ্ছে তীব্র ও বৈপ্লবিক জীবণ-মরণ সংগ্রাম। এগুলির লক্ষ্য হচ্ছে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কোনো দেশে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সেই দেশে সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা একনায়কত্বের মাধ্যমে ছাড়া হতে পারে না।"

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে "সমাজে যে সমস্ত একান্ত জরুরী সমস্যাবলী দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের প্রকৃষ্টতম ও একমাত্র উপায়" ব'লে এবং "সমগ্র আধুনিক সমাজের জীবনযাত্রার মূল নিয়ম" ব'লে মনে করা সম্পূর্ণ অন্যায়! এ হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রাম বিবর্জিত সামাজিক শান্তিবাদ। এ হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি নির্লজ্জ বিশ্বাস-ঘাতকতা।

সেই ১৯৪৬ সালেই কমরেড মাও সে তুং এই দুইটি সমস্যাকে আলাদা ক'রে দেখিয়েছিলেন, এবং স্পষ্টই বলেছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে কতকগুলি ব্যাপারে আপস হলেই যে "পুঁজিবাদী দুনিয়ার দেশগুলির জনগণকেও ঐ পন্থা অনুসরণ করতে হবে এবং নিজের দেশের অভ্যন্তরেও যে আপস করতে হবে, তার কোনোই মানে নাই। ঐ সব দেশের জনগণকে তাদের বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।"[৪৫]

এটাই হচ্ছে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি। কমরেড মাও সে তুং-এর এই সঠিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে চীনা জনগণ দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান এবং বিপ্লবের বিরাট বিজয় অর্জন করেন।

এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সি. পি. এস. ইউ. নেতারা পৃথক সমাজব্যবস্থার দেশগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষমতাধিষ্ঠিত সর্বহারা শ্রেণী যে নীতি অনুসরণ করবে, তার একটি দিকের সঙ্গে সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ নীতিকে এক ক'রে দিয়েছেন, এবং তারা যাকে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সাধারণ নীতি বলেন, সেই নীতিকেই সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টি ও বিপ্লবী জনগণ কর্তৃক অনুসরণ করার দাবী জানিয়ে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির স্থলাভিষিক্ত করতে চাইছেন। তারা নিজেরা বিপ্লব চান না, এবং অন্যদেরকেও তারা বিপ্লব করতে নিষেধ করছেন। তারা নিজেরা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করছেন না, এবং অন্যদেরকেও তারা এই বিরোধিতা করতে নিষেধ করছেন।

একথা সি. পি. এস. ইউ'র কেন্দ্রীয় কমিটির খোলা চিঠিতে এবং ক্রুশ্চভের সাম্প্রতিক বক্তৃতাদিতে দৃঢভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সি. পি. এস. ইউ'র নেতারা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে নিপীডিত ও নিপীড়ক শ্রেণীর মধ্যে এবং নিপীড়িত ও নিপীড়ক জাতির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে টেনে এনে প্রয়োগ করেছেন ব'লে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা' 'জঘন্য কুৎসা'। এমন কি কপটতার সঙ্গে একথাও তাঁরা বলেছেন যে, "পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে" টেনে এনে প্রয়োগ করা চলবে না। কিন্তু এভাবে কথার কারচুপিতে সত্যকে চাপা দেবার চেষ্টা ক'রে লাভ হবে না।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের আমরা প্রশ্ন করতে চাই: যদি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতির মাত্র একটি দিকই হয়ে থাকে, তবে এই সেদিন পর্যন্তও কেন আপনারা বলেছেন যে, এ হচ্ছে "সারা দুনিয়ার ক্ষেত্রেই, পুঁজিবাদ

৪৫ মাও সে তুং 'নির্বাচিত রচনাবলী'। খণ্ড ৪ : পৃ ৮৭

থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমগ্র যুগের সাধারণ রণনীতি ?"[৪৬] সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ ও নিপীড়িত দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানকে তাদের সাধারণ নীতি করতে ব'লে আপনারা কি কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির বিপ্লবী নীতির জায়গায় আপনাদের 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' নীতিকে স্থাপিত করতে চাইছেন না ? এবং ইচ্ছা ক'রেই ঐ নীতিকেই নিপীড়িত ও নিপীড়ক শ্রেণীর এবং নিপীড়িত ও নিপীড়ক জাতির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাইছেন না ?

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের আমরা আরো প্রশ্ন করতে চাই : জনগণ যখন প্রধানতঃ নিজেদের সংগ্রামের উপর নির্ভর ক'রেই বিপ্লবে জয়লাভ ক'রে থাকেন, তখন কীভাবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে এই জয়লাভের কারণ বলা যেতে পারে ? কিংবা এই জয়লাভকে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ফল বলা যেতে পারে ? এই ধরনের কথা বলার মানে কি জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে আপনাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির অধীনস্থ ক'রে ফেলা নয় ?

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের আর একটি প্রশ্নও আমরা করতে চাই : সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক সাফল্যের এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় অর্জিত তাদের জয়গুলির নিঃসন্দেহে একটি দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রয়েছে এবং সেগুলি নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলিকে প্রেরণা যোগাচ্ছে, কিন্তু একথা কেমন ক'রে বলা চলে যে, জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের বদলে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার পথেই সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র বিজয় অর্জন করবে ?

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা প্রচার ক'রে থাকেন যে, "সমগ্র পুঁজিবাদী সম্পর্ক-ভিত্তিক ব্যবস্থাকে মারাত্মক ঘা দিতে হলে" এবং দুনিয়াব্যাপী সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ ঘটাতে হলে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর ক'রে থাকাই যথেষ্ট। একথা বলার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির আর সংগ্রাম করার, বিপ্লব করার, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, ও তাদের প্রতিক্রিয়াশীল তাঁবেদারদের শাসন উচ্ছেদ করার প্রয়োজন নেই—তাদের শুধু শান্তভাবে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে যতোদিন পর্যন্ত না সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনস্তর এবং জীবনমান সর্বাধিক উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ছাড়িয়ে যাবে, যখন সারা দুনিয়ার নিপীড়িত ও শোষিত গোলামেরা তাদের নিপীড়ক ও শোষকদের সঙ্গে এক সঙ্গে কমিউনিজমে প্রবেশ করবে। একথা কি সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের পক্ষ থেকে জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের জায়গায় যাকে তাঁরা বলেন শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তাই স্থাপন করা নয় এবং এই সব সংগ্রামকে বিপর্যস্ত ক'রে দেওয়া নয় ?

---

৪৬ 'প্রাভ্দা' সম্পাদকীয় নিবন্ধ/৬.১২.৬৩

এই তিনটি প্রশ্নের বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, সি. পি. এস. ইউ. নেতাদের সঙ্গে আমাদেব পার্থক্য একটি প্রধান নীতিগত পার্থক্য। মর্মবস্তুব বিচারে এটাই হচ্ছে মূল কথা। আমাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি লেনিনবাদী নীতি, যার ভিত্তি সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি। আমাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে শক্তিশালী করছে, বিশ্বশান্তিকে রক্ষা করছে, এবং সারা দুনিয়ার নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির বৈপ্লবিক সংগ্রামেব স্বার্থের সঙ্গে সংগতি রাখছে। কিন্তু সি. পি. এস. ইউ'এর নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অনুসৃত তথাকথিত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সাধারণ নীতি লেনিনবাদ-বিরোধী, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিকে তা বরবাদ করছে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ ও বিশ্বশান্তি রক্ষাব সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত কবছে এবং নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্বার্থের বিবোধিতা করছে।

সি. পি. এস. ইউ. নেতাদের 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের' সাধারণ লাইন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থই সিদ্ধ করছে

সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অনুসৃত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানেব সাধারণ লাইনকে সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি ও বিপ্লবী জনগণ দৃঢভাবে প্রত্যাখ্যান কবেছেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করছে।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের এই সাধারণ নীতিকে পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজিপতিদেব মুখপাত্রেরা খোলাখুলিভাবেই তারিফ ক'রে থাকে। তাদের চোখে ক্রুশ্চভ "মস্কোতে পশ্চিমেব সবচেয়ে বড় বন্ধু;"[৪৭] তারা বলছে "সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চভের কাজকর্ম একজন মার্কিন রাষ্ট্রবিদের মতো।"[৪৮] তারা বলছে "মুক্ত দুনিয়ার দিক থেকে কমরেড ক্রুশ্চভকে রুশদের সবচেয়ে ভাল প্রধানমন্ত্রী বলা যেতে পারে। তিনি সত্যি-সত্যিই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী।"[৪৯] তারা ঘোষণা করছে, "সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের এই সম্ভাবনার ফলে মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরেব ধারণা হয়েছে, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ক্রুশ্চভের কাজকে ত্বরান্বিত করার কথা ভেবে দেখা।"[৫০]

---

৪৭ 'টাইম' পত্রিকা / ১. ৩. ৬২

৪৮ হ্যারিম্যানের টেলিভিশন সাক্ষাৎকার / ১৮ই আগষ্ট, ১৯৬৩

৪৯ 'টাইম অ্যাণ্ড টাইড' পত্রিকা / এপ্রিল ১৮-২৪, ১৯৬৩

৫০ সি. পি. এস. ইউ'এর খোলা চিঠি সম্পর্কে মার্কিন সরকারের কর্মচারীদের মন্তব্য সম্পর্কে ১৯৬৩ সালের ১০ই জুলাই ওয়াশিংটন থেকে প্রেরিত এ. এফ. পি-র প্রেরিত বার্তা।

সাম্রাজ্যবাদীরা বরাবরই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির প্রতি দারুণ বিরূপ। তাদের মতে, "'সহ-অবস্থান' কথাটিই কেমন যেন "দুর্বোধ্য ও ভীতি-জনক এবং আত্মম্ভরী" এবং "এই ক্ষণস্থায়ী ও অস্বস্তিকর সহ-অবস্থানের ধারণাকে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করাই ভালো।"[৫১] তবে আজ কেন তারা ক্রুশ্চভের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে এতখানি আগ্রহ দেখাচ্ছে? তার কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের পক্ষে এই নীতির উপকারিতা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করতে পারছে।

জনগণের বিপ্লবে ভাঙন ধরাবার, সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে উচ্ছেদ করার এবং দুনিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি লাভের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অবশ্যই যুদ্ধ ও শান্তির দ্বৈত কৌশল অবলম্বন করবে। যখন তারা দেখতে পাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমেই তাদের প্রতিকূল হয়ে উঠছে, তখন যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ বাড়িয়ে ও যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বেশী ক'রে তাদের শান্তির খেলা চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

১৯৫৮ সালে জন ফষ্টার ডালেস প্রস্তাব করেছিলো যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত 'শান্তিপূর্ণভাবে' জয়ী হবার 'মহান' ও উদার রণনীতি গ্রহণ করার।

রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হবার পর থেকেই কেনেডি ডালেসের এই 'শান্তির রণনীতিকেই' অনুসরণ করতে থাকেন, একে আরও সম্প্রসারিত করেন, এবং বড্ডো বেশী 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের' কথা বলতে থাকেন। তিনি বলেন, "হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও অনেক ভালো অস্ত্রের আমাদের প্রয়োজন,......এবং সেই আরও ভাল অস্ত্রটি হলো শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান।[৫৩] তা হলে কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সত্যিই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে মেনে নিচ্ছে, অর্থাৎ সি. পি. এস. ইউ. নেতাদের ভাষায়, "শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের যৌক্তিকতা ও ব্যবহারিকতা" স্বীকার ক'রে নিচ্ছে? না, মোটেই তা' নয়! একটু তলিয়ে দেখলেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ঘোষিত এই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অর্থ ও উদ্দেশ্য সহজেই ধরা পড়বে। এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য কী?

এক॥ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের হাত বেঁধে দিতে চায় এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি তাদের সমর্থন দান নিষিদ্ধ করতে চায়।

৫১ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ডগলাস ডিলনের বক্তৃতা / ২০শে এপ্রিল ১৯৬০।

৫২ কালিফোর্নিয়া ষ্টেট চেম্বার্স অব কমার্সে ডালেসের বক্তৃতা / ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৮।

৫৩ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে কেনেডির বক্তৃতা / ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

ডালেস বলেছিলেন, সোভিয়েত সরকার যদি আন্তর্জাতিক কমিউনিজমকে পরিচালনার কাজ থেকে নিজেদের বিযুক্ত করতে পারে এবং রুশ জাতি ও রুশ জনগণের কল্যাণ সাধনেই প্রধানত নিজেদের ব্যাপৃত রাখে, তবে তাদের দিক থেকে তারা 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের' অবসান ঘটাতে পারে। আর আন্তর্জাতিক কমিউনিজম যদি তার দুনিয়াব্যাপী লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম বর্জন করে, তাহলেও 'ঠাণ্ডা লড়াই' শেষ হতে পারে।"[৫৪]

কেনেডি বলেছিলেন, মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ক যদি উন্নত করতে হয়, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে "সারা দুনিয়াকে কমিউনিষ্ট করার পরিকল্পনা" বর্জন করতে হবে এবং কেবলমাত্র নিজের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার এবং শান্তির অবস্থার মধ্যে নিজের জনগণের জীবনযাত্রা উন্নত করার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হবে।"[৫৫]

ডীন রাস্ক, কথাটি আরও খোলাখুলি বলেছেন: "যতোদিন পর্যন্ত না কমিউনিষ্ট নেতারা তাদের বিশ্ববিপ্লবের লক্ষ্য বর্জন না করছেন ততোদিন পর্যন্ত নিশ্চিত ও স্থায়ী শান্তি আসতে পারে না।" তিনি আরও বলেছেন "বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রতি নিজেদের প্রতিশ্রুতির বোঝা ও বিপদ সম্পর্কে" সোভিয়েত নেতাদের মধ্যে "অস্থিরতার লক্ষণ" দেখা যাচ্ছে। তিনি সোভিয়েত নেতাদের উপদেশ পর্যন্ত দিয়েছেন, "আরো এগিয়ে যাবার, অর্থাৎ সারা দুনিয়ার কমিউনিজম জয়ী হবে—এই মোহ ত্যাগ করার।"[৫৬]

কথাগুলির অর্থ খুবই স্পষ্ট। পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিভিন্ন নিপীড়িত জাতি ও জনগণ নিজেদের মুক্তির জন্য যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালাচ্ছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে 'সমগ্র দুনিয়াকে কমিউনিষ্ট করার জন্য' সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রচেষ্টার ফল ব'লে বর্ণনা করেছে। সোভিয়েত নেতাদেরকে তারা বলেছে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তোমরা শান্তিতে বাস করতে চাও? খুব ভালো কথা। কিন্তু একটি শর্ত আছে। শর্তটি হচ্ছে এই যে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিভিন্ন জনগণ ও জাতির বৈপ্লবিক সংগ্রামকে তোমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারবে না, এবং তারা যাতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এই স্বপ্নেই বিভোর হয়ে আছে

৫৪ মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র দপ্তর কমিটিতে ডালেসের বক্তৃতা / ২৮শে জানুয়ারী ১৯৫৯।

৫৫ ইজভেস্তিয়ার প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে কেনেডির সাক্ষাৎকার / ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬১।

৫৬ মার্কিন সেনাবাহিনীর জাতীয় কনভেনশনে রাস্কের ভাষণ / ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

যে, তা হলে পুঁজিবাদী দুনিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলিকে ধ্বংস করার এবং তাদের উপর প্রভুত্ব করার পক্ষে তাদের আর কোনো বাধা থাকবে না, এবং এই মানুষরাই হচ্ছেন দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ।

দুই ॥ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে তাদের নিজেদের 'শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের' এবং ঐ সব দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার নীতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

ডালেস বলেছেন, "বল প্রয়োগ বর্জনের অর্থ স্থিতাবস্থা বহাল রাখা নয়, বরং তা হচ্ছে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন।"[৫৭] প্রতিরোধ করাই যথেষ্ট নয়। "স্বাধীনতাকে এমন এক সুস্পষ্ট শক্তি দিতে হবে, যা একেবারে ভেতরে প্রবেশ করবে।"[৫৮] "সোভিয়েত দুনিয়ার ভেতরেই একটি বিবর্তনকে উৎসাহিত ক'রে তোলা যাবে ব'লে আমরা আশা করি।"[৫৯]

আইজেনহাওয়ার বলেছিলেন, "এক অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্র কর্তৃক শৃঙ্খলিত জনগণ যাতে শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীন ভোটাধিকার বলে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার পায় সেজন্য" শান্তিপূর্ণ উপায়ে যা কিছু করা সম্ভব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা করবে।[৬০]

কেনেডি বলেছিলেন যে, "সোভিয়েত সাম্রাজ্যে সমস্ত মহাদেশে যে সব পরিবর্তন ঘটছে......তা যাতে অধিকতর সংখ্যক মানুষকে অধিকতর স্বাধীনতা এনে দিতে পারে এবং বিশ্বশান্তি আনতে পারে, সেজন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করাই আমাদের কাজ।"[৬১] তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণ যাতে "স্বাধীনভাবে বেছে নিতে পারে" সেজন্য তিনি এই সব দেশের প্রতি ধীরভাবে স্বাধীনতাকে উৎসাহিত ক'রে তুলবার এবং স্বৈরতন্ত্রের উপর স্বতন্ত্রভাবে চাপ দেবার নীতি অনুসরণ করবেন।[৬২]

এইসব কথার অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে

৫৭ নিউইয়র্ক ষ্টেট বার অ্যাসোসিয়েশনের ডিনারে ডালেসের ভাষণ / ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৫৯

৫৮ কালিফোর্নিয়া ষ্টেট চেম্বার অব কমার্সে ডালেসের ভাষণ / ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৮

৫৯ মার্কিন পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির সামনে ডালেসের সাক্ষ্য / ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

৬০ শিকাগোতে পোলিশ-মার্কিন কংগ্রেসে আইজেনহাওয়ারের ভাষণ / ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

৬১ কেনেডি : 'শান্তির রণনীতি' / পৃ. ১৯৯

৬২ পোলিশ মার্কিন কংগ্রেসে (শিকাগো) কেনেডির বক্তৃতা / ১লা অক্টোবর, ১৯৬০

'স্বৈরতন্ত্রী' ও 'স্বেচ্ছাচারী' বলে কুৎসা করছে এবং পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে 'স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়া' বলে বর্ণনা করছে। সোভিয়েত নেতাদেব তারা বলছে : "তোমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে চাও? খুব ভালো কথা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির স্থিতাবস্থা আমরা মেনে নিচ্ছি। বরং সেখানে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেই হবে।" অর্থাৎ দুনিয়ার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যে সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে, কখনোই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী এ ঘটনাটি মেনে নেবে না, বরং সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বদাই সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যাকে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বলছে, তা সংক্ষেপে এরকম : সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব ও দাসত্বেব অধীনে বাস করছেন এমন কোনো জনগণই মুক্তির জন্য লড়াই করতে পারবে না, যারা ইতিমধ্যেই নিজেদেব মুক্ত করেছেন তাদের আবার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব ও দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে হবে এবং সাবা দুনিয়াকেই মার্কিন-নিয়ন্ত্রিত 'মুক্তদেশগুলির আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর' অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

অতএব, সি. পি. এস. ইউ. নেতাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সাধাবণ লাইন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এতোটা পছন্দসই কেন, তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা 'শান্তির জন্য উদ্বিগ্ন'—বারংবার এই কথা ঘোষণা ক'রে সি. পি. এস. ইউ. নেতাবা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অজুহাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে খুশী করাব জন্য ও তার শঠতাপূর্ণ শান্তিনীতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো চেষ্টারই কসুর করছে না। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অজুহাতে সি. পি. এস. ইউ'-এর নেতারা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিকে নিপীড়িত ও নিপীড়ক শ্রেণীর এবং নিপীড়িত ও নিপীড়ক জাতির মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন, বিপ্লবের বিরোধিতা করছেন এবং বিপ্লবকে ধ্বংস কবার চেষ্টা করছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক এটাই চাইছে, তাদের দাবী হচ্ছে : সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যেন পুঁজিবাদী দুনিয়ায় জনগণের বিপ্লবকে সমর্থন না করে।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অজুহাতে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সহযোগিতার প্রবর্তন করতে চাইছেন, সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার জন্য ওকলতি করছেন এবং এই-ভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী 'অনুপ্রবেশের দ্বার' খুলে দিচ্ছেন। 'শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতি ঠিক এই জিনিসটিই চাইছে।

নেতিবাচক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বদা আমাদের সবচেয়ে ভালো শিক্ষকের কাজ ক'রে থাকে। সি. পি. এস. ইউ'এর বিংশ কংগ্রেসের পর ডালেসের দুটি বক্তৃতা

থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। তিনি বলেছিলেন: "......আমি বলেছিলাম যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে আরো উদারনৈতিকতার দিকে নিয়ে যাবার মতো শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।" "......সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে যদি এইসব শক্তি বাড়তে এবং শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে, তাহলে আমি বলেছিলাম, এক দশক কিংবা এক প্রজন্মের মধ্যেই আমরা ধরে নিতে পারি এবং সঙ্গতভাবেই আশা করতে পারি যে, আমাদের নীতির যা মহান লক্ষ্য, তাতে আমরা পৌঁছে যাবো। এই মহান লক্ষ্য হচ্ছে, এমন এক রাশিয়া প্রতিষ্ঠা করা যার শাসকেরা হবেন রুশ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সংবেদনশীল, যারা দস্যুতা ক'রে সারা দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের উচ্চাভিলাষ বর্জন করবেন, যারা সভ্য দেশের রীতি-রেওয়াজ এবং জাতিসংঘ সনদে উল্লিখিত নীতিগুলি মেনে চলবেন।"[৬৩]

তিনি আরো বলেন, "...সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা—প্রকৃতপক্ষে বলতে পারি সুদূরপ্রসারী নিশ্চয়তা হচ্ছে এই যে, সোভিয়েত নেতাদের বর্তমান নীতিগুলিতে একটি বিবর্তন ঘটবে যার ফলে তারা বেশী জাতীয়তাবাদী ও কম আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়ে উঠবেন।"[৬৪]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের ডালেসের ভূত তাড়া ক'রে ফিরছে এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের তথাকথিত সাধারণ লাইন তাদের চেতনাকে এতোখানি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে যে, তাদের কার্যকলাপ যে কী চমৎকারভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মনোবাসনা পূর্ণ ক'রে চলেছে, তা একবার ভেবে দেখারও তাদের ফুরসুৎ হচ্ছে না।

সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতাই হচ্ছে সি. পি. এস. ইউ. নেতাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সাধারণ লাইনের মর্মবস্তু

গত কয়েক বছর ধরে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা অবিরত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা ব'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আসলে শুধু যে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার নীতিই লংঘন করে চলেছেন তাই নয়, চীন ও অন্যান্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতি মনোভাবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পঞ্চশীল নীতি পর্যন্ত মানছেন না। সোজা কথায় বলতে গেলে, তাদের পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ লাইন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে তাদের অবিরাম ওকালতির মর্মার্থই হচ্ছে এটা দাবী করা যে, তাদের বহুদিনের সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতার স্বপ্নের কাছে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ ও কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

৬৩ ডালেসের সাংবাদিক সম্মেলন / ১৫ মে ১৯৫৬

৬৪ ডালেসের সাংবাদিক সম্মেলন / ২৮শে অক্টোবর, ১৯৫৮

সি. পি. এস. ইউ. নেতৃবৃন্দের অনুসৃত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানেব সাধারণ লাইনেব মর্মবস্তুই হচ্ছে দুনিয়ার উপব আধিপত্য স্থাপনের জন্য সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতা। তাদের বিভিন্ন অসাধারণ বিবৃতিগুলির দিকে তাকানো যাক :

"দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক শক্তি, সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দুনিয়ার অন্য যে কোনো দেশকে পিছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছে।"[৬৫] "এই দুইটি শক্তির প্রত্যেকটিই একটি বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব করছেন—সোভিয়েত ইউনিয়ন নেতৃত্ব করছেন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব কবছেন পুঁজিবাদী শিবিরের।"[৬৬]

"আমরা (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ এবং আমবা যদি শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হই তাহলে যুদ্ধ হতে পারে না। তারপর যদি কোনো উন্মাদ যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে আমাদেব শুধু তাকে আঙুল তুলে সাবধান ক'রে দেওয়াটাই যথেষ্ট হবে।"[৬৭]

"যদি সোভিয়েত সরকারেব প্রধান নায়ক ক্রুশ্চভ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির মধ্যে একটি চুক্তি হয়, তাহলে মানবজাতির ভাগ্য নির্ভর করছে যেসব আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর উপর, সেগুলির সমাধান হয়ে যাবে।"[৬৮]

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের আমরা প্রশ্ন করতে চাই : ১৯৫৭ সালের ঘোষণা ও ১৯৬০ সালেব বিবৃতিতে যখন স্পষ্ট ক'রেই বলা হয়েছে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই দুনিয়ার জনগণের প্রধান শত্রু এবং আক্রমণ ও যুদ্ধের প্রধান শক্তি তখন কীভাবে আপনারা শান্তি রক্ষার জন্য বিশ্ব শান্তির প্রধান শত্রুর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন?

আমরা তাদের প্রশ্ন করতে চাই : শতাধিক দেশ ও তিনশো কোটিরও বেশী মানুষের নিজের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার নেই—এটাও কি সম্ভব? তাদের কি দুইটি 'দানবের,' দুইটি 'বৃহত্তম শক্তির,' সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, কার্যকলাপের কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে? আপনাদের এই উদ্ধত অর্থহীন প্রলাপ কি নিছক ও নির্জলা বৃহৎ শক্তিসুলভ উগ্র দাম্ভিকতার ও ক্ষমতালোভের রাজনীতি নয়?

আমরা আপনাদের আরো প্রশ্ন করতে চাই : আপনারা কি সত্য সত্যই ভাবছেন যে,

৬৫ জন. এন. ইয়াকডলেভ : 'ত্রিশ বছর পরে' সোভিয়েত-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৩০শ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে লিখিত পুস্তিকা।

৬৬ ঐ

৬৭ মার্কিন সাংবাদিক সুলজবর্গারের সঙ্গে ক্রুশ্চভের সাক্ষাৎকার / ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

৬৮ গ্রোমিকো : সোভিয়েত সুপ্রিম সোভিয়েতে ভাষণ / ১৩.১২.৬২

যদি শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা চুক্তিতে আসতে পারে, যদি কেবলমাত্র দুইটি 'মহামানব' একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন, তাহলেই সমস্ত মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারিত এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধান হয়ে যাবে ? আপনারা ভুল করছেন, প্রচণ্ড ভুল করছেন। স্মরণাতীত কাল থেকে আজ পর্যন্ত কখনো কিছুই এভাবে ঘটেনি এবং আজ উনিশশো ষাটের দশকে তা ঘটা আরো বেশি অসম্ভব। দুনিয়া আজ জটিল সব দ্বন্দ্বে জর্জরিত—সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে দ্বন্দ্ব, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, নিপীড়িত জাতিগুলি ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে একচেটিয়া পুঁজিপতিচক্রগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একবার কোনো চুক্তি সম্পাদিত হলেই কি এসব অদৃশ্য হয়ে যাবে ? যে একটি মাত্র দেশের দিকে সি. পি. এস. ইউ' এর নেতারা তাকিয়ে আছেন, সেটা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতা স্থাপন করতে গিয়ে তারা সোভিয়েত জনগণের প্রকৃত মিত্রদের, তাদের নিজেদের শ্রেণীভ্রাতাদের এবং এখনো সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধিবাসী সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও জাতিগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেও দ্বিধা বোধ করছেন না।

সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সি. পি. সি'র বিরুদ্ধে যে কোনো মিথ্যা ও কুৎসার আশ্রয় তাঁরা গ্রহণ করছেন এবং চীনের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছেন। সমাজতান্ত্রিক আলবানিয়াকে একেবারে ধ্বংস না করা পযন্ত তারা তো মনে শান্তিই পাচ্ছেন না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তারা বিপ্লবী কিউবার উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন এবং তার সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদাকে বিসর্জন দেবার দাবিও তুলেছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম অন্তর্ঘাতী চক্রান্তে ধ্বংস করার জন্যও সি. পি. এস. ইউ. নেতারা উঠে পড়ে লেগেছেন। তারা এখন সামাজিক সংস্কারবাদের প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের সর্বহারা শ্রেণী ও তার রাজনৈতিক পার্টিগুলির বৈপ্লবিক সংগ্রামী দৃঢ় সংকল্পকে দুর্বল ক'রে দিচ্ছেন। সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাঁরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ছোট ক'রে দেখছেন এবং ক্রমেই বেশি বেশি ক'রে মার্কিন নয়া-উপনিবেশবাদের নির্লজ্জ সমর্থক হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।

এই সব কষ্টকর কার্যকলাপের বিনিময়ে এবং সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতার জন্য তাঁদের

যে প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়েছে, তার বিনিময়ে সি. পি. এস. ইউ'এব নেতাবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদেব কাছ থেকে কী পাচ্ছেন ?

১৯৫৯ সাল থেকে ক্রুশ্চভ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব মধ্যে শীর্ষ বৈঠকের জন্য মবিয়া হয়ে উঠেছেন। তার অনেক সাধেব স্বপ্ন বয়েছে এবং সেগুলি নিয়ে তিনি অনেক মোহ ছড়াচ্ছেন। আইসেনহাওয়াবকে তিনি একজন 'উঁচুদবেব মানুষ' বলে তুলে ধরেছেন, কাবণ তিনি নাকি "বৃহৎ বাজনীতি বোঝেন"।[৬৯] পবমোৎসাহে কেনেডিকে তিনি প্রশংসা করেছেন এমন একজন ব্যক্তি ব'লে, যিনি "এই ধরনের দুটি রাষ্ট্রেব উপব ন্যস্ত মহান দায়িত্ব উপলব্ধি কবতে পাবেন।"[৭০] তথাকথিত ক্যাম্প ডেভিড মেজাজ নিযে সি পি এস. ইউ'এব নেতাবা খুব হৈ চৈ কবেছিলেন, বলেছিলেন যে, ভিয়েনা বৈঠক হবে এক 'ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা'। সোভিযেত পত্র পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো ঃ একবাব যদি সোভিয়েত ইউনিযন ও মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব প্রধানেবা এক টেবিলে বসতে পাবেন, তা' হলে "ইতিহাস একটা নোতুন সন্ধিক্ষণে" এসে দাঁড়াবে এবং এই দুই 'মহাপুরুষেব' কবমর্দনে আন্তর্জাতিক সম্পর্কেব ক্ষেত্রে 'নোতুন যুগের' আবির্ভাব ঘটবে।

কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সি. পি. এস. ইউ. নেতাদেব সঙ্গে কীবকম আচবণ কবলেন ? ক্যাম্প ডেভিড বৈঠকেব মাস খানেক পবেই আইসেনহাওযাব ঘোষণা কবলেন—"কোনো ক্যাম্প ডেভিড মেজাজেব কথা আমি জানতামই না।" বৈঠকেব সাতমাস পবে সোভিয়েত ইউনিয়নেব ভেতবে প্রবেশেব জন্য তিনি একখানি ইউ-টু গোয়েন্দা বিমান পাঠালেন। এইভাবে চতুঃশক্তি শীর্ষ সম্মেলন তিনি বানচাল করেছিলেন। অল্প কিছুকাল পবেই ভিয়েনা বৈঠকে কেনেডি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব মধ্যে বিশ বছবেব শান্তিব জন্য নিম্নলিখিত ঔদ্ধত্যপূর্ণ শর্তগুলি উপস্থিত কবেন : কোনো জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামে সোভিযেত ইউনিয়ন সমর্থন জানাতে পাববে না, এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পুঁজিবাদ ফিবিযে আনতে হবে। ভিয়েনা বৈঠকের বছরখানেক পরেই কেনেডি কিউবাকে জলদস্যুসুলভ সামবিক অববোধে অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং ক্যারিবিয়ানে সংকটের সৃষ্টি কবলেন।

আঁতিপাতি ক'রে খুঁজেও এখন আব সেই গালভরা 'ক্যাম্প ডেভিড মেজাজের' খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেলো সেই 'মানুষেব ইতিহাসেব সন্ধিক্ষণ' আর সেই 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নোতুন যুগ ?'

৬৯ ক্রুশ্চভ : নিউইয়র্কের মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা / ১৭.৯.৫৯

৭০ ক্রুশ্চভ : রেডিও ও টেলিভিশনে বক্তৃতা/১৫.৬.৬১

আংশিক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা ঢাকঢোল পিটিয়ে তথাকথিত মস্কো মেজাজের কথা ঘোষণা করলেন। লোহা গরম থাকতে থাকতেই আঘাত হানার প্রয়োজনের কথা বলে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আরো চুক্তি হবার মতো 'সমস্ত অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান', বড়ো গলায় বললেন, 'অপেক্ষা করা যাক' কিংবা 'তাড়াহুড়ো করার দরকার নাই'[৭১] জাতীয় মনোভাব গ্রহণ করা খুব খারাপ।

কিন্তু 'মস্কো মেজাজ' বস্তুটা কী? সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক। 'সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতার' আবহাওয়াকে আরো উজ্জ্বল করার জন্য সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ত্রিংশ বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মস্কোতে একটা জনসমাবেশ করেন। এই সঙ্গে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল পাঠান সেখানেও ঐ উৎসব উদযাপনের জন্য। কিন্তু সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের এই উৎসাহের ফল কী দাঁড়ালো? সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্কিন দূতাবাসের সমস্ত কর্মচারীবৃন্দ এই মস্কো সমাবেশে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন, এবং মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে এক বিশেষ হুকুম-নামা জারি ক'রে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে 'অত্যন্ত বিপজ্জনক ও সন্দেহ-জনক লোক' ব'লে বর্ণনা ক'রে মার্কিন জনসাধারণকে তাদের বয়কট করতে বলা হলো। সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা যখন 'সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতা'র কথা প্রচার করেছিলেন, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোয়েন্দা বার্গহুর্নকে পাঠালো সোভিয়েত ইউনিয়নে গুপ্তচরবৃত্তি চালানোর জন্য। সোভিয়েত সরকার অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই এই গোয়েন্দা-টিকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু যখন কেনেডি এই ব'লে হুমকি দিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে গম কেনাবেচার সাফল্য 'দুই দেশের উপযুক্ত আবহাওয়ার উপর নির্ভর করছে', বার্গহুর্নের গ্রেপ্তারে এই আবহাওয়া গুরুতররূপে বিঘ্নিত হয়েছে, সোভিয়েত সরকার তৎক্ষণাৎ এই মার্কিন গোয়েন্দাটিকে বিনা বিচারে ছেড়ে দিলেন এই কারণে যে, "বার্গহুর্নের ভাগ্য সম্পর্কে মার্কিন পদস্থ কর্মচারীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।" অর্থাৎ তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এমন একজন গুপ্তচরের ভাগ্য সম্পর্কে, 'সোভিয়েত ইউনিয়নে যার গুপ্তচরবৃত্তির সত্যতা তদন্তের ফলে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো।'

এ সবই কি 'মস্কো মেজাজের' অভিব্যক্তি? তাই যদি হয়, তাহলে বড়োই দুঃখের কথা। মস্কো—প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের উজ্জ্বল রাজধানী এবং অক্টোবর বিপ্লবের

৭১ 'ইজভেস্তিয়া'র প্রবন্ধ / ২১. ৮. ৬৩

পর থেকে সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের মানসপটে অঙ্কিত এক মহিমময় নাম। সেই নামটিই সি. পি. এস. ইউ. নেতারা ব্যবহার করছেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে নিজেদের ঘৃণিত সহযোগিতার কলংককে ঢেকে রাখার জন্য। কী নিদারুণ লজ্জার কথা। সি.পি.এস.ইউ. নেতারা প্রায়ই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে ভালো ভালো কথা ব'লে থাকেন এবং তাদের কাছ থেকে অনুগ্রহ চেয়ে থাকেন। অথচ প্রায়ই তারা ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ ও পার্টিগুলির সঙ্গে আচরণে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন এবং তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী জনগণের সঙ্গে তারা বহু শঠতা ও প্রতারণা ক'রে থাকেন—এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'বন্ধুত্ব' ও 'আশ্বাস' অর্জন করা। কিন্তু "যখন ঢলে-পড়া ফুল ভালোবাসার কাঙাল, তখন নিদয়া তটিনী কুলু কুলু বয়ে যায়।" মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা এযাবৎ পেয়েছেন শুধু অপমান, আবার অপমান, সব সময়েই অপমান।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতাদের প্রতি কিছু উপদেশ

সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সেই দুঃসহ দিনগুলিতে এবং দেশ রক্ষার যুদ্ধের সেই দাবানলের মধ্যে কখনো কি এমন ঘটনা ঘটেছে, যখন লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে মহান সোভিয়েত জনগণ বিপদের কাছে নতি স্বীকার করেছেন? তাঁরা কি কখনো শত্রুর কাছে নতজানু হয়েছেন? আজ বিশ্ব পরিস্থিতি বিপ্লবের সবচেয়ে অনুকূল এবং সমাজতন্ত্র এতোখানি শক্তিশালী আগে আর কখনো ছিলো না। অথচ আজ প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশকে, লেনিন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ কী অপমানজনকভাবেই না হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং কী নির্লজ্জভাবেই না সি. পি. এস. ইউ'এর নেতারা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মুখে চুনকালি লেপন করছেন। আমাদের পক্ষে, যে কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কিম্বা বিপ্লবী জনগণের পক্ষে, এ দেখে বেদনা অনুভব না ক'রে থাকা কি সম্ভব? এখানে আমরা সি. পি. এস. ইউ'এর নেতাদের কিছু আন্তরিক উপদেশ দিতে চাই।

হিংস্রতম সাম্রাজ্যবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়া জয়ের এক উন্মত্ত রাজনৈতিক লক্ষ্য অন্তরে পোষণ করছে। উন্মত্তের মতো সে নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের বৈপ্লবিক সংগ্রাম দমন ক'রে চলেছে এবং পূর্ব ইউরোপকে তথাকথিত "বিশ্ব মুক্ত জাতি গোষ্ঠীর" মধ্যে ফিরিয়ে আনার অভিলাষ খোলাখুলিই ঘোষণা করছে। আপনারা কীভাবে ধরে নিলেন যে, সমগ্র বিশ্বজয়ের আগ্রাসী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে গিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত হানবে অন্যদের উপর, সোভিয়েতের উপর নয়?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি সমাজব্যবস্থার মধ্যে 'সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা' আপনারা কী ক'রে আশা করেন ?

এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেও শঠতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, এবং যতোদিন পর্যন্ত না তাদের পদদলিত করতে পারছেন ততোদিন পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শান্ত হবে না।

আপনারা কেমন ক'রে ভাবতে পারছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করবে ?

সি. পি. এস. ইউ'-এর নেতৃস্থানীয় কমরেডগণ! বিষয়টি একবার স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখুন! দুনিয়ায় যখন ঝড় ওঠে, তখন কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভর করা চলে ? না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নির্ভরযোগ্য নয়, সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের কেউই নির্ভরযোগ্য নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মিত্র হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলি, ভ্রাতৃপ্রতিম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি এবং সমস্ত নিপীড়িত জনগণ ও জাতি।

ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবেই ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মাবলী কাজ ক'রে চলে। সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিস্তারকে ধ্বংস করা দূরে থাকুক, রোধ করার শক্তিও কারও নেই। যে সমাজতান্ত্রিক শিবির ও বিশ্বের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজশে দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব করার স্বপ্ন দেখবে, তার পরিণাম বড় দুঃখের। এই কাজই করছেন সি. পি. এস. ইউ'-এর নেতৃবৃন্দ, তাঁরা পা বাড়িয়েছেন অত্যন্ত ভুল ও বিপজ্জনক পথে।

এখনো সময় আছে, কিনারায় এসে সি. পি. এস. ইউ'-এর নেতারা এখনো লাগাম টানতে পারেন। এখনো তারা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সাধারণ লাইন বর্জন ক'রে লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে ফিরে আসুন, ফিরে আসুন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার পথে!